# পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩০ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 30, Issue 1509, Saturday, 21 January 2023 FREE www.parichoy.com

বাংলাদেশ আইএমএফ থেকে কোনো শর্ত দিয়ে ঋণ নিচ্ছে না -জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিস্তারিত ১০ পাতায়

## আরো আছে...


- বাংলাদেশে তৈরি প্রথম রকেট উড়তে যাচ্ছে মার্চে - ৫ম পাতায়
- বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার ব্র্যান্ড হুন্দাইয়ের গাড়ি- ৫ম পাতায়
- মালয়েশিয়ায় জাহাজের কনটেইনারের দরজা খুলে মিলল বাংলাদেশীকিশোর-৫ম পাতায়
- ভিসা জালিয়াতি: ৩ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের মামলা - ৫ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসের চুলায় রান্না কি এখনই বন্ধ হচ্ছে, গ্যাসের চুলায় রান্না : যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে শিশুদের হাঁপানি-৬ষ্ঠ পাতায়
- শরণার্থীদের সরাসরি স্পন্সর হতে পারবেন আমেরিকানরা- ৬ষ্ঠ পাতায়
- বিদেশে বাংলাদেশিদের অবৈধ সম্পদের ব্যাপারে দুদক কেন নীরব?-৮ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকার বুঝতে হচ্ছে বাংলাদেশকে-৯ম পাতায় র‍্যাব কিছু 'উল্টাপাল্টা' কাজ করেছে, অস্বীকারের সুযোগ নেই - পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন-৯ম পাতায়
- ডোনাল্ড লু'র বক্তব্য নিয়ে সরকার মিথ্যাচার করেছে : বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল- ৯ম পাতায়
- বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতকে অস্ট্রিয়ার 'না', একটি চিঠি, নানা আলোচনা-৯ম পাতায়
- ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৪২ শতাংশ -১০ম পাতায়

# ৩১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণসীমা অতিক্রম, নতুন সীমা নির্ধারণে রিপাবলিকানদের নানা শর্ত

## যুক্তরাষ্ট্র কি ঋণখেলাপি হওয়ার পথে

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

# ভারতের সাথে চীনের 'ওয়াটার ওয়ার' বাংলাদেশের উদ্বেগের কারণ হতে পারে

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

PEOPLE N TECH

A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by:

NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by:

SCHEV

Proprietary School NYS Education Department Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

# এটর্নী মঈন চৌধুরী

## Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

**917-282-9256**

**Moin Choudhury, Esq**

**Email: moinlaw@gmail.com**

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

# এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

**Immigration**

(To Schedule Appointment Only)

**Call:917-282-9256**

E-mail: moinlaw@gmail.com

**Timothy Bompart**
Attorney at Law

**Moin Choudhury**
Attorney at Law

**Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372**
**Manhattan Office By Appointment Only.**
**Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076**

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

## টাইমস অব ইন্ডিয়ার রিপোর্ট

# ভারতের সাথে চীনের 'ওয়াটার ওয়ার' বাংলাদেশের উদ্বেগের কারণ হতে পারে

পরিচয় ডেস্ক: চীনের 'ওয়াটার ওয়ারস'-এর হুমকি। এই আশঙ্কায় অরুণাচল প্রদেশের আপার সুবানসিরিতে সবচেয়ে বড় পানিবিদ্যুৎ বিষয়ক ১১,০০০ মেগাওয়াট (এমডব্লিউ) ক্ষমতার প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ নিয়েছে ভারত। চীনের প্রকল্প বাংলাদেশের জন্যও উদ্বেগের কারণ হতে পারে। এ নিয়ে অনলাইন টাইমস অব ইন্ডিয়াতে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। এর শিরোনাম- 'ফিয়ারিং ওয়াটার ওয়ার বাই চায়না, গভর্নমেন্ট পুটস অরুণাচল ড্যামস অন ফাস্ট ট্র্যাক'। এতে বলা হয়েছে, ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের কাছে চীন ড্যাম নির্মাণ করছে। একটি মূল্যায়ন কমিটি এ বিষয়ে সুপারিশ করেছে এবং নীতিগতভাবে বিদ্যুৎ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনুমোদন দেয়ার পর এর জবাবে ভারত তিনটি স্থগিত থাকা প্রকল্প বাস্তবায়ন করার আশা করছে। এনএইচপিসিতে এ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সরকারি সূত্রগুলো বলেছেন, অরুণাচল প্রদেশ সীমান্তের মেডংয়ে ইয়ারলুং জাংবো (ব্রহ্মপুত্র) নদে চীন একটি ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প হাতে নিয়েছে। ফলে নানা রকম উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

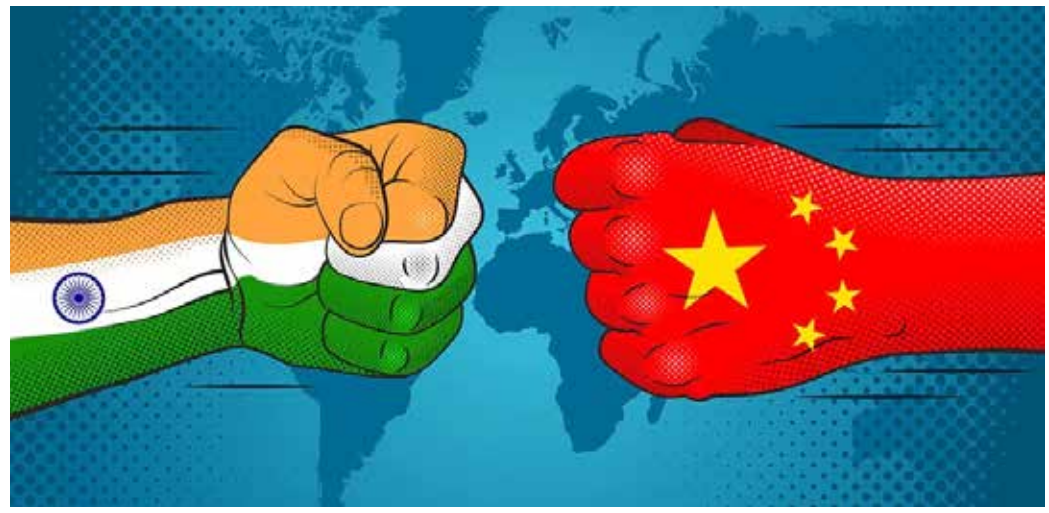

বিশেষ করে, চীন এ প্রকল্পের জন্য পানির গতিপথ বদলে দেবে। তাতে তীব্র পানি সংকট দেখা দেবে ভারতে। তারপর চীন আকস্মিকভাবে ওই পানি ছেড়ে দিলে বন্যা দেখা দেবে অরুণাচল প্রদেশ এবং আসামে। পাশাপাশি আছে পরিবেশগত উদ্বেগ। প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের মিঠাপানির শতকরা ৩০ ভাগ উৎস হলো ব্রহ্মপুত্র। আর দেশের মোট পানিবিদ্যুতের শতকরা ৪০ ভাগ যোগান দেয় এই নদ। এই নদের প্রায় ৫০ ভাগই চীন ভূখণ্ডের ভেতরে। সূত্রগুলো বলেছেন, লোয়ার সুবানসিরিতে ভারতের ২,০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রকল্পের কাজ এ বছরের মধ্যভাগে শেষ হতে পারে। চীন যদি অস্বাভাবিক মাত্রায় পানি ছেড়ে দেয় তাতে বন্যা হবে। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছাড়াও একাধিক পানিবিদ্যুৎ বিষয়ক প্রকল্পে এক বছরের জন্য পানি ঘাটতির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। পানিবিদ্যুৎ *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

## বাংলাদেশে তৈরি প্রথম রকেট উড়তে যাচ্ছে মার্চে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে রকেট তৈরির আইডিয়া দিয়ে রকেট্রি ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ-২০২২ এর সেরা উদ্ভাবক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দুই জন। তারা হলেন- আজাদুল হককে (ব্রিজ টু বাংলাদেশ) এবং নাহিয়ান আল রহমান অলি (ধুমকেতু এক্স)। আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই উড্ডয়নের জন্য বাংলাদেশে তৈরি সেই রকেট।

বুধবার (১৮ জানুয়ারি) রাজধানীর বিএএফ শাহীন হলে এসপায়ার টু ইনোভেট *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

## মালয়েশিয়ায় জাহাজের কনটেইনারের দরজা খুলে মিলল বাংলাদেশীকিশোর

পরিচয় ডেস্ক: চট্টগ্রাম বন্দর থেকে মালয়েশিয়ায় পণ্য নিয়ে যাওয়া জাহাজের একটি খালি কনটেইনারে বাংলাদেশী এক কিশোরকে উদ্ধার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে হংকংভিত্তিক 'এমভি ইন্টেগ্রা জাহাজ থেকে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্থানীয় শিপিং এজেন্ট জানায়, গত ১২ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি-১ জেটি থেকে জাহাজটি মালয়েশিয়ার পোর্ট কেলাং বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। চারদিনের মাথায় ১৬ জানুয়ারি জাহাজটি কেলাং বন্দরের বহিনোঙ্গরে পৌঁছলে জাহাজের নাবিকেরা খালি কনটেইনারের সারির মধ্যে শব্দ শুনতে পান। তাৎক্ষণিকভাবে তারা বিষয়টি বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানান। বন্দর কর্তৃপক্ষ পরদিন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাহাজটি জেটিতে ভিড়ানোর অনুমতি দেয়। এরপর সন্দেহজনক কনটেইনার নামিয়ে ওই কিশোরকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। যে কনটেইনারটি থেকে কিশোরকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে সেটির মালিক সিঙ্গাপুরভিত্তিক রিলায়েন্স এক্সপ্রেস লাইন। প্রতিষ্ঠানটির বাংলাদেশের স্থানীয় প্রতিনিধি রিলায়েন্স শিপিং অ্যান্ড লজিস্টিকস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

HYUNDAI

## বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার ব্র্যান্ড হুন্দাইয়ের গাড়ি

ঢাকা:দক্ষিণ কোরিয়ার ব্র্যান্ড হুন্দাইয়ের গাড়ি তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশের কারখানায়। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্কে স্থাপিত কারখানায় *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

## ভিসা জালিয়াতি: ৩ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের মামলা

ঢাকা : জালিয়াতি ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে ভিসা আবেদন করার অভিযোগে তিন বাংলাদেশির বিরুদ্ধে গুলশান থানায় মামলা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস। তাঁরা হলেনড়ফেনীর পলাশ চন্দ্র দাস, মাদারীপুরের মাহবুবুর রহমান খান ও নারায়ণগঞ্জের মো. মিলন।

মামলার পর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) দুটি ট্রাভেল এজেন্সির মালিক ও দুই ভিসা আবেদনকারীকে গ্রেপ্তার করেছে।

গত বুধবার (১৮ জানুয়ারি) রাতে গুলশান থানায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের সহকারী নিরাপত্তা কর্মকর্তা মাইকেল লি বাদী হয়ে গুলশান থানায় মামলাটি করেন।

গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরমান আলী আজকের পত্রিকাকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ওসি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস মামলাটি করেছে। এরই মধ্যে ঢাকা *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

## রিজার্ভ চুরি: বাংলাদেশের পক্ষে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রিজল ব্যাংকের আপিল

ঢাকা: বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির মামলা বাতিলে ফিলিপিন্সের রিজল ব্যাংকের যে আবেদন নিউ ইয়র্কের সুপ্রিম কোর্টে খারিজ হয়েছে, সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করেছে ব্যাংকটি। গত ১৩ জানুয়ারি রিজল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং করপোরেশনের (আরসিবিসি) আবেদন খারিজ করে সমঝোতার আদেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এ জন্য বিবাদীদের ২০ কার্যদিবস সময়ও দেয়া হয়।

ওই আদেশের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা ছিল রিজল ব্যাংক কর্তৃপক্ষের। শুক্রবার তাদের আপিল আবেদনের খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সুইফট সিস্টেমে ভুয়া বার্তা পাঠিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

## কে কি বললেন

আওয়ামী লীগ সব সময় ইসলামের সেবক - মডেল মসজিদ উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

র‍্যাব কিছু 'উল্টাপাল্টা' কাজ করেছে, অস্বীকারের সুযোগ নেই- পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

বাংলাদেশে মানবাধিকারের ব্যাপক উন্নতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র র‍্যাবের বিরুদ্ধে নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞা দেয়নি - আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

আওয়ামী লীগের সবাই হালাল রুজিতে চলে - জাতীয় সংসদের উপনেতা ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য বেগম মতিয়া চৌধুরী

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

*সম্পাদক: নাজমুল আহসান*
*Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan*
*37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA*
*Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835*
*Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com*

## যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসের চুলায় রান্না কি এখনই বন্ধ হচ্ছে

# গ্যাসের চুলায় রান্না : যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে শিশুদের হাঁপানি

পরিচয় ডেস্ক: গ্যাসের চুলায় রান্নার কারণে যুক্তরাষ্ট্রে শিশুদের মধ্যে হাঁপানি রোগ বাড়ছে। হাঁপানি আক্রান্ত প্রতি ৮ শিশুর একজন আক্রান্ত হচ্ছে গ্যাস স্টোভ নির্গমনের কারণে। যা শতকরা হিসেবে ১২ দশমিক ৭ শতাংশ।

সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব অ্যানভার্নমেন্টাল রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিক হেলথ প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। পাশাপাশি আমেরিকান হাউজিং সার্ভেতেও একই পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী নিয়মিত গ্যাসের চুলায় রান্নার কারণে হাঁপানি আক্রান্ত সর্বোচ্চ শিশু রোগী পাওয়া গেছে ইলিয়ন অঙ্গরাজ্যে ২১ দশমিক ১ শতাংশ। ক্যালিফোর্নিয়ায় ২০ দশমিক ১ শতাংশ। নিউইয়র্কে ১৮ দশমিক ৮ শতাংশ। তাছাড়া নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুলের প্রায় ৬০ হাজার শিশু হাঁপানি রোগে ভুগছে।

হেলথ ডিপার্টমেন্টের ২০২১ সালের তথ্য অনুযায়ী নিউইয়র্ক সিটির প্রায় ৭৩ শতাংশ বাড়িতে গ্যাসের চুলায় রান্না হয়। আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৩৫ শতাংশ বাড়িতে গ্যাসের চুলা রয়েছে। এর অধ্যে নিউইয়র্কের ৮৪ শতাংশ স্বল্প আয়ের পরিবারের রান্না হয় ফসিল ফুয়েলে; পুরো যুক্তরাষ্ট্রে যা প্রায় ৫৪ শতাংশ। গবেষণা বলছে, বাসা থেকে গ্যাসের চুলা অপসারণ করা গেলে হাঁপানি আক্রান্ত শিশুর রোগীর সংখ্যার হার আরও কমিয়ে আনা সম্ভব। তাছাড়া হাঁপানি আক্রান্তের হার কমিয়ে

আনতে গ্যাস স্টোভ ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকরা। পাশাপাশি রিনিউয়েবল পাওয়ার স্টোভ ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এসব সম্ভব না হলে শিশুদের গ্যাস স্টোভ থেকে দূরে রাখতে পরামর্শ গবেষকদের।

এদিকে গবেষণা প্রতিবেদনে বিস্মিত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য অ্যানার্জি জাস্টিস ল অ্যান্ড পলিসির কর্মকর্তারা। যদিও এমন প্রতিবেদন নতুন নয়। ২০১৯ সালের এক রোডম্যাপে ক্লাইমেট লিডারশিপ অ্যান্ড কম্যুনিটি প্রটেকশন অ্যাক্ট একই আশংকা প্রকাশ করেছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক প্রকাশিত প্রতিবেদনের পর অনেকে রান্না ও হিটিংয়ের জন্য গ্যাস ব্যবহার কমিয়ে দিয়েছেন। ব্যবহার বেড়েছে সোলার পাওয়ারের (সৌর বিদ্যুৎ)।

গত বছর নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে পাশ হওয়া একটি বিলে বলা হয়েছে, ২০২৭ সালের মধ্যে নির্মিত সব নতুন ভবনে কোনো গ্যাস সংযোগ দেওয়া হবে না। গ্যাসের পরিবর্তে সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক ব্যবস্থা করা হবে। তবে নিউইয়র্ক রাজ্য এ ধরনের কোনো বিল এখনও পাশ করতে পারেনি। তবে আশা করা হচ্ছে, খুব শিগিগির এমন একটি বিল এ বছর আলবেনিতে পাশ হবে।

## যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসের চুলায় রান্না কি এখনই বন্ধ হচ্ছে

পরিচয় ডেস্ক:যুক্তরাষ্ট্রে রান্নার কাজে গ্যাস ব্যবহার নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক শুরু হয়েছে। ৯ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় কনজিউমার প্রোডাক্ট সেফটি কমিশনের (সিপিএসসি) কমিশনার রিচার্ড ট্রুমকা বলেছেন, প্রতিষ্ঠানটি গ্যাসের *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

# ব্রাজিলে সমকামী সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন বিতর্কিত রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য জর্জ সান্তোস

সাও পাওলো, ব্রাজিল: যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য জর্জ সান্তোস। খোলাখুলিভাবেই নিজেকে সমকামী হিসেবে পরিচয় দেন তিনি। বেশ কিছু দিন ধরে রিপাবলিকান এই রাজনীতিককে নিয়ে চলছে বিতর্ক। এবার তাঁকে নিয়ে সামনে এসেছে নতুন এক তথ্য। কট্টর রক্ষণশীল এই কংগ্রেস সদস্য নাকি বছর ১৫ আগে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত সমকামীদের সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নারী সেজে অংশ নিয়েছিলেন।

জর্জ সান্তোসের সঙ্গে চেনাজানা রয়েছে, এমন দুজন গত ১৮ জানুয়ারী বুধবার রয়টার্সকে এ তথ্য দিয়েছেন। তাঁদের একজন ৫৮ বছর বয়সী ইউলা রোচার্ড। তিনি বলেন, ২০০৫ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর কাছে নিতেরই শহরে একটি সমকামী প্যারেডে সান্তোসের সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব। এর তিন বছর পর সমকামী সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন সান্তোস।

সান্তোসের সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার বিষয়ে অন্য যে ব্যক্তি রয়টার্সের সঙ্গে কথা বলেছেন, তিনি অবশ্য নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে রাজি হননি। তবে ঘটনাটি নিশ্চিত করে তিনি বলেন, ওই প্রতিযোগিতায় সান্তোসের প্রথম হওয়ার প্রত্যাশা ছিল। তবে তাঁর সেই আশা পূরণ হয়নি।

বিষয়টি নিশ্চিত করতে বুধবার সন্ধ্যায় জর্জ সান্তোসের জনসংযোগ অফিস এবং নতুন নিয়োগ দেওয়া এক জনসংযোগ কর্মকর্তাকে ই-মেইল পাঠিয়েছিল রয়টার্স। তবে এ নিয়ে কিছু জানিয়ে ফিরতি কোনো মেইল আসেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকান দল থেকে নির্বাচিত প্রথম সদস্য সান্তোস, যিনি নিজেকে খোলাখুলি সমকামী হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। বুধবার নতুন তথ্য সামনে আসার *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

# প্রায় ১১ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে মাইক্রোসফট

পরিচয় ডেস্ক: প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট নতুন বছরে আবারও কর্মী ছাঁটাই করতে যাচ্ছে। এবার প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রায় ১১ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

বিশ্বের এক সময়ের শীর্ষ ধনী বিল গেটসের প্রতিষ্ঠানটিতে গত অক্টোবরে হাজার খানেক কর্মীকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। এবার সেই সংখ্যা প্রায় ১০ গুণ বাড়ছে। এবারের ছাঁটাইয়ের তালিকায় প্রতিষ্ঠানটির মানবসম্পদ ও প্রকৌশল বিভাগের কর্মীরা আছেন।

ইদানীং যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি খাতে কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি ফেসবুকের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা এবং আমাজন লোকবল কমিয়েছে। বৈশ্বিক মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদা কমে যাওয়ায় এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি প্রতিষ্ঠানগুলোর।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক টেলিভিশন স্কাই নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাইক্রোসফট ৫ শতাংশ কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা করছে। এই সংখ্যা প্রায় ১১ হাজার।যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক কয়েকটি গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রকৌশল বিভাগের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মীকে ছাঁটাই করা হবে। এর ফলে মাইক্রোসফটের এক-তৃতীয়াংশ কর্মী বাদ পড়তে পারেন। তবে, এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হয়নি মাইক্রোসফট কর্তৃপক্ষ।

গত বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত এক তালিকায় দেখা গেছে, মাইক্রোসফটে ২ লাখ ২১ হাজার কর্মী ছিলেন। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ১ লাখ ২২ হাজার ও বাকি দেশগুলোতে ৯৯ হাজার কর্মী কাজ করতেন।

গত বছরের অক্টোবরে বিভিন্ন বিভাগ থেকে প্রায় এক হাজার কর্মী ছাঁটাই করে মাইক্রোসফট। এর আগে গত জুলাইয়ে পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবে মাইক্রোসফট তাদের ১ লাখ ৮০ হাজার কর্মীর মধ্যে ১ শতাংশ কর্মীকে ছাঁটাই করে। এতে সে সময় প্রতিষ্ঠানটির ১ হাজার ৮০০ কর্মী চাকরিচ্যুত হন। গত জুলাইয়ে প্রথম দফা কর্মী ছাঁটাইয়ের পর আগস্টে মাইক্রোসফট তাদের গ্রাহককেন্দ্রিক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প থেকে আরও ২০০ কর্মীকে ছাঁটাই করে।

# এবার ১২ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে গুগল

পরিচয় ডেস্ক: দিন দুয়েক আগেই ১০ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা জানিয়েছিল শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট। এবার একই পথে হাঁটার চিন্তা করছে মাইক্রোসফটের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠান অ্যালফাবেট। ১২ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠানটির। অ্যালফাবেট জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন গুগলের প্যারেন্ট কোম্পানি।২০ জানুয়ারী শুক্রবার কর্মীদের পাঠানো এক স্মারকে ছাঁটাই পরিকল্পনার বিষয়টি জানিয়েছেন অ্যালফাবেট ও গুগলের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সুন্দর পিচাই।

কর্মী ছাঁটাইয়ের সংবাদটি এমন এক অর্থনৈতিক সংকট ও প্রযুক্তিগত প্রতিশ্রুতির সময় এলো, যখন গুগল ও মাইক্রোসফট সফটওয়্যারের নতুন ক্ষেত্র 'কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা' (এআই) সেক্টরে বিনিয়োগ করছে।

এর আগে গত বুধবার (১৮ জানুয়ারী) মাইক্রোসফটের কর্মী ছাঁটাইয়ের বিষয়টি জানা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ২ লাখ ২০ হাজার কর্মী রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির। এর মধ্যে ৫-১০ শতাংশ কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থবাজার সংশ্লিষ্টরা।

শুধু প্রযুক্তি খাতই নয়, ছাঁটাইয়ের হাওয়া লেগেছে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানেও। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অ্যামাজন.কম ইনকরপোরেশন ১৮ হাজার কর্মী ছাঁটাই করছে, এমন খবরও আসে গত ১৮ জানুয়ারী বুধবার। অনলাইন বিক্রির প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার কারণে এবং সম্ভাব্য মন্দায় গ্রাহকদের ক্রয়ক্ষমতায় ছাপ পড়তে পারে, এমন আশঙ্কায় অ্যামাজন এই ছাঁটাই শুরু করেছে।

অ্যামাজনে এখন বিশ্বজুড়ে তিন লাখ ৫০ হাজার করপোরেট কর্মী রয়েছেন। খবর রয়টার্সের।

## ১৮ হাজার কর্মী ছাঁটাই করছে অ্যামাজন

সবচেয়ে বড় ছাঁটাইয়ে (লেঅফ) যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অ্যামাজন.কম ইনকরপোরেশন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব ঘোষণা অনুসারে শুরু করেছে ছাঁটাইয়ের কার্যক্রম। এতে চাকরি হারাতে চলেছেন ১৮ হাজারেরও বেশি কর্মী।

অনলাইন বিক্রির প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার কারণে এবং সম্ভাব্য মন্দায় গ্রাহকদের ক্রয়ক্ষমতায়ও ছাপ পড়তে পারে, এমন আশঙ্কায় অ্যামাজন এই ছাঁটাই শুরু করেছে। অ্যামাজনে এখন বিশ্বজুড়ে তিন লাখ ৫০ হাজার করপোরেট কর্মী রয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানটিতে ছাঁটাই শুরু হয়েছিল গত বছরই। ওই সময় ধাক্কা লাগে অ্যামাজনের ডিভাইসেস ও সার্ভিসেস গ্রুপে। গ্রুপটি অ্যালেক্সা ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ও ইকো স্মার্ট স্পিকার বানিয়ে থাকে। বুধবার শুরু হওয়া ছাঁটাই প্রধানত চাকরিহারা করবে কোম্পানিটির রিটেইল ডিভিশন ও মানবসম্পদ বিভাগের কর্মীদের।

ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়ে এ মাসের শুরুতে কোম্পানিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অ্যান্ডি জ্যাসি এক স্মারকে কর্মীদের বলেছিলেন, 'অ্যামাজনের *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

## বন্দুকধারীর গুলিতে ক্যালিফোর্নিয়ায় শিশুসহ নিহত ৬

পরিচয় ডেস্ক: ক্যালিফোর্নিয়ায় একটি বাড়িতে ঢুকে বন্দুকধারীরা এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

এ ঘটনায় ছয় মাসের এক শিশু ও তার মাসহ ছয় জন নিহত হয়েছেন। গত ১৬ জানুয়ারী সোমবার মধ্যরাতে এই ঘটনা ঘটে। সন্দেহভাজন দুই বন্দুকধারীকে খুঁজছে পুলিশ।

কাউন্টি শেরিফ মাইক বউরেক্স এই ঘটনাকে টার্গেট কিলিং হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে কোনো সংঘবদ্ধ চক্রের সম্পৃক্ততা থাকতে পারে।

তিনি জানান, মাদকের খোঁজে গত সপ্তাহে ওই বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিল পুলিশ।

মাইক বউরেক্স জানান, ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই জনের মরদেহ রাস্তায় এবং একজনের মরদেহ ঘরের দরজায় পড়ে থাকতে দেখেন পুলিশ সদস্যরা।

ঘরের ভেতরে পাওয়া যায় আরও দুই জনের মরদেহ। তখনো সেখানে আরও একজন জীবিত অবস্থায় ছিলেন। পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানেই মারা যান তিনি।

## ৩১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণসীমা অতিক্রম, নতুন সীমা নির্ধারণে রিপাবলিকানদের নানা শর্ত

# যুক্তরাষ্ট্র কি ঋণখেলাপি হওয়ার পথে

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্র ঋণখেলাপি হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ছে। গত ১৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার বর্তমানসীমা ৩১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার এর ঋণসীমা অতিক্রম করায় ঋণখেলাপি হওয়ার ঝুঁকির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে । তবে সাম্প্রতিক কালে বেশ কয়েকবারই প্রশাসন ঋণসীমা অতিক্রম করেছে এবং কিছুদিনের মধ্যে কংগ্রেস (সিনেট ও হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস) ঋণসীমা পুনর্নির্ধারণ করেছে। এবার অবশ্য হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস এর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল রিপাবলিকানরা ঋণসীমা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় কিছু শর্ত আরোপ করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচিতে বাইডেন প্রশাসনের ব্যয় হ্রাস করা। ব্যয় হ্রাসের কোন প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয় বলে অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে হোয়াইট হাউজ।

তবে আগামী জুন মাসের মধ্যে ঋণসীমা পুনর্নির্ধারণে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ও জনগণের জীবিকা এবং বৈশ্বিক আর্থিক স্থিতিশীলতার অপূরণীয় ক্ষতি হতে পারে বলে অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি জ্যানেট ইয়েলেন গত সপ্তাহে নতুন হাউস স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থির কাছে একটি চিঠিতে এ তথ্য জানিয়েছেন ।

ঋণের সীমা হলো ইউএস ট্রেজারির বিল পরিশোধের জন্য ধার করার অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ। বর্তমান এই সীমা ৩১.৪ ট্রিলিয়ন ডলার। সামাজিক নিরাপত্তা এবং চিকিৎসাসেবা, নাগরিকদের ট্যাক্স ফেরত, সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বেতন এবং জাতীয় ঋণের সুদ পরিশোধ করার জন্য সরকার ঋণ নিয়ে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর আদায়ের চেয়ে বেশি খরচ করলে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করে থাকে। গত ২০০১ সাল থেকেই সরকার ঋণনির্ভর বলে হোয়াইট হাউস কাউন্সিল অব ইকোনমিক অ্যাডভাইজার জানিয়েছে। প্রতি বছরই সরকারি কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য ধার নিয়েছে সরকার।

ব্যাংক অব আমেরিকার বিশ্লেষকরা চলতি সপ্তাহে গ্রাহকদের কাছে পাঠানো একটি নোটে লিখেছিলেন, গ্রীষ্মের শেষের দিকে বা শরতের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ঋণখেলাপি হতে পারে। বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান স্যাক্স এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে,এবার যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিল পরিশোধে অপারগ হওয়ার আশঙ্কা ২০১১ সাল থেকে যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি।

স্পিকার কেভিন ম্যাকার্থি বিষয়টি নিয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। রিপাবলিকানরা জানিয়েছেন, তাঁরা শুধু তখনই ঋণের সীমা বাড়ানোর জন্য অগ্রসর হবেন যদি কংগ্রেস আগামী অর্থবছরে ফেডারেল ব্যয় অন্তত ১৩০ বিলিয়ন ডলার হ্রাস করে।

অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র কখনই ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণখেলাপি হয়নি। ট্রেজারি সেক্রেটারি *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

## সৌদিকে কেন ছাড় দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: মাত্র মাস তিনেক আগে গত অক্টোবরেও সৌদি আরবের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। হঠাৎ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনের সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে তেলের উৎপাদন কমিয়ে দেয় সৌদি আরব, যা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির জন্য ছিল বড় ধরনের ধাক্কা। তার আগে জুলাইতে প্রেসিডেন্ট বাইডেন জেদ্দায় গিয়ে তেলের উৎপাদন বাড়ানোর অনুরোধ করলেও ক্ষমতাধর সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

## শরণার্থীদের সরাসরি স্পন্সর হতে পারবেন আমেরিকানরা

পরিচয় ডেস্ক:এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আনতে বা পুনর্বাসনের জন্য শরণার্থীদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা (স্পন্সর) করতে পারবেন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকরা। 'ওয়েলকাম কর্পস' কর্মসূচির আওতায় এ সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। গত ১৯ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হওয়া ওয়েলকাপ কর্পস কর্মসূচির অধীনে শরণার্থীদের স্পনসর করতে হলে, মার্কিন নাগরিকদের কমপক্ষে পাঁচজনের একটি গ্রুপ তৈরি করতে হবে।

কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত তিন ব্যক্তি বলেন, সরকার পাঁচজনের ওই গ্রুপকে নির্দিষ্ট সংখ্যক শরণার্থী নির্ধারণ করে দেবে ও গ্রুপটি প্রত্যেক শরণার্থীর জন্য সর্বোচ্চ ২ হাজার ২৭৫ মার্কিন ডলার সংগ্রহ করতে পারবে।

এছাড়া, পৃষ্ঠপোষক গ্রুপগুলোকেও ব্যাকগ্রাউন্ড চেক পরীক্ষায় পাস করতে হবে ও শরণার্থীদের নিয়ে তাদের কী পরিকল্পনা রয়েছে তা স্পষ্ট করে জানাতে হবে।

অনেকের দাবি, এমন পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী প্রবেশের গতি-সংখ্যা আরও বাড়াবে ও এ সংক্রান্ত সরকারি খরচ কমাতে কার্যকরি ভূমিকা রাখবে। এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫ হাজার শরণার্থীর জন্য মার্কিন পৃষ্ঠপোষক খুঁজে বের করা। মার্কিন এ অর্থবছর শেষ হবে ৩০ সেপ্টেম্বর।

পুনর্বাসনের প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা সংস্থা রিফিউজিপয়েন্টের প্রতিষ্ঠাতা সাশা চ্যানফ বলছেন, নতুন এ কর্মসূচির মাধ্যমে ১৯৮০ সালে শুরু হওয়া মার্কিন শরণার্থী প্রোগ্রামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হতে পারে।

তাছাড়া, মার্কিন নাগরিকরাও এ সংক্রান্ত কাজ করার আরও বেশি সুযোগ পেতে চলেছেন।

উএস রিফিউজি রিসেটেলমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে শরণার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা হবে। আর রিফিউজি রিসেটেলমেন্ট প্রোগ্রামটি জাতিসংঘ ও মার্কিন দূতাবাস থেকে সুপারিশ করা হয়।

জানা যায়, কানাডাতেও শরণার্থীদের জন্য এমন পৃষ্ঠপোষক কর্মসূচি ব্যবহার করা হয়। তাই সুরক্ষা বা আশ্রয় চাওয়া বিদেশিদের সহায়তা করার জন্য ও মার্কিন নাগরিকদের শরণার্থীদের নিয়ে কাজ করার সুযোগ করে দিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রেও এ ধরণের কর্মসূচি প্রণয়ন করলেন।

চলতি মাসের শুরুর দিকে বাইডেন প্রশাসন জানায়, এখন থেকে প্রতি মাসে চারটি অনুন্নত দেশের ৩০ হাজার অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হবে। মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় নেওয়া ওই পদক্ষেপের অধীনে প্রতি মাসে কিউবা, নিকারাগুয়া, হাইতি ও ভেনেজুয়েলা নির্দিষ্ট পরিমাণ বৈধ অভিবাসী এ সুযোগ পাবেন।

জানা যায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট চলতি অর্থবছরে ১ লাখ ২৫ হাজার শরণার্থীকে যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ নির্ধারণ করেছেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত বছরের ১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত ৬ হাজার ৭৫০ জন শরণার্থী যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। সূত্র: রয়টার্স

## চীনকে খ্যাপানোর পথ খুঁজে বেড়ায় যুক্তরাষ্ট্র বললেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ

মস্কো ও বেইজিংয়ের যৌথ সামরিক মহড়ার উচ্চকিত প্রশংসা করেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। এ মহড়াকে রাশিয়া ও চীনের মধ্যকার কৌশলগত অংশীদারত্বের সম্পর্ক আরও জোরদার করার পদক্ষেপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন তিনি। লাভরভ বুধবার মস্কোয় সাংবাদিকদের কাছে এ মন্তব্য করেন।

এদিকে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেছেন, তিব্বত ও তাইওয়ানের মতো আরও অনেক ইস্যুতে চীনকে কীভাবে ক্ষুব্ধ করে তোলা যায়, সেই উপায় খুঁজে বেড়ায় যুক্তরাষ্ট্র। চীন এতটাই ক্ষমতাধর যে যুক্তরাষ্ট্র একা তাদের মোকাবিলা করতে পারছে না। তাই চীনবিরোধী 'অ্যাজেন্ডা' বাস্তবায়নে পুরো পশ্চিমা বিশ্বকে মাঠে নামিয়েছে তারা।

ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর চীন ও রাশিয়া তাদের কয়েক দশকের পুরোনো অনাস্থার সম্পর্ক ভুলে নিজেদের মধ্যে সামরিক মহড়া বাড়িয়েছে। যুদ্ধের কয়েক দিন আগে 'সীমাহীন অংশীদারত্ব' নিয়ে একটি চুক্তি সই করে এ দুই দেশ। ইতিমধ্যে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞায় 'একঘরে' রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্কও জোরদার করেছে চীন।

তবে রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক, কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক জোরদার করলেও এ ক্ষেত্রে কিছুটা সাবধানীও বেইজিং। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও বিষয়টি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে পুতিন বলেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার 'সামরিক পদক্ষেপ' নিয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের মধ্যে উদ্বেগ আছে।

গত মাসে পূর্ব চীন সাগরে রাশিয়া ও চীনের নৌবাহিনী যৌথ সামরিক মহড়া চালায়। চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির ইস্টার্ন থিয়েটার কমান্ডের তথ্যানুযায়ী, 'সমুদ্রে যেকোনো ধরনের হুমকি মোকাবিলায় চীন ও রাশিয়ার যৌথ সামরিক পদক্ষেপ কতটা শক্তিশালী হতে পারে, তা দেখানোর লক্ষ্যই এ যৌথ সামরিক মহড়া।'

## ৪ বছর পর উড়োজাহাজে হারানো ব্যাগ ফিরে পেলেন

পরিচয় ডেস্ক:উড়োজাহাজ বা বিমানবন্দরে হরহামেশাই যাত্রীদের ব্যাগ হারানোর ঘটনা ঘটে। ২০২২ সালের প্রথম চার মাসে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজেই নাকি প্রায় সাত লাখ মানুষ ব্যাগ হারিয়েছেন। আর প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে ব্যাগ হারানো ব্যক্তিদের এ সংখ্যা কোটি ছাড়িয়ে যায়। ভাগ্যের ফেরে হাতে গোনা যে কয়েকজন ব্যাগ ফিরে পান, সে তালিকায় রয়েছেন মার্কিন নাগরিক এপ্রিল গাভিনও। হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ চার বছর পর ফিরে পেয়েছেন তিনি। খবর সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের।

২০১৮ সাল। যুক্তরাষ্ট্রের অরেগন অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা গাভিন ব্যবসায়ের কাজে শিকাগো গিয়েছিলেন। কাজ শেষে ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের একটি উড়োজাহাজে করে বাড়ি ফিরছিলেন। তবে উড়োজাহাজে রাখা নিজের ব্যাগটি আর খুঁজে পাননি তিনি। এরপর মাসের পর মাস ব্যাগের খোঁজ চালিয়েছিলেন গাভিন। তবে বিফল হন। বিষয়টির কূলকিনারা করতে পারেনি ইউনাইটেড এয়ারলাইনস কর্তৃপক্ষও। সবশেষে ব্যাগটির বিনিময়ে তারা গাভিনকে কিছু ক্ষতিপূরণ দেয়।

সম্প্রতি ভিডিও শেয়ারিংয়ের অ্যাপ টিকটকে নিজের ব্যাগ হারানো ও ফিরে পাওয়ার গল্প তুলে ধরেছেন গাভিন। বলেছেন, সম্প্রতি টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের হিউস্টন শহর থেকে তাঁর কাছে একটি ফোনকল আসে। জানানো হয়, তাঁর ব্যাগটি খুঁজে পাওয়া গেছে। তবে সেটি এত দিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিল না। ছিল ভিনদেশে। ব্যাগটি পাওয়া গেছে হন্ডুরাসফেরত একটি উড়োজাহাজ থেকে। এরপর হিউস্টনে গিয়ে ব্যাগটি নিয়ে আসেন গাভিন।

চার বছর পর ব্যাগটির সামান্য ক্ষতি হয়েছে, রংটাও ফ্যাকাশে হয়েছে। ভেতরের সব জিনিসপত্র একেবারে অক্ষত আছে বলে জানান গাভিন।

এদিকে ব্যাগ ফেরত পেয়ে ইউনাইটেড এয়ারলাইনসকে ধন্যবাদ *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

## বিদেশে বাড়ি থাকা বাংলাদেশি আমলাদের তালিকা প্রকাশের দাবি সংসদে

# বিদেশে বাংলাদেশিদের অবৈধ সম্পদের ব্যাপারে দুদক কেন নীরব?

ঢাকা : বাংলাদেশের বাইরে সম্পদ বা বাড়ি করা বাংলাদেশিদের ব্যাপারে দেশের উচ্চ আদালত বার বার দুদককে তদন্তের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু দুদকের নিজের উদ্যোগে তদন্ত শুরুর নজির খুব কম। আর তদন্তে শেষ পর্যন্ত কী ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের(টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ''হাইকোর্টকে যে এই বার বার নির্দেশ দিতে হয় তাতে প্রমাণ হয় যে যাদের এই কাজ তারা ঠিকমত তাদের দায়িত্ব পালন করছে না।

তবে দুদকের আইনজীবী অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম বলেন, ''আমাদের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে আইনি প্রক্রিয়ায় এগোতে হয়। এটা সময়সাপেক্ষ।''

দুবাইয়ে ৪৫৯ বাংলাদেশির সম্পদ

সর্বশেষ দুবাইয়ে ৪৫৯ বাংলাদেশির সম্পদ কেনার অভিযোগের বিষয়ে অনুসন্ধান করতে দুদকসহ চার সংস্থাকে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। দুদক ছাড়াও সিআইডি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) এই নির্দেশ দেয়া হয়।

বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রোববার এই আদেশ দেন। ৩০ দিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন দিতে বলেছেন আদালত। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য ধরে একটি রিটের শুনানিতে এই নির্দেশ দেয়া হয়।

গত ১১ জানুয়ারি একটি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হয় যে দুবাইয়ে ৪৫৯ বাংলাদেশির এক হাজারের মতো প্রপার্টি আছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড ডিফেন্স স্টাডিজের সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ইইউ ট্যাক্স অবজারভেটরি জানিয়েছে, বাংলাদেশে তথ্য গোপন করে দুবাইয়ে প্রপার্টি কিনেছেন ওই ৪৫৯ বাংলাদেশি। ২০২০ সাল পর্যন্ত তাদের মালিকানায় সেখানে মোট ৯৭২টি সম্পত্তি ক্রয়ের তথ্য পাওয়া গেছে। কাগজে-কলমে যার মূল্য সাড়ে ৩১ কোটি ইউএস ডলার।

ওয়াসার এমডির ১৪ বাড়ি

এর কয়েকদিন আগে ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক(এমডি) তাকসিম এ খানের যুক্তরাষ্ট্রে ১৪টি বাড়ি থাকার খবর প্রকাশিত হয় সংবাদমাধ্যমে। এরপর ৯ জানুয়ারি হাইকোর্টের একই বেঞ্চ ওই বাড়ির বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দেয় দুদককে। তবে ওয়াসার এমডি অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রে তার স্ত্রীর নামে একটি বাড়ি থাকার কথা স্বীকার করেন। আর সব সম্পদের কথা অস্বীকার করেছেন।

এর আগে যারা দেশের বাইরে অর্থ পাচার করে সেখানে সম্পদ গড়ে তুলেছেন তাদের একটি তালিকা দুদকের কাছে চায় হাইকোর্ট। গত বছরের ২৭ জানুয়ারি এরকম মোট ৬৭ জনের তালিকা হাইকোর্টে জমা দেয় দুদক তবে ওই তালিকায় বিস্তারিত তথ্য না থাকায় আদালত তখন অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এর আগেও আদালতের নির্দেশে দুদক ২০২১ সালের ৬ ডিসেম্বর ২৯ ব্যক্তি ও ১৪ প্রতিষ্ঠানের তালিকা দেয়।

লন্ডনের অভিজাত এলাকায়ও বাংলাদেশিরা

হাইকোর্টের সর্বশেষ নির্দেশের পরও বিদেশে বাংলাদেশিদের অঢেল সম্পদ থাকার তথ্য প্রকাশ হয়েছে। ১৫ জানুয়ারি একটি বাংলা দৈনিক খবর দিয়েছে লন্ডনের অভিজাত এলাকায় বাড়ির মালিক বিদেশিদের মধ্যে বাংলাদেশিরাও আছেন। খবরে বলা হয়, প্রাইম সেন্ট্রাল লন্ডনে প্রপার্টি ক্রেতাদের মধ্যে বিদেশি এখন ৪০ শতাংশ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধনীদের বিনিয়োগ কোটায় অভিবাসনসংক্রান্ত সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাস্টনস এই তথ্য জানিয়েছে। তারা বলছে ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে ওই এলাকায় ৯৮টি লেনদেনের মাধ্যমে প্রায় ১২ কোটি ২৯ লাখ পাউন্ড মূল্যের প্রপার্টি কিনেছেন বাংলাদেশিরা। যা বাংলাদেশি মুদ্রায় এক হাজার ৫৬১ কোটি টাকা।

মন্ত্রী জানে, দুদক জানে না

২০২১ সালের জুন মাসে খোদ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল জানান যে কানাডায় ২৮ জন বাংলাদেশির বাড়ি কেনার তথ্য আছে তার কাছে। তিনি তখন জানান, ''ওই ২৮ জনের চারজন মাত্র রাজনীতিবিদ, বাকিরা সরকারি কর্মকর্তা। কিন্তু দুদক সেই তথ্য নিয়ে আগে কাজ করেনি। সংবাদ মাধ্যমে এছাড়াও অস্ট্রেলিয়া,মালয়েশিয়াসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিদের সম্পদের তথ্য ছাপা হয়। কানাডায় 'বেগম পাড়া' বলে পরিচিতি পেয়েছে বাংলাদেশিদের আবাসিক এলাকা। সেখানে বাংলাদেশি প্রবাসীদের একাংশ বাংলাদেশ থেকে অর্থ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অনেক দিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন। সম্প্রতি কানাডা বিদেশিদের বাড়ি কেনার ওপর দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে।

দুদক কী করে

দুদকের মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ থেকে পাওয়া আংশিক তথ্য মতে, মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত এপর্যন্ত মোট ১১৭টি মামলা দায়ের হয়েছে, এর মধ্যে ৮৩টি মামলার তদন্ত চলছে। ৩২টি মামলায় চার্জশিট ও দুটি মামলায় ফাইনাল রিপোর্টসহ ৩৪টি মামলার তদন্ত শেষ হয়েছে, তদন্তাধীন ৮৩টি মামলায় ১১ জন আসামি গ্রেপ্তার হয়েছে।

এই বিভাগের তথ্যে দেখা গেছে, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, হংকং, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ পাচার করা হয়েছে। পাচারের ধরনের ক্ষেত্রে দুদকের তিনটি মামলর ক্ষেত্রে অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট থেকে ঋণ নিয়ে ব্যাংকিং চ্যানেলে পাচার করার বিষয় তদন্তে পাওয়া গেছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে হুন্ডি, ট্রেড বেইজড মানিলন্ডারিং না নগদ টাকা করা হয়েছে তা দুদক এখনো তদন্ত করে নির্ধারণ করতে পারেনি। তবে ২০২০ সালে হাইকোর্টে দাখিল করা দুদকের প্রতিবেদনে বলা হয়, দুদক ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত অর্থ পাচারের অপরাধে ৪৭টি মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র দিয়েছে ও ৮৮টি মামলা তদন্ত করছে। পাচারের তুলনায় সামান্য অর্থ তারা ফেরতও এনেছে।

দায় কার?

টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ''বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তবে শুধু দুদক নয়, এটা প্রতিরোধের দায়িত্ব বাংলদেশ ব্যাংক, এনবিআর, সিআইডির। হাইকোর্টের এইসব ঘটনা তদন্তে বার বার নির্দেশ দেয়া প্রমাণ করে যে, যাদের এটা প্রতিরোধের দায়িত্ব তারা ঠিকমত দায়িত্ব পালন করছেন না।

তার কথা, ''এর অনেক কারণ থাকতে পারে। অর্থসংক্রান্ত অপরাধ ধরার মতো সক্ষমতা না থাকা আবার দুদক আইনেরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এগুলো হয়তো যুক্তি হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, দুবাইয়ের ঘটনায় যা দেখলাম যারা অর্থ পাচার করে সেখানে সম্পদ গড়েছেন তারা সবাই প্রভাবশালী। তারা রাজনৈতিকভাবেও প্রভাবশালী। আইনে আছে, আন্তর্জাতিক আইনে আছে তারপরও তাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ হয় না। বিষয়টি এখন ধরলে হাত পুড়ে যাবার মতো অবস্থা হয়েছে।

আর দুদকের আইনজীবী অ্যাডভোকেট খুরশিদ আলম বলেন, ''সংবাদমাধ্যম তথ্য দিতে পারে। কিন্তু সেই সব তথ্য আমাদের সঠিকভাবে আইনগত প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করতে হয়। দেশের বাইরের তথ্য আনতে হলে মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসটেন্স-এর আওতায় আনতে হয়। এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

তার কথা, ''আমরা প্রথমে তথ্য সংগ্রহ করে তা যাচাই বাছাই করি। তথ্য সঠিক হলে আমরা অভিযোগ গঠন( মামলা) করি। তারপর আবার তদন্ত এবং চার্জশিট হয়। তথ্য প্রমাণ সঠিক না হলে তো মামলা প্রমাণ করা যায় না।

তিনি বলেন, ''আমাদের সংবাদ মাধ্যম থেকে যেরকম তথ্য পাই। তেমনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছ থেকেও অভিযোগ পাই।

'হাইকোর্ট সর্বশেষ যে দুইটি বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন সেই আদেশের সার্টিফায়েড কপি আমরা পাইনি। পেলে তদন্ত শুরু হবে। তবে আমি কমিশনকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দিয়েছি, জানান এই আইনজীবী। সুত্র জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

## বিদেশে বাড়ি থাকা বাংলাদেশি আমলাদের তালিকা প্রকাশের দাবি সংসদে

ঢাকা : তদন্তের মাধ্যমে দুর্নীতিবাজ আমলাদের ফাঁসির দাবি করেছেন জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারী। তিনি বলেন, 'একটা বক্তব্য এসেছে, আমলাদের প্রচুর সম্পত্তি বিদেশে আছে। মহান সংসদের উচিত আমলাদের বিদেশে কাদের বাড়ি আছে, সেই তালিকা এই সংসদে প্রকাশ করা। তাদের বরখাস্ত করা উচিত। বিচার বিভাগে নিয়ে যাওয়া উচিত। প্রয়োজনে ফাঁসি দেওয়া উচিত।' গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদের সরকারি কর্ম কমিশন বিল-২০২২-এর ওপর জনমত যাচাই ও বাছাই কমিটিতে পাঠানোর ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন। দুর্নীতিবাজ আমলাদের ফাঁসির পক্ষে যুক্তি তুলে ধরে শামীম হায়দার পাটোয়ারী বলেন, 'একটা মানুষ খুন করলে একজন মানুষ মারা যায়। কিন্তু হাজার কোটি *বাকি অংশ ৮ পৃষ্ঠায়*

# জাজিরা দুর্ঘটনা: যুক্তরাষ্ট্রে ফেরা হলো না মা-মেয়ের

শরীয়তপুর: অসুস্থ মা জাহানারা বেগমকে চিকিৎসা করাতেই একবছর আগে আমেরিকা থেকে ছুটে এসেছিলেন লুৎফুন্নাহার লিমা (৩০)। এরপর থেকে মায়ের চিকিৎসার জন্য আর আমেরিকা ফিরে যাননি। গত ১৬ মেসোমবার জাহানারা বেগম ব্রেন স্ট্রোক করলে তাকে নিয়েই বরিশাল থেকে ঢাকায় হাসপাতালে যাওয়ার পথে জাজিরায় পদ্মা সেতুর টোল প্লাজার কাছে গতিনিরোধক পার হতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অ্যাম্বুলেন্সটি ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দেয়। এতে অ্যাম্বুলেন্সটি ট্রাকের পেছনে ঢুকে দুমড়েমুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান মা-মেয়েসহ ছয়জন।

লুৎফুন্নাহার লিমার বড় বোন শিল্পি জানান, তাদের বাড়ি পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার আনারসিয়া গ্রামে। লুৎফুন্নাহারের স্বামী লতিফ মল্লিক যুক্তরাষ্ট্রে থাকেন। তিনিও সেখানে থাকতেন। এক বছর আগে মায়ের চিকিৎসার জন্য বাড়িতে এসেছেন তিনি। এরপর থেকে আর আমেরিকায় ফিরে যাননি। গতকাল মা অসুস্থ হওয়ায় তাকে নিয়েই হাসপাতালে যাচ্ছিল তারা। আর যাওয়ার পথেই এ দুর্ঘটনা ঘটল। তিনি আরও বলেন,'বোনটা মায়ের চিকিৎসার জন্য দেশে এসে প্রাণ হারাল।

দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন-জাহানারা বেগম (৫৫), তার মেয়ে লুৎফুন্নাহার লিমা (৩০), তাদের স্বজন ফজলে রাব্বি (২৮) ও আরেক স্বজন বরিশালের সাংবাদিক মাসুদ রানা (২৮) এবং চালক রবিউল ও রবিউলের সহকারী জিলানি (২৮)।

শিবচর হাইওয়ে থানার পুলিশ জানায়, চালক রবিউল খুলনার দিঘলিয়ার চন্দনিমহল এলাকার কাওসার হাওলাদারের ছেলে। তিনি রোববার দিবাগত রাত দুইটার দিকে ঢাকা থেকে রোগী নিয়ে ভোলায় যান। ভোলা থেকে ঢাকায় ফেরার পথে বরিশাল শহরের বেলভিউ হাসপাতাল থেকে আরেক রোগী নিয়ে গতকাল সোমবার রাতে ঢাকায় রওনা দেন। দীর্ঘ ২৬ ঘণ্টা গাড়ি চালানোর কারণে তার শরীর ক্লান্ত ছিল। গাড়ি চালানোর সময় তিনি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন। ওই অবস্থায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

অ্যাম্বুলেন্সের চালক রবিউলের ভাই ইয়াছিন হাওলাদার বলেন, তারা দুই ভাই অ্যাম্বুলেন্স চালিয়ে সংসার চালান। রবিউল রোববার দিবাগত রাত দুইটার দিকে ঢাকা থেকে রোগী নিয়ে ভোলায় যান। ভোলা থেকে ফেরার পথে তিনি বরিশাল শহর থেকে গতকাল আরেক রোগীকে নিয়ে ঢাকায় যান। ফেরার পথে পদ্মা সেতু এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় পড়েন।

# জাতীয় পার্টির দলীয় কার্যক্রমে জিএম কাদেরের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখলেন আদালত

ঢাকা : জাতীয় পার্টির বহিস্কৃত নেতা জিয়াউল হক মৃধার মামলায় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ (জিএম) কাদেরের পক্ষে দলীয় কার্যক্রমে যে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল তা বহাল রেখেছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (১৯ জানুয়ারি) ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ এ এইচ এম হাবিবুর রহমান ভূঁইয়ার আদালত এ আদেশ দেন।

সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারি মো. আমিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

২০২২ সালের ৪ অক্টোবর জাপার বহিস্কৃত নেতা জিয়াউল হক মৃধা জি এম কাদেরকে জাপার চেয়ারম্যান হিসেবে অবৈধ ঘোষণার ডিক্রি চেয়ে আদালতে মামলা করেন। আদালত আসামির বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেন। তবে জিএম কাদের আদালতে হাজির না হওয়ায় গত ৩০ অক্টোবর পার্টির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম চালানোর ক্ষেত্রে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন।

তবে এ আদেশের বিরুদ্ধে ঢাকার জেলা ও দায়রা

জজ আদালতে মিস আপিল (নিম্ম আদালতের আদেশকে চ্যালেঞ্জ) করেন জি এম কাদেরের আইনজীবীরা। এরপর এবিষয়ে সর্বশেষ গত ৯ শুনানি শেষে আদেশের জন্য আজকের দিন ধার্য করেন আদালত।

মামলায় অভিযোগ করেন, ২০১৯ সালের ১৪ জুলাই জাপার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মৃত্যুর ছয় মাস আগে ১ জানুয়ারি জি এম কাদের তাঁর বড় ভাই এরশাদকে ভুল বুঝিয়ে 'জাতীয় পার্টির জন্য ভবিষ্যৎ নির্দেশনা' শিরোনামে একটি চিঠিতে স্বাক্ষর করান। এরপর জি এম কাদের প্রথমে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, পরে চেয়ারম্যান হন, যা ছিল গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী।

এ নিয়ে দলের ভেতরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে এরশাদ ২০১৯ সালের ২২ মার্চ জি এম কাদেরকে কো-চেয়ারম্যানের পদ থেকে অব্যাহতি দেন। ৪ মে পুনরায় তাকে জাপার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান করেন। তখন এরশাদ গুরুতর অসুস্থ থাকায় তিনি স্বাভাবিক বিবেচনা প্রয়োগে সক্ষম ছিলেন না বলে মামলায় দাবি করা হয়।

এরশাদের মৃত্যুর পর ২০১৯ সালের ১৮ জুলাই সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নিজেকে চেয়ারম্যান ঘোষণা দেন জি এম কাদের। দলের গঠনতন্ত্রে এভাবে চেয়ারম্যান ঘোষণার কোনো বিধান নেই।

# যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকার বুঝতে হচ্ছে বাংলাদেশকে

ঢাকা: দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর ঢাকা সফরকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করছেন রাজনৈতিক নেতারা। ক্ষমতাসীনেরা বেশ খোশ মেজাজে আছেন। আর বিএনপি নেতারা সতর্ক প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন।

তবে বিশ্লেষকেরা বলছেন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের বিষয়ে তিনি বাইডেন প্রশাসনের নীতিকেই স্পষ্ট করেছেন। সামনের দিনগুলোতে সম্পর্কের ব্যাপারে এগুলোই মূল নিয়ামক হবে। তিনি রাজনীতি নিয়ে যা বলেছেন তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ আছে। হয়তো তিনি উচ্চস্বরে কিছু বলেননি, কিন্তু কূটনীতির ভাষা বুঝলে তার মধ্যে অনেক কিছু পাওয়া যাবে।

তিনি যৌথ ব্রিফিং-এ সরাসরি বলেছেন, ''যুক্তরাষ্ট্রের একটা কমিটমেন্ট আছে, গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার। আমরা যখন সমস্যা দেখি, তখন কথা বলি, পরামর্শ দেই। আমরা মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা বলি। আমরা আমাদের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে চাই।

বিশ্লেষকদের কথা, এখানেই তিনি স্পষ্ট করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যতই বিরক্তি প্রকাশ করা হোক না কেন, যতই এগুলোকে অভ্যন্তরীণ বিষয় বলা হোক না কেন, যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র, বাকস্বাধীনতা ও মানবাধিকারের ব্যাপারে কথা বলবেই।

সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি নির্বাচনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে জানা যায় তার আগ্রহের কেন্দ্রে ছিলো বিএনপি নির্বাচনে আসবে কী না, সেই প্রশ্ন। আর না আসলে কী হবে তাও জানতে চান তিনি। সরকারের পক্ষ থেকে বিএনপি নির্বাচনে আসবে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশে সুষ্ঠু এবং সবার অংশগ্রহণে নিরপেক্ষ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে।

সফরের শেষ দিনে ডোনাল্ড লু ঢাকার দুইটি সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিয়েছে। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, ''বিপক্ষ রাজনৈতিক দলকে সমাবেশ করার অধিকার দিতে হবে এবং কথা বলার মুক্ত পরিবেশ থাকতে হবে।নির্বাচন নিয়ে লু বলেছেন, ''একটি গ্রহণযোগ্য, সব দলের উপস্থিতিতে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র।তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলাপ আলোচনার কথাও বলেছেন।

বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও মানবাধিকার নজরে রাখবে যুক্তরাষ্ট্র:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার মনে করেন, ''গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষিত পররাষ্ট্র নীতি। এটা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, সব দেশের জন্য। মার্কিন সহকারী মন্ত্রী ঢাকা সফরে তা পরিষ্কার করেছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এটা নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে। সামনের দিনগুলোতে তারা এই ইস্যু নিয়ে আরো কথা বলবে। পর্যবেক্ষণে রাখবে।তিনি বলেন, ''তবে এবারের সফরে আরো একটা বিষয় স্পষ্ট যে আগে শক্তিধরেরা যেভাবে চাপিয়ে দিতেন সেই দিন আর নেই। এখন তারা তাদের নীতি নিয়ে কাজ করেন কনভিন্সিং মুডে। আমাদের মনে রাখতে হবে যুক্তরাষ্ট্র একটি শক্তিধর দেশ।

তাদের অগ্রাধিকার বুঝে আমাদের এগোতে হবে:

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত এম হুমায়ুন কবির বলেন, ''আমার মনে হয় মার্কিন সহকারী মন্ত্রী বাংলাদেশে একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনে এসেছিলেন। দেখবেন তিনি বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন, জানতে চেয়েছেন গণতন্ত্র, মানবাধিকার, নির্বাচন নিয়ে। তিনি জানতে চেয়েছেন বিএনপি নির্বাচনে আসবে কী না? না আসলে কী হবে? আমাদের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, সব দলের অংশগ্রহণে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে।

''যুক্তরাষ্ট্রের প্রেফারেন্স কী, তারা কী পছন্দ করে তা তিনি বলে দিয়েছেন। আর সেটা হলে গণতন্ত্র। এই গণতন্ত্রের মধ্যে আছে নির্বাচন, মানবাধিকার, বাক স্বাধীনতা, শ্রম অধিকারসহ সব ধরনের অধিকার। গণতন্ত্রকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে তিনি দেখিয়েছেন, যেখানে সব ধরনের অধিকারের কথা আছে। বাংলাদেশে এটাই সঞ্চারিত হোক তিনি তা চেয়েছেন।

''এখন বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে হবে। আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক হোক বহুপাক্ষিক হোক সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চাই তাহলে এটা আমাদের করতে হবে, মনে করেন সাবেক এই কূটনীতিক।

তিনি বলেন, ''র‍্যাবের কথাই ধরুন, তারা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার পর র‍্যাব ইতিবাচক দিকে এগিয়েছে তাই নতুন কোনো নিষেধাজ্ঞা আসেনি। এটা একটা ম্যাসেজ। এখন যদি নির্বাচন, গণতন্ত্র, অধিকার নিয়ে আমরা ইতিবাচক পথে হাটি তাহলে তারা এটা ভালোভাবেই নেবে। না হাটলে তারা সেটাকে ভালোভাবে নেব না। তাদের পথে হাটবে।

তার কথা, ''এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকার বুঝে আমরা যদি সেই দিকে যাই তাহলে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আরো ভালো হবে। অন্যথায় সন্দেহ আছে।হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে

# র‍্যাব কিছু 'উল্টাপাল্টা' কাজ করেছে, অস্বীকারের সুযোগ নেই - পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

ঢাকা: গত ১৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার দুপুরে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডোনাল্ড লুর সফরে র‍্যাবের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, বাংলাদেশের র‍্যাপিড একশান ব্যাটেলিয়ান (র‍্যাব) আগে কিছু 'উল্টাপাল্টা' কাজ করেছে এবং তাদের এহেন কর্ম অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। সরকার এসব অস্বীকার করে না। তবে বর্তমানে র‍্যাবের জবাবদিহি নিশ্চিতের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে, এটাও মানতে হবে। গত ১৪ জানুয়ারী শনিবার সন্ধ্যায় দুদিনের ঢাকা সফরে এসেছিলেন ডোনাল্ড লু।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন আরো বলেন, প্রথম দিকে র‍্যাব অনেক লোকজনকে খামোখা কী করে ফেলেছে, কিন্তু বিষয়গুলো পরিবর্তন হয়েছে। র‍্যাব জবাবদিহির ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি করেছে। মন্ত্রীর মতে, বিএনপির শাসনকালে ২০০৪ সালে র‍্যাব গঠনের শুরুর দিকে এ ধরনের অভিযোগ বেশি ছিল। র‍্যাবের জবাবদিহির ক্ষেত্রে উন্নতির উল্লেখ করে তিনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রায় তিন শ কর্মকর্তার পদাবনতি বা চাকরিচ্যুতির প্রসঙ্গ টানেন।

গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে গত ২০২১ সালের ডিসেম্বরে র‍্যাবসহ এই বাহিনীর সাবেক ও বর্তমান মিলিয়ে সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র।

দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি ও শক্তিশালী করতে ডোনাল্ড লু ঢাকা সফরে এসেছিলেন উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তিনি এসেছেন আমাদের সম্পর্কের উন্নতিতে সহযোগিতা করার জন্য। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেন, আর আমরাও বলেছি যে আমাদের কিছু কিছু দুর্বলতা আছে। উনিও স্বীকার করেছেন যে আমেরিকাতেও তাদের অনেক দুর্বলতা আছে, এটা পারফেক্ট নয়। সুতরাং আমরা একই রকম অবস্থানে। লুর সঙ্গে খুব ভালো, ইতিবাচক ও গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেন চাচ্ছেন, আগামী ৫০ বছরে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কটা যেন অত্যন্ত উন্নত হয়। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

# বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতকে অস্ট্রিয়ার 'না', একটি চিঠি, নানা আলোচনা

মিজানুর রহমান : ঘটনাটি নজিরবিহীন, অস্বাভাবিকও বটে। একজন রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন সাফাই চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বিফলে গেছে ৬ মাসের চেষ্টা, তদবির। ইউরোপের দেশ অস্ট্রিয়ায় পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছিল পেশাদার কূটনীতিক মো. তৌহিদুল ইসলামকে। কিন্তু তাকে গ্রহণ করেনি ভিয়েনা। জানা গেছে, বহু বছর আগে ইতালির মিলানে কনসাল জেনারেল থাকা অবস্থায় তৌহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে অধস্তন এক নারী সহকর্মীর সঙ্গে অসদাচরণের গুরুতর অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগের বিষয়ে জিজ্ঞাসা ছিল অস্ট্রিয়া সরকারের। ওয়াকিবহাল সূত্রের ধারণা, প্রত্যাখ্যানের পেছনে সেই অভিযোগ অন্যতম কারণ হতে পারে। মিস্টার ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিস্তৃত তদন্ত করে যে তাকে প্রমোশন এবং পদোন্নতি দেয়া হয়েছে তার দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে অস্ট্রিয়ার ইউরোপিয়ান এবং আন্তর্জাতিক অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক ফেডারেল মন্ত্রীর কাছে পাঠানো পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেনের চিঠিতে। দূতকে গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে শুরুত্বপূর্ণ ওই মিশনে নতুন রাষ্ট্রদূত না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেগুনবাগিচা।

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর অস্ট্রিয়া সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরাবর পাঠানো চিঠির একটি কপি পেয়েছে মানবজমিন। যেখানে দেখা গেছে অস্ট্রিয়ার ফেডারেল মিনিস্টার ফর ইউরোপিয়ান অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স আলেকজাণ্ডার সলেনবার্গকে লেখা চিঠিতে প্রস্তাবিত দূতের বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন তথা তাকে 'জায়েজে' বাংলাদেশের গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মোমেন।

তার ওই চিঠির সত্ত্বেও রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ না করায় বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ার কথা স্বীকার করেছেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেন, তৌহিদুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত হয়েছে, তাতে তার অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। বিষয়টি অস্ট্রিয়া সরকারকে জানানো হয়েছে। কিন্তু তারপরও তারা তাকে গ্রহণ করেনি। অস্ট্রিয়া সরকার কি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চিঠির জবাব দিয়েছে? জানতে চাইলে *বাকি অংশ চই পৃষ্ঠায়*

# ডোনাল্ড লু'র বক্তব্য নিয়ে সরকার মিথ্যাচার করেছে - বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

ঢাকা: যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু'র বক্তব্য নিয়ে সরকার মিথ্যাচার করেছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আজ বুধবার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সফর নিয়ে সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীর বক্তব্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি এ মন্তব্য করেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, 'সরকার মিডিয়াকে

ব্যবহার করে জোর করে বলতে চেয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান পরিবর্তন করেছে। তারা এ নিষেধাজ্ঞা (র‍্যাবের ওপর) তুলে নেবে। কিন্তু গতকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকা দূতাবাস থেকে যে বিবৃতি দেয়া হয়েছে, দ্যাট ইজ এনাফ টু এক্সপ্লেইন দিস, দূতাবাসের সেই স্টেটমেন্টে বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। অতীতেও এই আওয়ামী লীগের গণবিরোধী সরকার তারা সবসময় মিথ্যাচার করে এসেছে। খুব দুঃখের লজ্জার বিষয় এই *বাকি অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায়*

# বাংলাদেশ আইএমএফ থেকে কোনো শর্ত দিয়ে ঋণ নিচ্ছে না -জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা: বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফ থেকে কোনো শর্ত দিয়ে ঋণ নিচ্ছে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, 'আইএমএফ কেবল তখনই (যেকোনো দেশকে) ঋণ দেয়, যখন দেশটি ঋণ পরিশোধের যোগ্যতা অর্জন করে। আমরা তো তেমন কোনো শর্ত দিয়ে ঋণ (আইএমএফ থেকে) নিচ্ছি না।'

প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ নেতা শেখ হাসিনা গত ১৮ জানুয়ারী জাতীয় সংসদে কিশোরগঞ্জ-৩ আসনের জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য মো. মুজিবুল হকের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন।

একটি পয়েন্ট অব অর্ডারের ওপর ভিত্তি করে মুজিবুল হক বলেন, বাংলাদেশ এখন আইএমএফ থেকে ঋণ পেতে কিছু শর্ত পূরণ করছে এবং ইতোমধ্যে বিদ্যুতের শুল্ক বাড়িয়েছে এবং ঋণের কারণে গ্যাসের শুল্ক বৃদ্ধি করবে, যা পণ্যের দাম এবং মূল্যস্ফীতির দিকে নিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা তো বিদ্যুৎ ও গ্যাসে ভর্তুকি দিচ্ছি। আমার প্রশ্ন হলো, পৃথিবীর কোন দেশ গ্যাস আর বিদ্যুতে ভর্তুকি দেয়? কেউ দেয় না।'

স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে সংসদে

অনির্ধারিত আলোচনায় জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যের আলোচ্য প্রশ্নের জবাবে কিছু ব্যবসায়ী ও শিল্পকারখানার মালিকদের উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ চাইলে যে মূল্যে কিনে আনব, সেই মূল্য তাদের দিতে হবে। এখানে ভর্তুকি দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।'

তিনি বলেন, 'আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়িয়েছি, বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়িয়েছি। কিন্তু বিদ্যুৎ ব্যবহারে সবাইকে সাশ্রয়ী হতে হবে। ইউক্রেন আর রাশিয়া যুদ্ধের পর ইংল্যান্ড বিদ্যুতের দাম ১৫০ ভাগ বাড়িয়েছে। আমরা তো মাত্র ৫ শতাংশ বাড়ালাম, আর বাল্কে কিছু গ্যাসের দাম বেড়েছে। এলএনজি আমরা যেটা ৬ ডলারে স্পট প্রাইসে কিনতাম, সেটা এখন ৬৮ ডলার। কত ভর্তুকি দেবে সরকার? সরকার যে ভর্তুকি দেবে সেটা তো জনগণেরই টাকা। আর দ্রব্যমূল্য আজকে সারা বিশ্বেই বৃদ্ধি পেয়েছে।'

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপ তুলে ধরে সংসদ নেতা শেখ হাসিনা বলেন, 'নিম্ন ও মধ্যম আয়ের যারা আমরা তাদের জন্য টিসিবির ফেয়ার প্রাইস *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

# ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে ৪২ শতাংশ

ঢাকা: ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক পণ্য রপ্তানি বেড়েছে ৪১ দশমিক ৭৬ শতাংশ। ইউরোপীয় পরিসংখ্যান সংস্থা ইউরোস্ট্যাটের সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, গত বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত (৯ মাসে) ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) সারাবিশ্ব থেকে ৮৬ দশমিক ৭৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পোশাক আমদানি করেছে। ২০২১ সালের ওই সময়ের তুলনায় যা ২৪ দশমিক ৪১ শতাংশ বেশি।

পরিসংখ্যান মতে, গত বছরের জানুয়ারি-অক্টোবরে বাংলাদেশ থেকে ১৯ দশমিক ৪০ বিলিয়ন বা এক হাজার ৯৪০ কোটি ৭০ লাখ ২০ হাজার মার্কিন ডলার মূল্যের পোশাক আমদানি করেছে ইইউ। যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ১৩ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন বা এক হাজার ৩৬৯ কোটি ৫ লাখ ১০ হাজার ডলার। ফলে দেখা গেছে, বাংলাদেশ থেকে ইউরোপ পোশাক আমদানি বাড়িয়েছে ৪১ দশমিক ৭৬ শতাংশ।

পরিসংখ্যান থেকে আরও জানা গেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে পোশাক রপ্তানিতে প্রথম স্থানে রয়েছে চীন। আর এরপরেই দ্বিতীয় অবস্থানে বাংলাদেশ। পরিসংখ্যান মতে, বর্তমানে চীন ২৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ রপ্তানি নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নে সবচেয়ে বড় পোশাক সরবরাহকারীর অবস্থান ধরে রেখেছে। ২০২২ সালের প্রথম ১০ মাসে চীন থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আমদানি বছরওয়ারি ২২ দশমিক ৪৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধিসহ ২৫ দশমিক ৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

একই সময়ে, তুরস্ক থেকে আমদানিও বছরওয়ারি ১২ দশমিক ৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তুরস্ক থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের আমদানিও ১০ দশমিক ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ভারত থেকে আমদানি ৪ দশমকি ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। আর বছরওয়ারি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৩ দশমিক ৪৬ শতাংশ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য শীর্ষ সরবরাহকারীদের মধ্যে কম্বোডিয়া থেকে ৩৯ দশমিক ৬৯, ভিয়েতনাম থেকে ৩৩ দশমিক ০৫, পাকিস্তান থেকে ২৮ দশমিক ৫৫, মরক্কো থেকে ৯ দশমিক ৫৯, শ্রীলঙ্কা থেকে ১৮ ও ইন্দোনেশিয়া থেকে ৩১ দশমিক ৭৬ শতাংশ আমদানি বেড়েছে। এ বিষয়ে তৈরি পোশাক মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, এ ডাটা গত বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। সেই হিসেবে ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশ ভালো করছে। তবে, এই সময়ের পর ইউরোপের বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি কমেছে। তিনি বলেন, যুদ্ধ ও অনান্য দেশের অর্থনৈতিক মন্দার কারণে পোশাক রপ্তানি কমছে। তবে অনান্য দেশের চেয়ে বাংলাদেশ ভালো করছে।-ঢাকা পোস্ট

# বাংলাদেশে হাজারের বেশি অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জার (হুন্ডি ব্যবসায়ী) সক্রিয় - সিআইডি

ঢাকা: ঢাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ ও মাত্রাতিরিক্ত লেনদেনের সাথে জড়িত ১৪ হুন্ডি ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এছাড়া সারাদেশে এক হাজারের বেশি অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জার সক্রিয় রয়েছে বলেও জানা যায়। বুধবার ১৮ জানুয়ারী রাজধানীর মালিবাগে সিআইডি সদর দফতরে সিআইডির অতিরিক্ত আইজিপি মোহাম্মদ আলী মিয়া গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গুলশানের জেএমসিএইচ প্রাইভেট লিমিটেড, মোহাম্মদপুরের আলম অ্যান্ড ব্রাদার্স এবং আশকোনার তৈমুর মানি এক্সচেঞ্জের তিন মানি এক্সচেঞ্জারের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে ২৩৫টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বৈধ মানি এক্সচেঞ্জার রয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে এক হাজারের বেশি অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জার সক্রিয় রয়েছে।

এছাড়া রাজধানীর মতিঝিল, গুলশান, উত্তরা এবং ঢাকা বিমানবন্দরের আশপাশসহ বিভিন্ন এলাকায় অনেক ভাসমান, অবৈধ ব্যবসা রয়েছে বলে জানান সিআইডি কর্মকর্তা।

সিআইডির একটি বিশেষ দল মঙ্গলবার ঢাকা মহানগরীর গুলশান-১, রিং রোড, মোহাম্মদপুর, আশকোনা, এবি মার্কেট ও উত্তরার চায়না মার্কেটে পাঁচটি স্থানে একযোগে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ দেশীয় মাদক ও বৈদেশিক মুদ্রাসহ ১৪ জনকে আটক করে। অভিযানে তাদের কাছ থেকে এক কোটি ১১ লাক ১৯ হাজার ৮২৬ টাকা মূল্যের ১৯টি দেশের বৈদেশিক মুদ্রাসহ মোট এক কোটি ৯৯ লাখ ৬১ হাজার ৩৭৬ টাকা জব্দ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# অর্ধশতকের সর্বনিম্নে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

পরিচয় ডেস্ক: গত ২০২২ সালে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৩ শতাংশ, যা সরকারের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেক কম। পরিসংখ্যান বলছে, এ পতন ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ। এর পেছনে দায় দেয়া হচ্ছে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, তা রোধে নেয়া নানা বিধিনিষেধ এবং আবাসন খাতে ইতিহাসে সর্বাধিক মন্দা পরিস্থিতিকে। একই সময়ে নীতিনির্ধারকদের ওপর বেড়েছে চলতি বছর নতুন প্রণোদনা ঘোষণার চাপ।

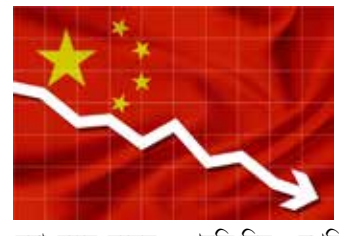

যদিও প্রান্তিকভিত্তিক প্রবৃদ্ধি ও খুচরা বিক্রির মতো ডিসেম্বরের নির্দেশক বাজারের প্রত্যাশাকেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু বিশ্লেষকরা বলছেন, চীনজুড়ে বিরাজমান অর্থনৈতিক প্রবণতা এখনো দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। সব মিলিয়ে কভিডসংক্রান্ত নীতিমালা প্রত্যাহার করে নেয়ায় চীনও চাপের মধ্যে রয়েছে।

এক বছর আগের সময়ের চেয়ে চীনে অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২ দশমিক ৯ শতাংশ। দেশটির ন্যাশনাল ব্যুরো অব স্ট্যাটিসটিকসের (এনবিএস) তথ্য বলছে, এ হার তৃতীয় প্রান্তিকের চেয়ে কম। সে সময় প্রবৃদ্ধি ছিল ৩ দশমিক ৯ শতাংশ।

এনবিএসের পরিচালক ক্যাং ই বলেন, ২০২২ সালে চীনের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি কিছু অপ্রত্যাশিত ঝুঁকির মুখে পড়েছিল, যার মধ্যে ছিল কভিড সংক্রমণ ও দাবদাহ। চাহিদায় তিন গুণ সংকোচন, সরবরাহ সংকট বেড়ে যাওয়ায় জটিলতা ও অনিশ্চয়তাও বাড়ছে।

চলতি বছর অনেকটা হঠাৎ করেই সংক্রমণসংক্রান্ত বিধিনিষেধ শিথিল করে চীন, যা অর্থনীতির গতি বৃদ্ধির প্রত্যাশা তৈরি করেছে। কিন্তু বিধিনিষেধ তুলে নেয়ায় দেশটিতে আবারো বেড়েছে সংক্রমণ। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, অব্যাহত সংক্রমণ প্রবৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

বিশ্বরূপে বিশালাক্ষী বিদ্যাংদেহী নমোহস্তুতে
প্রিয় সুধী,
নমস্কার। আগামী ২৭শে জানুয়ারী, ২০২৩, শুক্রবার, বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক,
জ্ঞানদাত্রী শ্রীশ্রী মা সরস্বতীর চরনে পুষ্পাঞ্জলী নিবেদনের আয়োজন করেছে।
শ্রী পঞ্চমীর পুণ্যলগ্নে মাতৃবন্দনায় অংশ গ্রহনের জন্যে সবার সাদর আমন্ত্রন রইল।
বিনীত
স্থান: তাজমহল পার্টি হল
১৪৮-০১ হিলসাইড এভিনিউ, জামাইকা, নিউইয়র্ক
তারিখ: ২৭শে জানুয়ারী, ২০২৩, শুক্রবার
SUNNY
REGA
SUPTI
SANTI
পূজারম্ভ: ১১.০০ টা । হাতে খড়ি: ১২:১৫ মিনিট
অঞ্জলী প্রদান: ১:০০ টা । প্রসাদ বিতরন: ১:৩০ মিনিট
ছোটদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা: ২:৩০ মিনিট । বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান: ৩:৩০ মিনিট
পূজার সমাপনী: ৫:৩০ মিনিট । পৌরহিত্য করবেন: শ্রী চিটন আচার্য্য
সংগীত পরিবেশনায়: সানি চৌধুরী, রেগা ও বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটির নিজস্ব শিল্পীবৃন্দ।
নৃত্য পরিবেশনায়: সুপ্তি, শান্তি
বিঃ দ্রঃ দিনের সকল কার্যক্রম সমাপ্ত হবে বিকেল ৫:৩০ মিনিট
আয়োজনে:
Bangladesh Vedanta Society NY, Inc.
বাংলাদেশ বেদান্ত সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইনক

# মুম্বাই হামলায় জড়িত পাকিস্তানিকে ‘সন্ত্রাসী’ ঘোষণা জাতিসঙ্ঘের

মুম্বাইতে ২০০৮ সালের সন্ত্রাসী হামলায় ১৬৬ জনের প্রাণহানির ঘটনায় পাকিস্তানে বন্দি থাকা একজন ভারতবিরোধীকে বৈশ্বিক সন্ত্রাসী ঘোষণা করেছে জাতিসঙ্ঘ। পাকিস্তানি নাগরিক আবদুল রেহান মক্কিকে সন্ত্রাসী ঘোষণার একদিন পর মঙ্গলবার প্রতিবেশী ভারত স্বাগত জানিয়েছে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে যে ইসলামিক সম্প্রদায় নিজেই সন্ত্রাসের শিকার এবং পাকিস্তান জাতিসঙ্ঘসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাসবিরোধী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।

নিষিদ্ধ লস্কর-ই-তৈয়বা গ্রুপের ৬৮ বছর বয়সী মক্কী একজন সিনিয়র ব্যক্তিত্ব। যে গ্রুপ মূলত কাশ্মীরের বিতর্কিত হিমালয় অঞ্চলে সক্রিয়। তাকে ২০১৯ সালে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ‘সন্ত্রাসে’ অর্থায়নের অভিযোগে দু’টি পৃথক মামলায় নভেম্বর এবং ২০২০ সালের ডিসেম্বরে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

মক্কিকে এক বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কর্মকর্তারা বলেছেন যে তিনি এখনো কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে হেফাজতে রয়েছেন।

মামলার সাথে জড়িত একাধিক সরকারি কর্মকর্তার মতে, তাকে তার আপিলের জন্য পাঞ্জাবে আটক রাখা হয়েছে। আল-কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেট চরমপন্থী এবং তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার তত্ত্বাবধানে জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ কমিটি কাউন্সিলের ১৫ সদস্যের অনুমোদনের পর মক্কিকে নিষেধাজ্ঞার কালো তালিকায় রাখে।

জাতিসঙ্ঘের মূল্যায়নের আওতায়, মাক্কির সম্পদ জব্দ করা যেতে পারে এবং তিনি ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞারও সম্মুখীন হবেন।

মুম্বাই হামলার পরিকল্পনার জন্য অভিযুক্ত জঙ্গি নেতা হাফিজ সাঈদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মক্কি। ৭২ বছর বয়সী সাইদ ৩১ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন এবং ২০০৮ সালের মুম্বাই হামলার পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ তাকে সন্ত্রাসী হিসেবে মনোনীত করেছিল।

পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন মুম্বাই হামলার জন্য মক্কির মতো সাঈদকে কখনো অভিযুক্ত করা হয়নি। তিনি লস্কর-ই-তৈয়বা’র প্রতিষ্ঠাতা, যেটিকে মুম্বাইয়ে হামলার জন্য ভারত দায়ী করেছিল।

চীন মক্কিকে যুক্ত করার ওপর স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করার পরে সোমবারের জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত এসেছে, যারা ২০১০ সালের নভেম্বর থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় ছিল।

রাজধানী নয়াদিল্লিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শ্রী অরিন্দম বাগচি মঙ্গলবার মক্কিকে সন্ত্রাসী হিসেবে মনোনীত হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন। *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

# নিউজিল্যান্ডে প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়ছেন জাসিন্ডা আর্ডান

পরিচয় ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডে প্রধানমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিচ্ছেন জাসিন্ডা আর্ডান। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি পদত্যাগ করবেন।

কোনো কেলেঙ্কারিতে তিনি জড়িয়ে পড়েননি, তার বিরুদ্ধে গুরুতর কোনো অভিযোগও তোলেনি বিরোধীরা, তা সত্ত্বেও নিউজিল্যান্ডের নারী প্রধানমন্ত্রী আর্ডান জানিয়ে দিলেন, তিনি আর প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না। যেভাবে তিনি করোনা রুখতে একের পর এক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তা গোটা বিশ্বে প্রশংসা পেয়েছিল।

কেন এই সিদ্ধান্ত? আর্ডান জানিয়েছেন, ‘আমার মনে হয়েছে, এটাই সরে যাওয়ার সেরা সময়। আরো চার বছর কাজ চালাবার মতো রশদ আমার কাছে নেই।’

আর্ডান বলেছেন, ‘গত সাড়ে পাঁচ বছর আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়, তৃপ্তির সময়। তা সত্ত্বেও আমি এমন একটি পদ ছেড়ে দিচ্ছি। বড় পদের সঙ্গে বড় দায়িত্বও আসে। সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো এটা বোঝা যে, দেশকে এই সময় নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আমি সেরা মানুষ কি না। কখন তুমি আর সেরা থাকছ

# পাকিস্তানের ‘সব সমস্যা নিয়ে আন্তরিক আলোচনার’ প্রস্তাবে ভারত নির্বিকার

নয়াদিল্লি : বন্ধ থাকা দ্বিপক্ষীয় আলোচনা শুরু নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ আদৌ কি আন্তরিক? ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ প্রশ্নই প্রাধান্য পাচ্ছে। সাক্ষাৎকার নিয়ে তড়িঘড়ি কোনো মন্তব্যে ভারত রাজি নয় বলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রের খবর। আলোচনা নিয়ে শরিফ আদৌ ‘আন্তরিক’ কি না, এবং তাঁর আগ্রহে সে দেশের ‘অন্যদের’ (সেনা ও আইএসআই) সায় আছে কি না, ভারত তা বুঝতে চাইছে।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ভারতের সঙ্গে ‘সব সমস্যা নিয়ে আন্তরিক আলোচনার’ প্রস্তাব দিলেও সেই আন্তরিকতার চরিত্র সম্পর্কে ভারত নিশ্চিত হতে পারছে না। কারণ, গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে প্রচারিত এক বিবৃতি। দুবাইভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া শরিফের সাক্ষাৎকার নিয়ে ওই বিবৃতিতে যে ‘ব্যাখ্যা’ দেওয়া হয়েছে, তা ঘিরেই উঠে গেছে ‘আন্তরিকতার’ প্রশ্ন। ভারত মনে করছে, ওই বিবৃতি আসলে আলোচনায় বসার জন্য পাকিস্তানের ‘শর্ত’, যার সঙ্গে শরিফের সাক্ষাৎকারের ‘সুর’এর অমিল প্রকট।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র বুধবার এই প্রসঙ্গে জানায়, শরিফের সাক্ষাৎকারের সুর আপাতদৃষ্টে আন্তরিক মনে হতে পারে। মনে হতে পারে তাঁরা যেন বন্ধ থাকা আলোচনা শুরু করতে খুবই আগ্রহী। না হলে তিনি ‘তিনটি যুদ্ধ থেকে শিক্ষা গ্রহণের’ কথা বলতেন না। ‘যুদ্ধ মানে সময় ও সম্পদ নষ্টের’ কথা বলতেন না। বলতেন না, ‘পাকিস্তান এখন শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচতে ও পুরোনো সমস্যার সমাধান চায়’। সূত্র বলে, ‘সাক্ষাৎকারে শরিফ কাশ্মীর প্রসঙ্গ তুলেছেন। ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের কথা বলেছেন। ভারতে সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রসঙ্গও টেনেছেন। কিন্তু সেগুলো আলোচনা *বাকি অংশ ৩১ পৃষ্ঠায়*

# বিশ্বের নতুন সম্পদের ৬৭ ভাগ এক শতাংশ ধনীর হাতে জানিয়েছে অক্সফাম

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বে ২০২০ সালের পর নতুন করে তৈরি হওয়া ৪২ ট্রিলিয়ন ডলার সম্পদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ (৬৭ শতাংশ) গেছে বিশ্বের মাত্র ১ শতাংশ শীর্ষ ধনীদের হাতে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক দাতব্য সংস্থা অক্সফাম ‘সারভাইভাল অব দ্য রিচেস্ট’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। গত ১৫ জানুয়ারী সোমবার সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের বার্ষিক সভায় প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়।

অক্সফামের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মাত্র ১ শতাংশ শীর্ষ ধনীর সম্পদের পরিমাণ বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৯৯ শতাংশ মানুষের সম্পদের প্রায় দ্বিগুণ।

প্রতিবেদনে আরও বলা *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

# বিশ্বব্যাপী তীব্র হচ্ছে খাদ্য সংকট

পরিচয় ডেস্ক: ক্রমশই তীব্র হচ্ছে বিশ্বের খাদ্য সংকট। রাশিয়া -ইউক্রেন যুদ্ধ, করোনা মহামারির প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জ্বালানির উচ্চ দামে বৈশ্বিক কৃষি ব্যবস্থা ইতোমধ্যেই চরম পরিস্থিতির দিকে মোড় নিয়েছে।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) তাদের এক পরিসংখ্যানে বলছে, ২০০৫ সালের পর এবার খাদ্য মূল্য সূচক রেকর্ড স্তরে পৌঁছেছে। ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালের খাদ্য শস্যের দাম বেড়েছে ১৪ শতাংশের বেশি। ২০২২ সালে তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সঙ্গে লড়াই করা লোকের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে। পৃথিবীব্যাপী *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

# আসন্ন সামার মওশুমের এয়ার টিকেট এর সেল চলছে


Fly to Dhaka

SUMMER SALE

الكويتية
KUWAIT
AIRWAYS

এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস- এ
সবচেয়ে কম দামে, এয়ার টিকেট বুকিং চলছে

LOWEST FARE | IATA APPROVED | 16+ YEARS EXPERIENCE

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়-

এস্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস
Web: www.digitaltraveltour.com
Call now: (718) 721 2012, (917)4597181
Office: 25-78 31st Street New York, NY 11102

BOOK TICKETS
718-721-2012

# আমাদের বিষয়ে বিদেশিদের এত আগ্রহ কেন

ইমতিয়াজ আহমেদ

সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশের প্রতি জো বাইডেন প্রশাসনের আগ্রহের বিষয়টিকে গণমাধ্যমে নেতিবাচকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। এমনকি মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর সফর নিয়েও নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। বিদেশ থেকে যদি কোনো প্রতিনিধি আসেন তাহলে আমরা কেন বিষয়টিকে নেতিবাচকভাবে ধরে নিচ্ছি? তারা কি নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য আসছেন এমনটি ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই। তারা তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আসছেন।

মনে রাখা জরুরি, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যত মজবুত হবে এবং বিদেশিরা বিনিয়োগ করে বেশি মুনাফা পাবেন, তত ঘন ঘন বিদেশিদের আনাগোনা বাড়বে। যখন বাসায় কোনো মেহমান আসেন, তখন তারা ঝগড়া করতে আসেন না। যদি ঝগড়া করতেই হয়, তবে সে একেবারে দূরেই থাকেন না হয় অন্য মানুষের মাধ্যমে বার্তা পাঠান। বিদেশিদের বাংলাদেশ সফরকেও এভাবে ভাবতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, এই সফর আরও বাড়বে, কমবে না। কিন্তু আমরা প্রশ্ন করছি, কেন তারা আসছেন। আবার উত্তরও ভেবে নিচ্ছি, হয়তো কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে আসছেন। ভুলে যাই, চাপ প্রয়োগ করার অন্য মাধ্যম রয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়নে সে কাজ আরও সহজ হয়েছে।

যত বেশি আসবে তত বোঝা যায়, তাদের এখানে আগ্রহ আছে এবং সেই আগ্রহ পূরণের জন্য সশরীরে এসে একেবারে নিশ্চিত হয়ে যেতে চাচ্ছেন। সশরীরে সফরে এসে তারা নিশ্চিত হতে পারেন কীভাবে সম্পর্ক আরও ভালো করা যায় এবং এই সম্পর্ক ভালো করার মাধ্যমে কি কি স্বার্থ তারা উদ্ধার করতে পারবেন। নালিশ জানাতে হলে তো তারা আসতেন না। অথচ আমাদের গণমাধ্যম এই বিষয়টিকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরে।

আমরা যেন সব সময় এক ধরনের ভয়ে থাকি। আমি মনে করি এই ভয় থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। ভিন্নমত নিয়ে বারবার আসা-যাওয়া করলে সম্পর্কের উন্নয়ন হয় না। তাই মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লুর সফরের সঙ্গে আমি বিদেশি কূটনীতিকদের হস্তক্ষেপের বিষয়টিকে মেলাতে রাজি নই। মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি বেশ জটিল। এক ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে অন্য ডিপার্টমেন্টের কোনো মিল নেই।

কোন বিভাগ কি করছে, সে বিষয়ে অন্য ডিপার্টমেন্টের ধারণাও থাকে না। সে জন্য বাইরে থেকে অনেক সময় মনে হয় তারা এক ধরনের কন্ট্রাডিকশনের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু আমাদের যেটা দেখা দরকার, এখানে আমাদের লাভ কি। বর্তমান বিশ্ব চলছে পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায়। আর বিশ্বরাজনীতিতে আমরা কোনো চ্যারিটিও নই। তাই আমাদেরও দেখতে হবে নিজেদের স্বার্থ এখানে কতটা উদ্ধার হচ্ছে।

আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের আগ্রহ কিন্তু বরাবরই। তবে সম্প্রতি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশি কূটনীতিকদের এই হস্তক্ষেপে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশিদের নাক গলানোর বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের দুটো বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন। প্রথমত, বাংলাদেশে রাজনীতির বিভাজন। যেটা বরাবরই লক্ষ্য করা যায় তা হলো, আমাদের প্রধান দুই দলের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই দুই দলের বিভাজনে রাজনৈতিক অঙ্গনে এক ধরনের 'শূন্যস্থান' তৈরি হয়। আর এই শূন্যস্থানকে ব্যবহার করেই তৎপর হয়ে ওঠেন বিদেশি কূটনীতিকরা।

তবে এসব ক্ষেত্রে একটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার তা হলো আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তৎপর হয়ে বিদেশি কূটনীতিকরা যা বলেন বা বলছেন তা কিন্তু স্বপ্রণোদিত হয়েই বলছেন। এক্ষেত্রে তাদের অভিমত একান্তই নিজের। তাদেরকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া হয়, সে সুযোগ তারা নেন। আমাদেরই কোনো সংগঠন, রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিংবা কোনো সংঘবদ্ধ শক্তি যারা ক্ষমতাসীন সরকারের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছাতে পারেন না তারাই সাধারণত বিদেশিদের এ ধরনের কথা বলার মঞ্চ তৈরি করে দেন। আর তাদের মঞ্চের নিরপেক্ষতা প্রমাণেই তারা ডেকে আনেন বিদেশিদের। সেখানে আসার পর যখন গণমাধ্যমের পক্ষ থেকে নানারকম প্রশ্ন তোলা হয়, তখন তারাও সেভাবেই উত্তর দেন।

এখানে প্রশ্ন করার বিষয়টিও লক্ষ্য করতে হবে। বিদেশিরা বক্তব্য দেওয়ার সময় যদি তাদের প্রশ্ন করা হতো, আপনাদের অর্থনীতি ফের কবে চাঙ্গা হবে অথবা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর বিষয়ে আপনাদের অগ্রগতির খবর কি? তা হলে কিন্তু উত্তরগুলোও সেভাবেই আসত।

কিন্তু সংবাদ সম্মেলনে যখন প্রশ্ন করা হয় 'নির্বাচনে কি হবে'? তখন স্বাভাবিকভাবেই তারা সুযোগ পেয়ে যান। তার মানে এই নয় যে আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো আগ্রহই নেই। তাদের অবশ্যই আগ্রহ রয়েছে। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন বিদেশিদের এই সুযোগ দেওয়া হয়, তা বোঝার রাজনীতি কিন্তু না বোঝার কারণ নেই। যারা সুযোগ করে দিচ্ছেন, সহজেই বোঝা যায় কেন তারা এমন সুযোগ দিচ্ছেন। এখন যদি দুটো বিষয় আমরা মাথায় রাখি, অর্থাৎ বিভাজনের রাজনীতি ও কথা বলার সুযোগ। তা হলে কয়েকটা বিষয় দেখা দরকার, যদি আমরা ইতিহাসের দিকে পাশ ফেরাই, তা হলে দেখব এখানকার গণতন্ত্র, তা নড়বড়ে হলেও জনগণের বিশাল আত্মত্যাগ, আন্দোলন ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত।

বায়ান্ন, বাষট্টি, ঊনসত্তর, একাত্তর থেকে একানব্বই পর্যন্ত ব্যাপক আন্দোলন ও জনগণের আত্মত্যাগ ও বিসর্জনের মাধ্যমেই আমরা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলনে কখনও বিদেশিরা কোনো সমাধান করেছে কিংবা অবদান রেখেছে এমন নজির কিন্তু পাওয়া যাবে না। যদিও তারা বিভিন্ন সময়ে সমস্যা সমাধানের জন্য কৃতিত্বের দাবি করেন, কিন্তু ইতিহাস ঘেঁটে দেখলে উল্টোচিত্রই মিলবে। কখনই বিদেশি হস্তক্ষেপে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়নি, বরং জনগণকেই রাস্তায় নামতে হয়েছে।

দেশের জনগণ সংগ্রাম, প্রতিবাদ ও আন্দোলনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করেছে। বিধায় দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রকৃত দাবিদার তারাই। এখন দেখায় বিষয়, বিদেশি শক্তি যখন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলায় কিংবা কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তখন তারা কি এটা গণতন্ত্রের জন্য করে নাকি নিজেদের স্বার্থরক্ষার তাগিদে করে?

তাদের অনেক ধরনের স্বার্থ রয়েছে, তা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, এমনকি নিরাপত্তাজনিত বিষয়েও হতে পারে। দেশে যত রাজনৈতিক বিভাজন হবে তত তারা নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের সুযোগ পাবে। এক্ষেত্রে আমি মনে করি, তারা যখন কিছু বলেন তখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে তারা এসব গণতন্ত্র কিংবা মানবাধিকারের জন্য করছেন কি না?

কারণ এখানে তারা যেভাবে বলেন, নিজ দেশের কোনো বিষয়ে সচরাচর এত জোরেশোরে তা বলেন না। যদি সত্যিই তারা গণতন্ত্র কিংবা মানবাধিকারের প্রশ্নে এত সচেতন হতেন, তা হলে আফগানিস্তানে টানা বিশ বছর এমন যুদ্ধ পরিস্থিতি থাকত না। সত্তর বছর ধরে ফিলিস্তিনে যে সমস্যা রয়েছে, তা থাকত না। এমনকি ইরাকেও এমন সংকটময় পরিস্থিতি বিরাজ করত না। আমার কথা হচ্ছে, যদি গণতন্ত্রের পক্ষেই তারা বক্তব্য দেন, তা হলে এসব বেআইনি যুদ্ধ চলমান থাকত না।

অনেক সময় এও দেখা গেছে, কোনো রাষ্ট্রে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করার পরও তারা চুপচাপ থেকেছেন। সহজ একটি উদাহরণ হিসেবে মিশরের মোহাম্মদ মোরসির নাম বলা যায়। সে সময় কিন্তু তারা চুপ ছিল।

সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন দাঁড়ায়, তারা অনেক সময় অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যখন কিছু বলেন তখন তা গণতন্ত্রের জন্য বলেন কি না? এমন সন্দেহ থাকার পরও কেন আমাদের ধারণা হয়, বিদেশিরা আমাদের গণতন্ত্র ঠিক করবে? গণতন্ত্র যদি ঠিক করতেই হয় তবে জনগণই তা ঠিক করবে। যারা বিদেশিদের হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দিচ্ছেন, তারা জনগণকে সে সুযোগ দিচ্ছেন না কেন? নিজেরা কেন রাজনৈতিক অঙ্গনে নামছেন না? বোঝাই যাচ্ছে, এখানে এক ধরনের ঝামেলা তৈরি হচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, বিদেশিরা যখনই কোনো বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কিংবা পদক্ষেপ নেন, তখন দেশে রাজনৈতিক বিভাজন বাড়ে বৈ কমে না। আমি মনে করি, আমাদের এই বিষয়টি খেয়াল রাখা দরকার। যদি তাদের পদক্ষেপ বা বক্তব্যে আমাদের রাজনৈতিক বিভাজন কমত, তা হলে তো এত সমস্যা থাকত না।

পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোতে যেমন গণতন্ত্রের চর্চা হয় অথবা বাংলাদেশে যে ধরনের গণতন্ত্র মানুষ চাচ্ছে কিংবা চর্চা করা হচ্ছে, তেমন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ন্যূনতম শর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রের বড় রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে আস্থা থাকতে হবে। কিন্তু সেই আস্থা আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে না। আমাদের বড় দলগুলো একে অপরকে বিশ্বাস করে না।

এই যে আস্থার সংকট, এই সংকট কমানোর বিষয়ে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে। নিজেদের সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করতে হবে। এমনটা আশা করা যাবে না, বিদেশিরা আমাদের বিভাজনে সৃষ্ট সুযোগ ব্যবহার করে সমাধান করতে পারবেন। এমনটা অতীতে হয়নি এবং হবেও না। বরং তাতে আমাদের নিজেদের স্বার্থই ক্ষুণ্ন হয়। কারণ এই বিভাজনের সুযোগ নিয়ে তারা আমাদের থেকে কি স্বার্থোদ্ধার করছে তা আমাদের অজানাই থেকে যায়। তাই আমাদের নিজস্ব ঘাটতিগুলোর দিকে তাকানো দরকার।

আমাদের যদি নেতৃত্বের ঘাটতি থাকে, দলগুলোর ভেতরে গণতন্ত্র চর্চার ঘাটতি থাকে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় ঘাটতি থাকে তা হলে সেগুলো আরও ভালোভাবে চিন্তা করা দরকার। কারণ বিদেশিরা পদক্ষেপ নিলে তা বিভাজন আরও বাড়াবে। তাতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাও কঠিন হবে।

যদি সত্যই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমাদের সদিচ্ছা থাকে, তা হলে ভাবার সময় এসেছে দেশের জনগণ ও নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলগুলোই সম্মিলিতভাবে সংকট সমাধান করবে। অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সুত্র প্রতিদিনের বাংলাদেশ

# জো বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতির ফাঁকা বুলির বিপদ

জ্ঞানেশ কামাত

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'আইনের শাসনভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা'র যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও তাঁর পররাষ্ট্রনীতিই সে ধরনের বিশ্বব্যবস্থার ধারণার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করছে। প্রকৃতপক্ষে, বাইডেনের প্রশাসন তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদের বিষয়ে যে ধরনের নীতিকথা বলে এবং সেটিকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে যে পন্থা অবলম্বন করে থাকে, তার মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত রয়েছে।

গত অক্টোবরে বাইডেন প্রশাসন উন্নত মাইক্রোচিপ প্রযুক্তিতে চীনা কোম্পানিগুলোর অগ্রযাত্রার রাশ টানতে চীনের মাইক্রোচিপ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়। এটি একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ ছিল এবং দৃশ্যত জাতীয় নিরাপত্তার কারণে মাইক্রোচিপ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে এটি একটি বড় পদক্ষেপ ছিল। বাইডেন প্রশাসন যদিও আমাদের ওপর একটি শীতল যুদ্ধ নেমে এসেছেড়এমন ধারণা দূর করতে অনেক চেষ্টা করেছে; কিন্তু তারা যেসব কর্মকাণ্ড করছে, তা সোভিয়েত-মার্কিন শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র যত দেশের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে, তার বেশির ভাগেরই ভিত্তি হলো বাণিজ্য বিরোধ কিংবা মানবাধিকার ইস্যু কিংবা বৈশ্বিক ঐকমত্যে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করা। চীন এই ধারণাগুলোকে পদদলিত করেছে এবং যথারীতি এখন যুক্তরাষ্ট্র তার নীতি অনুসরণ করছে।

চীন কোনো দেশের ওপর ক্ষুব্ধ হলে দেশটি প্রায়শই তার বাণিজ্যকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। যেমন ২০১০ সালে একজন চীনা ভিন্নমতাবলম্বীকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়ার পর চীন নরওয়ে থেকে স্যামন মাছ আমদানি স্থগিত করে। দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেও চীন একই ধরনের আচরণ করেছে এবং সম্প্রতি লিথুয়ানিয়া রাজধানী ভিলনিয়াসে তাইওয়ানের প্রতিনিধির অফিস খুলতে দেওয়ায় চীন ক্ষুব্ধ হয়ে লিথুয়ানিয়ার ওপর কয়েক দফা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

শান্তি, সমৃদ্ধি এবং বৃহত্তর বোঝাপড়ার অনুঘটক হিসেবে বাণিজ্যকে ব্যবহার করা অনুকরণীয় মডেল হতে পারে না। আমেরিকার বিষাক্ত ও মেরুকৃত রাজনীতি এবং তার উদার গণতন্ত্রের ত্রুটিগুলোর উপজাতই মূলত রাজনীতিবিদদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্পর্কিত বক্তব্য ও তাদের কাজের মধ্যে ফারাক তৈরি করেছে।

এর একটি সর্বোত্তম উদাহরণ হলো বাইডেন প্রশাসনের স্বাক্ষরিত শিল্পনীতি উদ্যোগ, যা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস আইন (আইআরএ) নামে পরিচিত। এই আইনের আওতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি কোম্পানি এবং বিদ্যুৎচালিত যানবাহন নির্মাতা কোম্পানিগুলোকে 'দেশের অভ্যন্তরে' বাণিজ্য বাড়াতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ জন্য শত শত কোটি ডলার ভর্তুকি দেওয়া এবং ট্যাক্স কমানোর লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে।

আইআরএ এখন ইউরোপে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বিশিল্পায়ন ঘটানোর হুমকি দিচ্ছে এবং তা ইইউয়ের কোভিড-পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার চেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করছে। এই অর্থনৈতিক বিচ্যুতি ইউরোপীয় রাজনীতিতে জনতুষ্টিবাদী শক্তির উত্থান ঘটাবে। এর ফলে ওয়াশিংটনের জন্য যখন ইউরোপীয় ঐক্য সবচেয়ে বেশি দরকার, সেই মুহূর্তে জনতুষ্টিবাদের উত্থান ইউরোপীয় ঐক্যকে জটিল করে তুলতে পারে।

মূলত অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে এবং অংশত বাইরের দেশে পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে নিজের ভাবমূর্তির দূরত্ব দেখানোর জন্য প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তাঁর পররাষ্ট্রনীতিকে গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্রভিত্তিক দেখানোর চেষ্টা করছেন। তবে জো বাইডেনের ক্রিয়াকলাপ তাঁর কথাকে ফাঁপা করে দিয়েছে।

জ্বালানির দাম বেড়ে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বাইডেন প্রশাসন আমেরিকান প্রধান জ্বালানি কোম্পানিগুলোকে এমন সময় ভেনেজুয়েলায় পুনরায় প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে, যখন প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোর শাসন ভেনেজুয়েলায় স্বৈরতন্ত্র কায়েম করেছে। বাইডেনের এ ধরনের দ্বৈত নীতি তাঁর জবানকে হালকা এবং খেলো করে তুলেছে।

২০২১ সালে বাইডেন প্রশাসন 'গণতন্ত্রের জন্য শীর্ষ সম্মেলন'-এর আয়োজন করেছিল। সে সময় তারা সে সম্মেলনে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানায়নি। অথচ দেশটি সাড়ে ১৬ কোটি মানুষের একটি কট্টর (যদিও ত্রুটিপূর্ণ) গণতন্ত্রের দেশ এবং বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশগুলোর একটি।

জ্ঞানেশ কামাত মধ্যপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক রাজনৈতিক বিশ্লেষক,এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনুবাদ

KT KHAN'S TUTORIAL

# 2 FREE WEEKS OF IN-PERSON CLASSES!*

**SHSAT & SAT Students get:**

**2 FREE Group Classes, & 1 FREE Diagnostic Exam**

**Grades 3-6 State Exam Students get:**

**2 FREE ELA Classes & 2 FREE Math Classes**

*This promotion can be claimed at any of our locations and must be completed in **2 CONSECUTIVE WEEKS (Offer Expires Sunday, January 15th).**

# EXTRA $150 OFF ALL NEW PACKAGES!

**Jackson Heights**
74th St. & 37th Ave

**Jamaica**
178th St. & Hillside Ave.

**Ozone Park**
86th St. & 101 Ave.

**NYC - Flatiron**
23rd St. & 5th Ave.

**4,450+**
SHSAT Students Accepted

**1,400+**
4/4s on State Exams

**THOUSANDS**
1450, 1550+ scores on SAT

**Call Now at 718-938-9451 or Visit KhansTutorial.com**

# ডোনাল্ড লু'র সফর ও তারপর

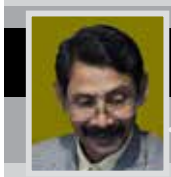

মুজতাহিদ ফারুকী

গত কয়েক দিনে বাংলাদেশে বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী নাগরিক সফর করে গেলেন। অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য গত ৯ জানুয়ারি মধ্যরাতের পর ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে অবতরণ করেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিন গ্যাং। আফ্রিকার অনেক দেশ সফরে যাওয়ার পথে রাত ১টা ৫৮ মিনিটে তিনি ঢাকায় নামেন এবং রাত ২টা ৫০ মিনিটে ফের উড়ে যান। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ওই রাতে তার চীনা প্রতিপক্ষকে স্বাগত জানান। তারা দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এমনটাই বলা হয়েছে ১০ তারিখ সকালের ব্রিফিংয়ে।

কিন গ্যাংয়ের সফরটি এমন সময় অনুষ্ঠিত হলো যখন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল এইলিন লবাশের বাংলাদেশে অবস্থান করছেন। চার দিনের সফরে তিনি এসেছিলেন ৭ জানুয়ারি। লবাশের-এর বিদায়ের পর আসেন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক সহকারী মন্ত্রী ডোনাল্ড লু। এর বাইরেও আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল আইএমএফের কর্মকর্তা একই সময় ঢাকা সফর করেন। হাই প্রোফাইল এসব সফরের প্রতিটিই ছিল বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে চীন ও মার্কিন কর্মকর্তাদের সফর।

সবচেয়ে বেশি আলোচিত ছিলো লু'র সফরের বিষয়টি। কারণ, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, এখানকার গণতন্ত্র, বাক-স্বাধীনতা, মানবাধিকার, নির্বাচন প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের বিভিন্ন সময়ের মন্তব্য ও কর্মকাণ্ড সরকার ভালোভাবে নেয়নি। বিশেষ করে পিটার হাস যখন একজন গুমের শিকার ব্যক্তির বাসভবনে যান তখন সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, যেটি রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি মনে করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ঘটনার পর পরই পিটার আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করে এ বিষয়ে অবহিত করেন। সরকার অবশ্য বলেছে, রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কার কোনো কারণ ঘটেনি। সরকার নিরাপত্তা নিশ্চিতে সচেষ্ট আছে।

বিষয়টি নিয়ে দুই দেশের মধ্যে কিছুটা যে অস্বস্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা স্পষ্ট। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়। আরো আগে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও এর কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞাও সরকারের জন্য চরম অস্বস্তি ও বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করে। সব মিলিয়ে লু'র সফর বাংলাদেশের জন্য নাজুক একটি বিষয় ছিল। এতটাই নাজুক যে, মাসের শুরুতে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী ও পদস্থ কর্মকর্তারা মিলিত হয়ে লু'র সফরের সময় কিভাবে কী করা হবে বা কি বলা হবে সেই কৌশল ঠিক করতে বসেন। বিবিসির খবর অনুযায়ী, সে বৈঠকে ডোনাল্ড লু'র সফর এবং ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়। একই সাথে এটাও ঠিক করা হয় যে, মানবাধিকার ও গণতন্ত্র বিষয়ে সবাই অভিন্ন সুরে কথা বলবেন। এছাড়া গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো বিষয়গুলো নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে কথিত 'অপপ্রচার' রোধে একটি কমিটিও গঠন করা হয়।

সবাই একই সুরে কথা বলাটা প্রচার কৌশলের পুরোনো অনুষঙ্গ হলেও আধুনিক যোগাযোগ প্রক্রিয়ায়ও অনুসৃত। পরপর তিনজন মানুষ যদি একই কথা বলে, তাহলে পুরুৎ ঠাকুরের কাঁধের পাঁঠাও ঠিকই কুকুরে পরিণত হয়। এই গল্প বহুকাল আগের। সেখানে শতমুখে, শত চোঙ্গায় একই আওয়াজ ফোঁকা হলে ভিন্ন কোনো কণ্ঠস্বর এমনভাবে চাপা পড়ে যাবে যে, কেউ আর তা শুনতেই পাবে না; বিচার বিশ্লেষণ করা তো দূরের কথা।

যাই হোক, লু ঢাকায় এসে দুটি দিন বেশ ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন। তিনি গত শনিবার রাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে তার সরকারি বাসভবনে নৈশভোজে অংশ নেন। রোববার সকালে প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা এবং দেশের শ্রমিক নেতাদের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেন। দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন। আবার পররাষ্ট্র সচিবের মধ্যাহ্নভোজে অংশ নিয়ে তিনি শিক্ষক, গবেষক, সরকারি কর্মকর্তাসহ সুশীলসমাজের প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেন। এরপর আলাদাভাবে বৈঠক করেন আইনমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে। এসব বৈঠকে রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এবং অন্য কর্মকর্তারা ছিলেন। রোববার রাতে ডোনাল্ড লু মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসায় সুশীলসমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ওই রাতেই ঢাকা ত্যাগ করেন তিনি। বোঝা যাচ্ছে, অল্প সময়ের মধ্যে শ্রমসাধ্য কাজ করেছেন লু। কোনো দলের সাথে আলাদা করে কথা বলেননি, তবে এরই মধ্যে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথেও তার কথা হয়েছে।

ডোনাল্ডের এই সফরে কী কী বিষয় আলোচিত হবার ছিল, আমরা আগেই জেনেছি। র‍্যাবের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া, জিএসপি সুবিধা, রোহিঙ্গা সঙ্কট সমাধানে সহায়তা, যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলে (আইপিএস) সমর্থন ইত্যাদি।

কী ধারণা বা ইমপ্রেশন নিয়ে গেলেন তিনি? নিজে মুখে তেমন কিছু বলেননি। পত্র-পত্রিকার খবরে যেটুকু জানা যাচ্ছে তাতেও স্পষ্ট হয়নি কিছু। তবে বলে গেছেন, সবারই রাজনীতি করার অধিকার আছে। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান মুক্তভাবে মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা এবং একক বা সম্মিলিতভাবে চিন্তাভাবনা, মতামত জনসমক্ষে তুলে ধরার স্বাধীনতার পক্ষে। বলেন, এ দেশে সব দলের অংশগ্রহণে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেখতে চায় তার দেশ যাতে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সত্যিকারের প্রতিফলন ঘটবে। লু'র বিভিন্ন বক্তব্যের জবাবে বাংলাদেশের মন্ত্রীরা যেসব কথা বলেছেন সেগুলো পুরোনো কথা। যেমন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটি সুষ্ঠু নির্বাচন চান। 'মতপ্রকাশে কাউকে বাধা দেয়া হচ্ছে না। বিরোধী দলকে সভা সমাবেশ করার সুযোগ' তারা করে দিয়েছেন। এক কথায়, অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিশ্রুতিই মার্কিন মন্ত্রীকে শুনিয়েছেন তারা।

র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার প্রসঙ্গে লু বলেছেন, প্রক্রিয়াটি জটিল, সময় লাগবে। তবে র‍্যাবের যে উন্নতি হয়েছে, বিচারবহির্ভূত হত্যা যে একেবারেই কমে এসেছে এ কথা তিনি জেনেছেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্ট থেকে। বলেছেন, এতে প্রমাণিত, র‍্যাব মানবাধিকার রক্ষা করেও সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও আইন প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

জিএসপি পুনর্বহালের বিষয়ে জানান, মার্কিন কংগ্রেস যদি আবার এই সুবিধা চালুর সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে প্রথম তালিকায় বাংলাদেশ থাকবে। অর্থাৎ কোনো দেশকেই এখন আর জিএসপি সুবিধা দেয় না যুক্তরাষ্ট্র। মি. লু বলেন, ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল (আইপিএস) নিয়ে সরকারের সাথে চমৎকার আলোচনা হয়েছে।

সমস্যা হলো, মন্ত্রীদের কথা বাংলাদেশের মানুষ সবসময়ই নির্বিবাদে মেনে নেয়। কেন নেয় সবারই জানা। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রকে একই পাল্লায় মাপতে যাওয়া বোধ হয় খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। র‍্যাবের আচরণে উন্নতির খবর মি. লু যেমন জেনেছেন মানবাধিকার সংস্থার রিপোর্ট থেকে, তেমনি হাজারটা সূত্র তাদের আছে যেখান থেকে ঠিক তথ্যটি তারা সংগ্রহ করেন। রাষ্ট্রদূত তো আছেনই। সুতরাং আমরা অপেক্ষা করব দেশে ফিরে গিয়ে তিনি কী করছেন, সেটি দেখার।

আমাদের একজন সাবেক রাষ্ট্রদূত বিবিসি রেডিওর সাথে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে দুটো জায়গা গুরুত্বপূর্ণ। একটি হোয়াইট হাউজের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল, আরেকটি পররাষ্ট্র দফতরের সহকারী মন্ত্রীর পর্যায় অর্থাৎ ডোনাল্ড লু। তার মতে, রিয়ার অ্যাডমিরাল আইলিন লবাশের বাংলাদেশ সফরে এসে সরাসরি দেখে, বুঝে-শুনে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন। আর ডোনাল্ড লু ফিরে গিয়ে সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেবেন। অর্থাৎ মি. লু এখন লবাশেরের রিপোর্ট ও তার নিজের পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিষয়টিকে রাজনৈতিক কৌশলে রূপান্তর করবেন। সহজ ভাষায় বলা যায়, বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এখন কোন দিকে যাওয়া দরকার বা কী করণীয় সে বিষয়ে পরামর্শ তৈরিতে ভূমিকা পালন করবেন মি. লু। আশা করি, আমরা শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপ দেখতে পাবো। আমাদের সরকারের আচরণে নতুন কোনো আলামত যোগ হয় কিনা সেটাও দেখার অপেক্ষা।

তবে ডোনাল্ড লু'র বিদায়ের পরপরই গত সোমবার ধনেজনে সমৃদ্ধ ঢাকার একটি মিডিয়া হাউজের একটি 'বিশেষ লেখা' আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মিডিয়া হাউজটির বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে গোটা তিনেক দৈনিক পত্রিকা এবং একটি অনলাইন পোর্টালের সবগুলোতেই ওই 'বিশেষ লেখা' একযোগে প্রকাশ করা হয়। তাদের টেলিভিশন চ্যানেলে এটি গেছে কিনা আমাদের জানা নেই। 'শহরের ভেতর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ করুন' শিরোনামের লেখাটি যে সম্পাদক মহোদয় লিখেছেন, তিনি নিজের পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার প্রথম কলামে প্রধানমন্ত্রীর খবরের নিচে সিঙ্গেল কলাম ট্রিটমেন্টে দ্বিতীয় নিউজ আইটেম হিসাবে ছেপেছেন। আর হাউজের অন্য বাংলা দৈনিকেরও প্রথম কলামে প্রধানমন্ত্রীর খবরের নিচে সিঙ্গেল কলাম ট্রিটমেন্টে তৃতীয় নিউজ আইটেম হিসাবে ছাপা হয়েছে।

'লেখাটি' পড়ে বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি যে, এতে বাংলাদেশ সরকারের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন ঘটেছে। এটি পড়ার পর থেকে আমরা দেশের রাজনীতির ভবিষ্যৎ অভিমুখ নিয়ে সত্যি শঙ্কায় আছি। দৈনিক নয়াদিগন্ত-র সৌজন্যে

# বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র : লুর সফরে দুই দেশের সম্পর্কে নতুন গতি

দেলোয়ার হোসেন

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়াবিষয়ক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ডোনাল্ড লুর সফর ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এ সফর নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়। আমরা দেখেছি, প্রায় একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বাংলাদেশ সফরে এসেছেন। প্রথমে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ পরিচালক রিয়ার অ্যাডমিরাল এইলিন লাউবেখার। আবার ২০ জানুয়ারি আসছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক বিশেষ র‍্যাপোর্টিয়ার ফিলিপ গঞ্জালেজ। তবে আমেরিকা ও বাংলাদেশের মধ্যে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটনা ঘটে; ডোনাল্ড লুর দুই দিনের সফরে সেখান থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও এগিয়ে নেওয়ার বার্তা স্পষ্ট। বলার অপেক্ষা রাখে না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় যে সম্পর্ক শুরু হয়, তা পাঁচ দশকের অধিককালে নানা মাত্রা লাভ করে। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু ওয়াশিংটন সফর করেন। এরপর প্রায় প্রতিটি সরকারের সময়েই সম্পর্ক এগিয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য, অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছাপিয়ে যুক্তরাষ্ট্র একসময় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির বৃহত্তম বাজারে পরিণত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের আরেকটি দিক হলো, সেখানে অনেক বাংলাদেশি বাস করেন এবং রেমিট্যান্স প্রাপ্তির দিক থেকেও এক নম্বরে উঠে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) আমেরিকায় বসবাসকারী প্রবাসীরা ১৯৬ কোটি ৬৭ লাখ (১.৯৭ বিলিয়ন) ডলার দেশে পাঠিয়েছেন। আর সৌদি আরব থেকে এসেছে ১৯০ কোটি ৯১ লাখ (১.৯১ বিলিয়ন) ডলার। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক বিস্তৃত হয়ে নিরাপত্তা ও কৌশলগত দিকেও তা প্রসারিত হয়েছে। সে জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নয়, বিশ্বের অন্যান্য পরাশক্তির কাছেও বাংলাদেশের অবস্থান এখন গুরুত্বপূর্ণ। সে জন্যই আমাদের এখানে বিদেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সফর আগের তুলনায় বেড়ে গেছে। আমেরিকা তার এশীয় নীতির কারণে এবং ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজির (আইপিএস) কারণেও ঢাকার বিষয়ে মনোযোগী। তা ছাড়া দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসা এবং ধারাবাহিক উন্নয়নের কারণেও যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেকের ঢাকার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রয়েছে।

কিন্তু ডোনাল্ড লু এমন সময়ে ঢাকা সফরে এসেছেন, যখন দুই দেশের সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে কিছুটা টানাপোড়েন লক্ষ্য করা গেছে। ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র র‍্যাবের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। অনেক আগে থেকেই দেশটি নির্বাচনসহ আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নানাবিধ মন্তব্য করে আসছে। এর আগে দেশটি জিএসপি সুবিধা স্থগিত করায় পণ্যের বাজারে উদ্বেগ তৈরি হয়। সম্প্রতি নির্বাচনসহ নানা বিষয়ে তাদের মন্তব্য কিছুটা হলেও অপ্রীতিকর সংকট তৈরি করে। যে সময়ে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক শক্তিশালী হতে পারত, সেখানে কিছু অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতি তৈরির পেছনে বাংলাদেশের দায় আমরা দেখছি না। এমন নয় যে, বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতি থেকে সরে গেছে। সবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখার নীতিতে বাংলাদেশ অটল থাকার পরও সম্পর্ক টানাপোড়েনের ক্ষেত্রে দায় সংশ্লিষ্ট দেশেরই। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ বিশ্বের শক্তিধর কোনো দেশের প্রতি বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েনি, যে কারণে কারও সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হবে।

তবে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের মধ্যে যে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, সেখান থেকে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ডোনাল্ড লুর সফর ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। এ ছাড়া আরেকটি ইতিবাচক দিক উল্লেখযোগ্য। সম্প্রতি হোয়াইট

হাউসে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের নতুন রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরানের পরিচয়পত্র গ্রহণকালে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বাইডেন বলেছেন, দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সম্প্রসারণে মার্কিন প্রশাসন তাঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। তিনি গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে একটি অসাধারণ গল্প হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, জলবায়ু পরিবর্তন, মানবিক, উদ্বাস্তু, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা, সন্ত্রাস দমন, সামুদ্রিকসহ অন্যান্য নিরাপত্তা ইস্যুতে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

জো বাইডেনের ওই ইতিবাচক মন্তব্যের পর আমরা ডোনাল্ড লুর সফরেও সেই ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করছি। দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো চাপ সৃষ্টি করেছিল, সেখানেও বাংলাদেশের *বাকি অংশ ১৬ পৃষ্ঠায়*

গুণগত উন্নতির বিষয়টি এসেছে ডোনাল্ড লুর বক্তব্যে। র‍্যাবের বিষয়ে তিনি বলেছেন, র‍্যাবের বিচারবহির্ভূত হত্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে, যা বেশ অসাধারণ অগ্রগতি। এর মাধ্যমে এটিই প্রমাণ হয়, র‍্যাব মানবাধিকারকে সম্মান করে জঙ্গিবাদ দমন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কাজ করতে পারে। শ্রম অধিকার বিষয়েও বাংলাদেশের অগ্রগতির বিষয়টি ডোনাল্ড লু স্বীকার করেছেন। জিএসপি সুবিধারও ইতিবাচক বার্তা এসেছে তাঁর পক্ষ থেকে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, যখনই জিএসপি দেওয়ার অনুমোদন আসবে, বাংলাদেশ সেই তালিকায় সর্বপ্রথম এ সুবিধা পাবে। আইপিএস নিয়ে বাংলাদেশ যে সতর্ক, সেটাও তাঁর বক্তব্যে অস্পষ্ট নয়। ডোনাল্ড লু বলেছেন, এটি একটি কৌশল। কোনো ক্লাব নয় যে যোগদানের বিষয় আসছে। যুক্তরাষ্ট্র আইপিএসে আরও সম্পদ ও মনোযোগ দিতে চায়, সেই সঙ্গে বাংলাদেশেও। জো বাইডেন রাষ্ট্রদূত ইমরানের সঙ্গে যেমন রোহিঙ্গাদের বিষয় উল্লেখ করেছেন, তেমনি ডোনাল্ড লুও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসনের বিষয়েও যুক্তরাষ্ট্র তার সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছে।

বাংলাদেশের কূটনৈতিক পেশাদারিত্বের কারণেই বিশ্বে আমাদের সম্পর্ক নতুন মাত্রা পাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক তার বাইরে নয়। যুক্তরাষ্ট্র ভালো করেই জানে, বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এ অঞ্চলে তার স্বীয় স্বার্থেই বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন করতে হবে। সে জন্যই সম্পর্কের ক্ষেত্রে যাবতীয় বাধা দূর করতে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই সচেষ্ট। বাংলাদেশ সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সামরিক শক্তিও বৃদ্ধি করেছে। মিলিটারি পাওয়ার ইনডেক্সে এখন বাংলাদেশের অবস্থান ৪০তম। সেদিক থেকেও বাংলাদেশ তার গুরুত্ব বাড়াতে সচেষ্ট হয়েছে। সে জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের বিষয়টি চীন, ভারত, রাশিয়া তথা অন্যান্য পরাশক্তিও পর্যবেক্ষণ করবে। তবে এখানে উদ্বেগের কারণ নেই এ কারণে যে, বাংলাদেশ তার সফল কূটনীতির কারণে সবার সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে।

সেদিক থেকে ডোনাল্ড লুর সফর কেবল বাংলাদেশের জন্যই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। মাঝের টানাপোড়েনের উত্তরণ ঘটিয়ে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে নতুন যে মাত্রা এসেছে, তা কাজে লাগিয়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ ও কূটনৈতিক পেশাদারিত্ব বজায় রাখা হলে উভয় দেশই তাতে উপকৃত হবে।

ড. দেলোয়ার হোসেন: অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; প্রেষণে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) সদস্য হিসেবে নিয়োজিত

# Immigrant Elder Home Care LLC

# হোম কেয়ার

**Earn by taking care of your Parents, Father, Father in Law, Mother in Laws, Friends, Neighbor, Love ones and get paid weekly.**

## We Pay Highest Payment

**No training necessary and we do not charge any fee.**

**Call Today**

**Giash Ahmed**
Chairman/CEO
917-744-7308

**Nusrat Ahmed**
President
718-406-5549

**Dr. Md. Mohaimen**
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Email: giashahmed123@gmail.com
Web: immigrantelderhomecare.com

**Corporate Office**
37-05 2nd Fl, 74 Street
Jakson hights, NY 11372
718-457-0813
917-744-7308

**Jamica Office**
87-54 168th Street,
2nd Floor
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

**Long Island Office**
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11713
718-406-5549

**Bronx Office**
2148 Starling Ave,
Bronx, NY 10462
718-406-5549

**Ozone Park Office**
175B Forbell Street,
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

**Buffalo Office**
1578 Broadway Street,
Buffalo, NY 14211
718-406-5549

# সাম্প্রদায়িক হামলা ও হামলাকারীর মানসিকতা

বিনয় দত্ত

১০ টাকার জন্য সাম্প্রদায়িক হামলা! সেটাও সম্ভব হয়েছে এই দেশে। ঘটনাটি আবার ঘটেছে ১০ জানুয়ারি, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে। দিবসটি পালনে মাতোয়ারা দেশ, সন্ধ্যায় জানা যায়, বরিশালে সাম্প্রদায়িক হামলা।

ঘটনা কী?

২০২৩ সালের ১০ জানুয়ারি। সময় সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টা। বরিশালের ডিসি মার্কেটের (হাজী মুহম্মদ মহসিন হকার্স মার্কেট) ঘোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার।

প্রতিদিনের মতো সকালের নাস্তা করে বরিশাল হাজী মোহাম্মদ মহসীন হকার্স মার্কেটের একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী সৌরভ ঢালী। নাস্তা করে তিনি ৩০ টাকা দিয়ে চলে যেতে চান। কিন্তু, ঘোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কর্মচারী বলেন, দধি-চিড়ার দাম ৪০ টাকা।

এ নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ওই দোকানের কর্মচারীদের সঙ্গে সৌরভের হাতাহাতি হয়।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সৌরভ দাবি করেছেন,ওকথা কাটাকাটির একপর্যায়ে ভবতোষ ঘোষ ভানু আমার গায়ে হাত তোলে। এমনকি তার কর্মচারীও আমাকে মারধর করে। পরে আমি পুরো বিষয়টি আমার মার্কেটের ব্যবসায়ীদের জানাই। তারা আমাকে মারধর করার কারণ জানতে চাইলে তাদের ওপরও হামলা চালানো হয়।

অভিযোগের বিষয়ে ভবতোষ ঘোষ ভানু বলেন,ওনাশতার বিল ৪০ টাকা। আমাদের তালিকায় এটা লেখা আছে। তবে সৌরভ ঢালী মিথ্যা বলে আমাদের ৩০ টাকা বিল দিতে চেয়েছিল। তা নিয়ে ওই ব্যক্তি আমার কর্মচারীদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। এ নিয়ে মারামারি হয়েছে, তবে ধর্ম অবমাননার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি। বরং তারা আমার হোটেলের আসবাব ও অন্য মালামাল ভাঙচুর করেছে। এখন নিজেদের দোষ এড়াতে ঘটনা ভিন্ন খাতে নেওয়ার জন্য ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে অপপ্রচার করা হচ্ছে (প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০২৩)

এই বক্তব্য পড়ে ঘটনাটি আরও গভীর থেকে জানার চেষ্টা করি। কেন ১০ টাকার জন্য এত বড় মাপের হামলা হলো তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি।

খুঁজে পাই জঘন্য মানসিকতার সন্ধান।

মিষ্টির দোকান থেকে বের হয়ে সৌরভ ঢালী প্রচার করেন, তার দাড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ধর্ম, ধর্মীয় অনুভূতি, পোশাক, বেশভূষা নিয়ে মানুষের আবেগ বা উগ্রতা স্বভাবতই তীব্র। সেখানে কেউ যখন প্রচার করেন যে তার দাড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, তখন সেই আবেগ আরও তীব্রতর হয়। সেটাই হয়েছে বরিশালে।

অন্যথায়, ১০ টাকার জন্য কেউ কারো দোকানে হামলা করবে এটা বিশ্বাসযোগ্য না।

সবচেয়ে বড় কথা, যেভাবে ভবতোষ ঘোষের দোকানে হামলা চালানো হয়েছে, তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট যে এটা আসলে ১০ টাকার জন্য হামলা না। এটা হয়তো অনেকদিনের পরিকল্পনার অংশ, না হয় ঘোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের বিক্রি কমানো বা বন্ধ করে দেওয়ার কূটকৌশল।

এই পরিকল্পনাকে বলা হয় লক্ষ্যভিত্তিক আক্রমণ বা হামলা। এমন ঘটনা এ দেশে এটাই প্রথম নয়। আগেও দেখেছি। শিক্ষক হৃদয় মণ্ডল বা আমোদিনী পালকেও এভাবেই লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল, বিপদে ফেলা হয়েছিল।

প্রশ্ন হলো, কেন মানুষ লক্ষ্যভিত্তিক আক্রমণ করে?

এটা সবচেয়ে আদিমতম উপায়। এই উপায় মানুষ তখনই বের করে, যখন দেশে সেই অপরাধ করলে শাস্তি হয় না। ২০ বছরে এই দেশে যত সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে, তার কি বিচার হয়েছে? আরও বড় পরিসরে বললে, ৫০ বছরে দেশে যত সাম্প্রদায়িক হামলা হয়েছে, তার কি বিচার হয়েছে? হয়নি।

২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর। কুমিল্লায় যে সাম্প্রদায়িক হামলা হয়, তার বিচার কিন্তু হয়নি। উল্টো অভিযুক্ত ইকবালকে পাগল প্রমাণে সবাই উঠে পড়ে লেগেছে। শুধু ইকবাল নয়, তারও আগে যত ঘটনা ঘটেছে তারও বিচার হয়নি। এই যে বিচার হয় না, এটা সবাই জানে। তাই মানুষ মিথ্যা বলার সাহস সঞ্চয় করে।

ধর্ম, ধর্মীয় অনুভূতি, পোশাক, বেশভূষা বিষয়ক ঘটনার ক্ষেত্রে আক্রমণকারীরা হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তখন উগ্রতায় অন্ধ হয়ে এই ধরনের কাজ করেন। বরিশালের ঘটনায় গণমাধ্যম বলছে, বিভিন্ন স্থানে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন মুসলমানদের মারধর করে দাড়ি ছিঁড়ে ফেলেছে। এমন গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর পরিস্থিতি হঠাৎ জটিল আকার ধারণ করে। মহসিন মার্কেটের ব্যবসায়ীরা ছাড়াও চারপাশের এলাকা থেকে কয়েকশ মানুষ এসে পুরো এলাকা অবরুদ্ধ করে ফেলে।

এসব ঘটনা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগে না। দ্রুত এক জায়গা থেকে সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত সাম্প্রদায়িক হামলার ঘটনায় একপক্ষ সুবিধা নেয়, আরেকপক্ষ হামলা থামানোর চেষ্টায় নামে। এইখানেও তা হয়েছে।

এ ঘটনার খবর পেয়েও স্থানীয় তৌহিদী জনতার ব্যানারে বিক্ষুব্ধ লোকজন সেখানে জড়ো হয়ে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ তুলে ঘোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের সামনের সড়ক অবরোধ করেন। এর একপর্যায়ে বিক্ষুব্ধ লোকজন ঘোষ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে ভাঙচুর ও কর্মচারীদের মারধর করে। (প্রথম আলো, ১০ জানুয়ারি ২০২৩)

এই তৌহিদী জনতা কিন্তু গোটা বরিশালে খুবই সক্রিয়। এর আগে ২০১৯ সালের অক্টোবরে ভোলার বোরহানউদ্দিনে মিথ্যা ফেসবুক পোস্টকে কেন্দ্র করে হামলা চালিয়েছিল তৌহিদী জনতা। সেই পোস্ট নিয়ে তখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে দুঃখও প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন হলো, এইভাবে আর কতদিন? ২০২৩ সালের প্রথম সাম্প্রদায়িক হামলা এটি। প্রতি বছর অসংখ্য সাম্প্রদায়িক হামলা হয়, যার বিচার কখনো হয় না। আর বিচার হবে, সেই আশাও করা যায় না। সংকট হলো, মানুষের আস্থা বা বিশ্বাস ভেঙে যাওয়া।

সৌরভ ঢালী তার জ্ঞানবুদ্ধিতে যেভাবে বাংলাদেশকে দেখেছেন, সেভাবেই কাজ করেছেন। তার মাথায় এই যে সাম্প্রদায়িক বিষ, তা নিশ্চয় একদিনে তৈরি হয়নি। ঘটনার পরিক্রমা প্রতিনিয়ত অসংখ্য সৌরভ ঢালী তৈরি করে।

সৌরভ ঢালীর মিথ্যাচারে একটা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান মুহূর্তেই ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, ভবতোষ ঘোষের অনেক দিনের কষ্টে দাঁড়ানো প্রতিষ্ঠান ভেঙে যায়। এই কষ্ট কি তার কোনোদিন লাঘব হবে? এই ঘটনার পর সৌরভ ঢালীর যে সাহস সঞ্চয় হলো, তা হয়তো সে আরও অনেক জায়গায় ব্যবহার করবে।

সৌরভ ঢালী জানে, এ দেশে মিথ্যা বলে বা ধর্মীয় অনুভূতির আঘাত হেনেছে বলে অনেক বড় বড় অপরাধ করা সম্ভব। আর রাষ্ট্র সৌরভ ঢালীদের বিচার করতে ভয় পায়। তাই তাদের গ্রেপ্তার না করে ভবতোষ ঘোষদের গ্রেপ্তার করা হয়। ঝুমন দাশ বা রসরাজদের গ্রেপ্তার করা হয়। এভাবে কি একটা রাষ্ট্রে অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরি সম্ভব? এভাবে কি অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়া সম্ভব?

আপনি হয়তো এটাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলবেন, কিন্তু ভবতোষ ঘোষ কি তা বিচ্ছিন্ন বলবে? তার মন কি সায় দেবে আবার সবকিছু ঠিক করে ব্যবসা পরিচালনা করার?

বিনয় দত্ত; কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক; দ্য ডেইলি স্টারের সৌজন্যে

# বই ও বই বিক্রেতা, বইমেলার স্টল এবং শুদ্ধ ইতিহাস

কাকন রেজা

বই নিয়ে কী চলছে বলুন তো! বইমেলায় স্টল বরাদ্দ নিয়ে কথা উঠেছে। ভিন্নমতের বই প্রকাশের জন্য আদর্শসহ অন্তত আরো একটি প্রকাশনী তাদের স্টল বরাদ্দ না পাবার কথা বলেছে প্রকাশ্যে। কেউ কেউ হয়তো অপ্রকাশ্যে বলেছে। একজন বই বিক্রেতা নিখোঁজ হয়েছেন। আমি যখন লিখছি তখন নিখোঁজের পঞ্চম দিন। মোল্লা জাফর নামে পরিচিত যিনি। স্রেফ একজন ব্যবসায়ী। যিনি বই বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। জানামতে তিনি এমন কোনো বড় লেখক বা এক্টিভিস্ট নন। বই বিক্রি যতদূর জানি এখনো অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়নি। অন্তত লিখিত আদেশে নয়। অলিখিত কিছু থাকলে সেটা আমাদের মতন আমজনতার জানার কথা না। অবশ্য বইও অনেক সময় কারো বিপদের কারণ হতে পারে। বই মানুষের চোখ খুলে দেয়। চিন্তার অন্ধত্ব দূর করে। সেক্ষেত্রে অনেক কিছুই লুকিয়ে রাখা বা করা সম্ভব হয় না।

ইতিহাস পাঠের কথাই বলুন। বই পড়েই এ ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব। বই সহজলভ্য হয়ে গেলে এই যে পাঠ্য বইয়ে ভুলভাল কথা ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে, তা যে সঠিক নয় তা মানুষ জানতে পারে। মানুষ জানতে পারে পাঠ্যবইয়ে ছাপানো নালন্দা ধ্বংসের ইতিহাস ভুল। সেটা বখতিয়ার খিলজি করেননি, করেছেন খোদ সেন রাজারাই। আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভবের সঠিক ইতিহাসও জানতে পারে নতুন প্রজন্ম বই থেকেই। অনেকের চাপাবাজি ফিকে হয়ে যায় বইয়ের কালো অক্ষরের শক্তিতে। কী কারণে আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম, কেন নির্বাচনে জিতেও ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি, এসব সবই জানা সম্ভব হয় তরুণ প্রজন্মের। আর এটা জানলে চাপিয়ে দেয়া সকল ইতিহাসই বাতিল হয়ে যায়। এসব কারণেও বই কারো কারো কাছে অস্ত্রের চেয়েও বিধ্বংসী হয়ে ওঠে। এরই প্রেক্ষিতে বই বিক্রেতাও কারো অপছন্দের কারণ হতে পারেন। ভিন্নমতের বই হলে তো কথাই নেই। সেই প্রকাশনীর স্টল বরাদ্দ না পাওয়াটাই স্বাভাবিক।

জানি না, বই বিক্রেতা নিখোঁজ হবার কারণ। জাহেরি অবস্থায় তার কোনো দোষ মানুষের লেখায় ও কথায় জানতে পারিনি। অনেকেই সামাজিকমাধ্যমে তার খোঁজ চেয়ে পোস্ট দিয়েছেন। যারা দিয়েছেন তাদেরও জাহেরের দিকটা জানা ছাড়া, বাতেনের মানো গুপ্ত দিকটা জানা সম্ভব নয়। জানার কৌশল ও প্রক্রিয়া তাদের নেই। তাদের অনেকেই বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার সাথে যুক্ত থাকলেও সামর্থ্যের সাথে যুক্ত নন। সামর্থ্যের সাথে ক্ষমতা সম্পূরক বলেই তাদের পক্ষে অজানা রয়ে যায় এমন নিখোঁজের কারণগুলো। যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা জানান এর কারণ এবং তাই সবাইকে মেনে নিতে হয়। যেহেতু বিকল্প আর কোনো উপায় নেই।

খবরের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টচেকের একটা ব্যাপার রয়েছে। কোন খবরটা সত্যি, কোনটা মিথ্যা তা একটু চেষ্টা করলেই জানা সম্ভব। ইতিহাসের অনেক ক্ষেত্রেই বইয়ের বিকল্প নেই। সে যা কিছুর ইতিহাসই হোক না কেন। সুতরাং বই কিংবা বই বিক্রেতা কারো জন্য ফ্যাক্টর হয়ে উঠতেই পারে। সত্যজিত রায় তার হিরক রাজার দেশে পড়াশোনার গুরুত্বের বিষয়টি সে কারণেই মানুষের বোধে আনতে চেয়েছেন। যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, তত কম মানে। অ্যাস্টাব্লিশমেন্টের বিপদটা এখানেই। সত্যজিত রায় একথাই জানাতে চেয়েছেন হিরক রাজার বয়ানে। হিরক রাজা বলেন, বিদ্যা লাভে লোকসান, নাই অর্থ নাই মান। অর্থাৎ বই পড়াকে নিরুৎসাহিত করাকেই হিরক রাজা টিকে থাকার মন্ত্র হিসেবে নিয়েছিলেন।

যাকগে, এসব আলোচনা থাক। অনেকে আবার বলবেন, ধান ভানতে শিবের গীত। তারচেয়ে মানুষ নিখোঁজ না হোক। নিখোঁজ যারা তারা ফিরে আসুক। নিখোঁজ সন্তানের সন্ধানে আহাজারির খবর তো প্রতিনিয়ত দেখছি। নতুন করে খবরে দেখলাম, বাবা-মা ছেলের কবর খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

এই অবস্থার অবসান হোক। কেউ অপরাধ করলে আইনানুযায়ী আদালতে সোপর্দ করা হোক। বিচারের স্বাভাবিক ও স্বীকৃত প্রক্রিয়া চালু থাকুক। সাথে বইমেলাসহ যে কোনো সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডে মুক্তমতের চর্চা অব্যাহত থাকুক। ভিন্নমত বলে যেন কাউকে হেনস্তা না করা হয়। এই তো, আপাতত তো এই চাওয়াই।

কাকন রেজা : লেখক ও সাংবাদিক।

## বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূতকে অস্ট্রিয়ার 'না', একটি চিঠি, নানা আলোচনা

১৮ পৃষ্ঠার পর

সচিব বলেন, বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়াতে হয়তো তারা চিঠির জবাব দিবে না। আমরাও নতুন নাম পাঠিয়ে এখনই তাদের বিরক্ত করবো না । চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স দিয়ে মিশন চালাতে অসুবিধা হচ্ছে না বলেও দাবি করেন তিনি। এদিকে দূত নিয়োগে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাফাই চিঠি লেখার ঘটনা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেন একাধিক সাবেক পররাষ্ট্র সচিব। সদ্য সাবেক পররাষ্ট্র সচিব মো. শহিদুল হক চিঠির বিস্তারিত শোনার পর এ নিয়ে কোনো মন্তব্য নেই বলে জানান। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব শমসের মবিন চৌধুরী বলেন, আমার ৩২ বছরের সার্ভিস জীবনে এমন চিঠি দেখিনি। এটা নজিরবিহীন ঘটনা।

ভিয়েনা কনভেনশন মতে রাষ্ট্রদূত প্রত্যাখানের কারণ জানাতে বাধ্য নয় রিসিভিং কান্ট্রি

পেশাদার কূটনীতিকরা বলছেন, প্রস্তাবিত রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান- একান্তই রিসিভিং কান্ট্রির এখতিয়ার। এ সংক্রান্ত প্রস্তাব (এগ্রিমো) প্রেরণ এবং প্রতি উত্তর পাওয়ার প্রচলিত প্রক্রিয়া রয়েছে। যা ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী নির্ধারিত। গ্লোবালি এটাই প্র্যাকটিস। এগ্রিমো পাঠানো এবং প্রতি-উত্তরের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ গোপনীয়তার সঙ্গে করা হয়ে থাকে, কারণ এতে সেন্ডিং এবং রিসিভিং কান্ট্রির ভাবমূর্তির প্রশ্ন জড়িত। ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোমেটিক রিলেশন্স-১৯৬১ এর ধারা ৪(২)-এ বলা রয়েছে- কোনো রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণে অস্বীকৃতির (এগ্রিমো প্রত্যাখ্যান) কারণ জানাতে রিসিভিং কান্ট্রি বাধ্য নয়। সূত্র বলছে, গত জুলাই মাস থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিয়েনা মিশনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের পদটি শূন্য। সেখানে পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে ক্যারিয়ার ডিপ্লোমেট মো. তৌহিদুল ইসলামকে নিয়োগের প্রস্তাব (এগ্রিমো) করে বাংলাদেশ সরকার। জুলাই মাসের শেষে অথবা আগস্টের শুরুতে ওই প্রস্তাব যায়। এটি গ্রহণে যাতে অস্ট্রিয়া সরকার রাজি হয় সেজন্য যথোপযুক্ত কূটনৈতিক চ্যানেলে দফায় দফায় যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু একটা পর্যায়ে মনে হয় ভিয়েনা প্রস্তাবিত বাংলাদেশ দূতকে গ্রহণে রাজি নয়। এ অবস্থায় নতুন নাম পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু না, বিষয়টিতে নজিরবিহীনভাবে যুক্ত হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি দেশটির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের তাগিদ দেয়া ছাড়াও একটি সাফাই চিঠি লিখে বসেন। যাতে উভয় পক্ষই বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়ে।

মন্ত্রীর চিঠিতে যা বলা হয়েছে-

চিঠিতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন অস্ট্রিয়ার ফেডারেল মিনিস্টারকে লিখেন- মহোদয়, আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, অস্ট্রিয়াতে পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসেবে মো. তৌহিদুল ইসলামকে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। বিষয়টি আপনার বিবেচনায় রয়েছে। তার নিয়োগ প্রস্তাব (এগ্রিমো) দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সম্মানের সঙ্গে নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলো তুলে ধরছি- মন্ত্রী লিখেন- বহুপক্ষীয় এবং দ্বিপক্ষীয় কূটনীতিতে অভিজ্ঞ তৌহিদুল ইসলাম বাংলাদেশের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কূটনীতিকদের অন্যতম। এ জন্য অস্ট্রিয়ার জন্য তাকে বাছাই করা হয়েছে। নিউ ইয়র্কে তিনি আমাদের জাতিসংঘ মিশনে দীর্ঘ চার বছর আমার সঙ্গে (মন্ত্রী মোমেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি থাকাকালে) কাজ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাকে দক্ষ এং সফল কূটনীতিক হিসেবে আমি নিজে তত্ত্বাবধান করেছি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে কূটনীতিতে পোস্টগ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করা তৌহিদুল ইসলাম বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন পরীক্ষায় তার ব্যাচে প্রথম। মিশন প্রধান হিসেবে একজন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন দেয়া বাংলাদেশে একটি বিশাল কাজ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নৈতিকতা, বুদ্ধিবৃত্তিক, ব্যক্তিগত আচরণ এবং সার্ভিস রেকর্ডে বড় রকম পরীক্ষায় পাস করতে হয়। তা তত্ত্বাবধান করে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বডি এবং সরকারের এজেন্সিগুলো। এর সব বাধা পাস করার পর রাষ্ট্রদূত তৌহিদ ইতালি এবং চীনে মিশন প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। গত দুই বছর ধরে তিনি সিঙ্গাপুরে হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

সামাজিক ও মূলধারার মিডিয়াকে পুঁজি করে বাংলাদেশে যে কেউ যে কারও বিরুদ্ধে বেপরোয়াভাবে অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন। অতীতে এসব মিডিয়া প্রপাগাণ্ডার শিকার হয়েছেন আমাদের অনেক কর্মকর্তা। যাই হোক, এসব অভিযোগের প্রতিটিই মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় প্রক্রিয়ায় পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হয়েছে। তাতে যদি দেখা যায় ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ অসত্য এবং ভিত্তিহীন, তাহলেই তাকে পুনর্বাসন করা হয়।

পেশাদার কূটনীতিক হিসেবে জনাব তৌহিদও একই রকম জোরালো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন, তার বর্ণিল ক্যারিয়ারে সব বাধা অতিক্রম করেছেন। তাকে ডিরেক্টর (জাতিসংঘের ডি-১ র‍্যাংকের সমতুল্য) পদ থেকে ডিরেক্টর জেনারেল (ডি-২) হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে তাকে চীন ও সিঙ্গাপুরে মিশন প্রধান করা হয়। তাই আমি তার উচ্চ নৈতিকতা ও আচরণের বিষয়ে নিশ্চিত। বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ ও অস্ট্রিয়া উভয়ের মঙ্গলের জন্য তিনি ভিয়েনাতে উত্তম একজন রাষ্ট্রদূত হবেন।

অস্ট্রিয়াতে রাষ্ট্রদূত তৌহিদ সম্পর্কে আর কোনো তথ্য প্রয়োজন হলে আমি যেকোনো সময় আনন্দের সঙ্গে তা সরবরাহ করবো। এমন একজন প্রতিশ্রুতিশীল রাষ্ট্রদূতকে সুযোগ দেয়ার জন্য আপনার সদয় নির্দেশনার দিকে তাকিয়ে আছি, যাতে তিনি প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এবং অস্ট্রিয়াতে স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সম্মানের সঙ্গে কাজ করতে পারেন। দৈনিক মানবজমিনের সৌজন্যে

# Immigrant Elder Home Care LLC.

# হোম কেয়ার

## ঘরে বসেই প্রিয়জনকে সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

## $২২ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শশুড়-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

**নিম্মি নাহার,** ভাইস প্রেসিডেন্ট

মোবাইল

৬৪৬-৯৮২-৯৯৩৮, ৯২৯-২৩৮-২৪৫৭

Jamaica Office
87-54 168 Street
Jamaica, NY 11432

২য় তলায় ২০৪ নম্বর রুম

ই-মেইল: nimmeusa@gmail.com
Web. immigrantelderhomecare.com

# বারী সুপার মার্কেট

1412 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
Tel: 347-810-0087, 646-427-4867

পার্টি হলে বুকিং নেওয়া হচ্ছে

HALAL حلال FOOD

WE ACCEPT EBT

আমারা ইবিটি ও ফুড ষ্ট্যাম গ্রহণ করি

Munmun Hasina Bari
Chairman
Bari Supermarket

ria Money Transfer
দ্রুত ও নিরাপত্তার সাথে টাকা পাঠানো হয়

## আপনজনদের সেবা করে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিন

# বারী হোম কেয়ার

Passion of Seniros of NY Inc.
Your Health Our Care

চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন

কাজ করার জন্য কোন ট্রেনিং বা সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই

মাসিক ৮০০ ডলার বাড়ী ভাড়ার সুযোগ।
মাসিক ১৭০ ডলার OTC কার্ড এর সুযোগ (CenterLight MLTC)
ফ্রি মোবাইল ও আই প্যাড এর সুযোগ।

. নিউ ইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের সিডিপেপ একটি নতুন প্রোগ্রাম এর আওতায় আপনি ঘরে বসে আপনার পরিবারের সদস্য বা প্রিয়জনের সেবা করে প্রতি সপ্তাহে আয়ের সুবর্ণ সুযোগ নিতে পারেন। এটি একটি সহজ পদ্ধতি। আমরা আপনার হয়ে সমস্ত কাজ করে আয়ের সুযোগ করে দিব।

. আপনার প্রিয়জনের সেবার সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে। এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

. আপনজনদের আর একা থাকতে হবে না, আমরা আছি আপনাদের সেবায়।

. হোম কেয়ার সুবিধা পেতে আমরা কোন চার্জ করি না
. কেয়ারগিভাররা অবকাশ ও অসুস্থতার জন্য পেইড লিভ পেয়ে থাকেন
. আমরা মেডিকেইড/ স্ন্যাপ/ ফুড স্ট্যাম্প নতুন করে আবেদন এবং নবায়নের জন্য সাহায্য করে থাকি।

Asef Bari (Tutul)
C.E.O.

**Jackson Heights Office:**
37-16 73rd St, 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

**Jamaica Office:**
169-06 hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

**Bronx Office:**
2113 Starling Ave.
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel: 718-319-1000

**Buffalo Office**
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

**Long Island Office:**
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

**Ozone Park Office:**
33 101 Ave,
Brooklyn, NY 11208
Tel: 718-942-5554

**Brooklyn Office:**
509 Mcdonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-240-6566
Cell: 347-777-7200

**Buffalo Office:**
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

**CALL US TODAY:**
718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581

info@barihomecare.com www.barihomecare.com

## প্রেমের সম্পর্ক গোপন রাখবেন যেভাবে

৪৮ পৃষ্ঠার পর

আপনি কেন প্রেমের সম্পর্কের কথা প্রকাশ করতে চান না এটি আপনার পছন্দ। তবে যদি চান গোপন রাখতে, কীভাবে রাখবেন তা জেনে নিন-

ছবির বিষয়ে সতর্কতা : সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে সবার সঙ্গে আপনার ছবি পোস্ট এবং শেয়ার করা খুবই লোভনীয় একটি বিষয়। কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এর পরিণতি সম্পর্কে ভাবতে হবে। বন্ধু, পরিবার এবং সহকর্মীদের কাছে ভাইরাল হওয়ার জন্য আপনাদের একটি ছবিই যথেষ্ট। এটি ডাউনলোড করা যায়, স্ক্রিনশট সহজে নেওয়া যায়। ছবি তুলুন কিন্তু তা নিজের কাছেই রাখুন। যখন আপনি সম্পর্কটির কথা প্রকাশ করতে চান তখনই কেবল সেগুলো পোস্ট করতে পারবেন।

এড়িয়ে চলুন : যদিও এটি কঠিন কিন্তু আপনাকে জনসমক্ষে একে অপরের হাত থেকে দূরে রাখতে হবে। আলিঙ্গন, চুম্বন বা হাত ধরা- কোনোটাই করা যাবে না। দুজনের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখুন। কারণ দুজনকে একসঙ্গে দেখলে কারও না কারও মাধ্যমে সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ পেতে পারে।

ফোনে নাম পরিবর্তন : আপনি যদি সম্পর্কের বিষয়টি গোপন রাখতে চান তবে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটি আসলে কী! ফোনে একে অপরের নাম পরিবর্তন করে নম্বর সেভ রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার দুজনের মধ্যে যে কিছু তৈরি হচ্ছে তা আপনি কীভাবে আড়াল করতে পারবেন? আপনি ইতিমধ্যেই তার নাম পরিবর্তন করে ফোনে সেভ করেছেন, এটি কিন্তু সেই ইঙ্গিতই দেয়!

কথা বলায় নিয়ন্ত্রণ রাখুন : কোনো আড্ডা বা পার্টিতে হয়তো তিনি অনুপস্থিত আছেন, এদিকে সেখানে উপস্থিত থাকা আপনি তাকে খুবই মিস করছেন। তাই আড্ডা কিংবা গল্পের ফাঁকে তার নাম বলে ফেলা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু আপনি যেহেতু সম্পর্কটি গোপন রাখতে চাইছেন তাই কথা বলায় নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। আপনি মুখ ফসকে তার নাম বলে ফেলতে যাবেন না যেন, এতে বিভিন্ন প্রশ্নের জন্ম হতে পারে।

দুজনই একই পথে থাকুন : সম্পর্কের বিষয়টি আপনি গোপন রাখছেন কিন্তু আপনার সঙ্গীও কি তা করছেন? আপনারা দুজন একই পথের পথিক তো? নিশ্চিত হোন যে আপনার সঙ্গীও একইভাবে সবকিছু গোপন রাখছেন এবং যা ঘটছে তা আপনাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

## হজের খরচ কমল ৩০ শতাংশ

৪৮ পৃষ্ঠার পর

গত সপ্তাহে সৌদির হজ মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, দেশটির স্থানীয় মুসল্লিরা চাইলে তিন ভাগে হজ প্যাকেজের অর্থ পরিশোধ করতে পারবেন। আগে পুরো অর্থ একসঙ্গে পরিশোধের নিয়ম ছিল।

এ জন্য হজ পালনে আগ্রহীদের আগে নিবন্ধন করতে হবে। এরপর ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বাছাই করা প্যাকেজের ২০ শতাংশ অর্থ পরিশোধ করে নিজের স্থান নিশ্চিত করতে হবে। এরপরের ৪০ শতাংশ অর্থ ২৯ জানুয়ারির মধ্যে ও শেষ ৪০ শতাংশ অর্থ ২৩ জানুয়ারির মধ্যে দেওয়া যাবে।

প্রতিটি কিস্তির অর্থ পাওয়ার পর একটি করে রসিদ দেওয়া হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধের পর হজ প্যাকেজটি নিবন্ধন করা মুসল্লির জন্য নিশ্চিত করা হবে। অন্যথায় নিবন্ধনটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রতি বছর সৌদি আরবের পবিত্র মক্কায় ২৫ লাখ মানুষ হজ পালন করতে যান। কিন্তু ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে মাত্র ১০ হাজার জনের মতো মুসল্লি হজে যান।

তবে ২০২১ সালে সৌদি আরবে অবস্থানরত ৬০ হাজার মুসল্লি হজ পালনের সুযোগ পান। গত বছর বিদেশিসহ ১০ লাখ মানুষ হজ পালন করেছিলেন। আশা করা হচ্ছে চলতি বছর মুসল্লিরা কোনো বিধি-নিষেধ ছাড়াই হজ পালনের সুযোগ পাবেন।

## আতঙ্কে ঢাকার ডলার ব্যবসায়ীরা, বেচাকেনায় ভাটা

৪৮ পৃষ্ঠার পর

তথা খোলাবাজারে বৈদেশিক মুদ্রা বেচাকেনায়। বিদেশগামী যাত্রীরা ডলার কিনতে পারছে না। বিদেশফেরতরাও মানি এক্সচেঞ্জে এসে ডলার বিক্রির সাহস পাচ্ছে না। গত কয়েকদিন ধরে সিআইডি'র অভিযানে বেশকিছু বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসায়ী আটকের পর এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের কারণে বৈধ ও অবৈধ দু'ধরনের মুদ্রা ব্যবসাতেই ভাটা পড়েছে। জব্দের ভয়ে ব্যবসায়ীরা ডলার বের করছেন না। রাজধানীজুড়ে ডলার সরবরাহের যে নেটওয়ার্ক তা ভেঙে পড়েছে।

এভাবে চলতে থাকলে ডলারের দাম আরও বেড়ে যাবে। সম্প্রতি অবৈধভাবে ডলার বেচাকেনার খবর পেয়ে রাজধানীর ৫টি এলাকায় বিভিন্ন মানি এক্সচেঞ্জে অভিযান চালিয়ে ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। তাদের কাছ থেকে ১ কোটি ১১ লাখ ১৯ হাজার ৮২৬ টাকা সমমূল্যের ১৯টি দেশের মুদ্রাসহ ১ কোটি ৯৯ লাখ ৬১ হাজার ৩৭৬ টাকা জব্দ করা হয়। গত বুধবার সিআইডি'র সদর দপ্তরে এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, দেশে বৈধ এক্সচেঞ্জ আছে ২৩৫টি। এর বাইরে প্রায় ১ হাজার অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জ সারা দেশে রয়েছে। এই এক্সচেঞ্জগুলো দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে ব্যবসা চালিয়ে আসছিল বলে সিআইডি'র কাছে অভিযোগ রয়েছে।

একেকটি অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠান দৈনিক প্রায় ৭৫ লাখ টাকা লেনদেন করে বলে সিআইডি জানিয়েছে। গতকাল রাজধানীর বেশ কয়েকটি মানি এক্সচেঞ্জ ঘুরে ডলার পাওয়া যায়নি। হোটেল শেরাটনের তিতাস মানি এক্সচেঞ্জ, ডায়মন্ড মানি এক্সচেঞ্জ, বসুন্ধরা শপিং সেন্টারের মিয়া মানি এক্সচেঞ্জ, কলাবাগানের এসকেএফ মানি এক্সচেঞ্জসহ মতিঝিলের বেশ কয়েকটি মানি এক্সচেঞ্জে ডলার কেনা কিংবা বিক্রির প্রস্তাব দিলে তারা রাজি হননি। তবে বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী স্বীকার করেছেন তাদের কাছে ডলার থাকলেও পুলিশি হয়রানির ভয়ে তারা বের করছেন না। বিশ্বস্ত ক্লায়েন্টদের সঙ্গে তারা গোপনে লেনদেন করছেন। দিলকুশা এলাকার দোহার মানি এক্সচেঞ্জ কোম্পানির চেয়ারম্যান মো. মুরাদ হোসেন বলেন, ব্যবসায়ীরা আতঙ্কে রয়েছেন। অবৈধ কিংবা বৈধ ব্যবসায়ী সবাই আতঙ্কে। বাজারে ডলার বিক্রি হচ্ছে না বললেই চলে। গত দু'দিন যাবৎ এই অবস্থা। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, বিদেশ ভ্রমণের সময় জনপ্রতি সর্বোচ্চ ১২ হাজার ডলার বিদেশে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি আছে। তবে এর পুরোটা নগদ বা নোট আকারে নেয়া যাবে না। নগদ বা নোট আকারে জনপ্রতি একবারে সর্বোচ্চ ৫ হাজার ডলার নেয়া যাবে। বাকি ৭ হাজার ডলার পর্যন্ত অর্থ ইন্টারন্যাশনাল কার্ডের মাধ্যমে নেয়া যাবে।

একজন ব্যক্তি বছরে সর্বোচ্চ ১২ হাজার ডলার পর্যন্ত পাসপোর্টে এনডোর্স করে নিতে পারবেন। চিকিৎসা বা শিক্ষার মতো বিশেষ প্রয়োজনে বেশি পরিমাণ ডলার নেয়ার প্রয়োজন হলে যৌক্তিক কারণের উপযুক্ত নথি জমা দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নিতে হবে। বিদেশ ফেরতের সময় বাংলাদেশের নাগরিকরা যেকোনো অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা বা ডলার সঙ্গে করে নগদে বা কার্ডে করে আনতে পারবেন। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ হাজার ডলার নগদে আনতে কোনো ঘোষণা দেয়ার দরকার নেই। তবে ১০ হাজার ডলারের বেশি বৈদেশিক মুদ্রা নগদে আনলে এফএমজি ফরমে বন্দরেই ঘোষণা দিতে হয়। এরপর চাইলে সঙ্গে আনা নগদ ডলারের সর্বোচ্চ ১০ হাজার ডলার নিজের জিম্মায় রাখা যায়। এর বেশি হলে সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে অনুমোদিত ব্যাংক বা মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দিতে হবে। তবে চাইলে রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট (আরএফসিডি) অ্যাকাউন্ট খুলে অতিরিক্ত ডলার ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় রাখার সুযোগ আছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ী বলেন, সরকারের নজরদারির পর মানি এক্সচেঞ্জগুলো সতর্কতার সঙ্গে লেনদেন করছে। তারা গ্রাহকদের পাসপোর্ট না থাকলে লেনদেন করছে না। কিন্তু প্রভাবশালীদের চাপে পড়ে অনেক সময় তারা নিয়ম ভাঙতে বাধ্য হচ্ছে। আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে তারা একরকম জোর করেই ডলার নিয়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থা তাদের প্রতিবেদনে বলেছে, মানি এক্সচেঞ্জগুলোতে যেসব লেনদেন হয় তার বড় অংশই বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। ২০২২ সালের মাঝামাঝি সময়ে ডলার নিয়ে অস্থিরতার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র জানিয়েছিলেন, দেশে অনুমোদিত ২৩৫টির বাইরে আরও ৭ শ'র মতো মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠান অনুমোদন ছাড়াই কার্যক্রম চালাচ্ছে। ওই সময় সিইআইডি মানি এক্সচেঞ্জের বিরুদ্ধে অভিযানে নামার কথাও জানিয়েছিল।সুত্র মানবজমিন

## বাবা নয়, মায়ের জন্যই সন্তান বুদ্ধিমান হয় - গবেষণা

৪৮ পৃষ্ঠার পর

সঙ্গ, ছোঁয়া, আবেগ শিশুর আইকিউ উন্নত করে।

একজন শিশুর বুদ্ধিমত্তা নির্ভর করে তার মায়ের জিনের ওপর। সেখানে বাবার জিনের কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে।গবেষণায় দেখা যায়, শিশুর ইন্টালিজেন্স কোশেন্ট (আইকিউ) কতটা উন্নত হবে তা নির্ভর করে কন্ডিশনিং জিনের ওপর। এই জিন শিশু তার মায়ের কাছ থেকে পায়। প্রথমে একদল ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে এই তথ্য আবিষ্কার করেন গবেষকরা।পরীক্ষায় দেখা যায়, সদ্যোজাত ইঁদুরেরা যারা মায়ের জিন বেশি পেয়েছে তাদের মাথাটা বেশ বড়, দেহ ছোট, তারা বেশি বুদ্ধিমান। অন্যদিকে যে সব ইঁদুর ছানার শরীরে পুরুষ জিন বেশি, তাদের মাথাটা ছোট, দেহ বড়, তারা অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিমান।

মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০ জন শিশুর ওপর একটি পরীক্ষা করে। সেখানে দেখা যায়, যে সন্তানেরা মায়ের বেশি ঘনিষ্ঠ, মায়ের সঙ্গে বেশি সময় কাটায় তারা মাত্র দু'বছর বয়সে, বয়সের তুলনায় কঠিন ও জটিল কোনো খেলা যেমন 'পাজল'র সমাধান করতে পারে। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা শিশুর মস্তিষ্ক উন্নত হয়। এছাড়া মায়ের ঘনিষ্ঠ শিশুরা কম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।


BANGLADESH SOCIETY, INC.

# বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক

BANGLADESH SOCIETY, INC

International Mother's Language Day 2023

## অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সম্মিলিত উদ্‌যাপন ২০২৩ উপলক্ষে

প্রবাসের সকল আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে

সুধী,
আগামী ২৯ জানুয়ারি রোববার, বিকাল ৪:০০ টায় বাংলাদেশ সোসাইটি ভবনে প্রবাসের সকল আঞ্চলিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সংগঠনের সঙ্গে অমর একুশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, সম্মিলিত উদ্‌যাপন ২০২৩ উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভা আহ্বান করা হয়েছে। সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

## মতবিনিময় সভা

তারিখ : ২৯ জানুয়ারি, রোববার ২০২৩
সময় : বিকাল ৪:০০ টা
স্থান : বাংলাদেশ সোসাইটি ভবন
86-24 Whitney Ave, Elmhurst, NY 11373

অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হবে

### সম্মিলিত একুশ উদ্‌যাপন ২০২৩

আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

তারিখ : ২০শে ফেব্রুয়ারি, সোমবার
সময় : বিকাল ৪টা - রাত ১২টা
স্থান : তিব্বতি কমিউনিটি সেন্টার
(৫৭-১২, ৩২ এভিনিউ, উডসাইড, নিউইয়র্ক)

সম্মিলিত একুশ উদ্‌যাপন উপ-কমিটি ২০২৩

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান, আহ্বায়ক, ৯১৭-৫২৩-১৩৪৪
মাইনুল উদ্দিন মাহবুব, প্রধান সমন্বয়কারী, ৭১৮-৩১২-৯৭২১
আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, সদস্য সচিব, ৬৪৬-৩২১-৪১১৭
ফারুক চৌধুরী, যুগ্ম-আহ্বায়ক, ৯১৭-৬২৭-৩৮৭৭
প্রদীপ ভট্টাচার্য, সমন্বয়কারী, ৩৪৭-৪৭৬-৫২৯৪
সুশান্ত দত্ত, সমন্বয়কারী, ৭১৮-৭১০-৫৬১৭
শাহ মিজানুর রহমান, সমন্বয়কারী, ৯১৭-৫৩৫-৪৪৯৫
ফারহানা চৌধুরী, যুগ্ম-সদস্য সচিব, ৭১৮-৬৯৭-৯০৩৫

নিবন্ধন উপ-কমিটি (সংগঠন নিবন্ধন বিষয়ক যোগাযোগ)

মোঃ নওশেদ হোসেন (৬৪৬-৩৩৮-২২৪৫), আবুল কালাম ভূইয়া (৯১৭-৮৯২-৭১৯৯), মো: আখতার বাবুল (৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩)

স্মরণিকা উপকমিটি (৭ ফেব্রুয়ারির মধ্যে স্মরণিকায় লেখা ও বিজ্ঞাপন পাঠাতে আগ্রহীরা যোগাযোগ)

ফয়সল আহমদ (৩৪৭-৭৩৫-৫৮২৩), রিজু মোহাম্মদ (৭১৮-৫৮১-৬৬৩৭), আবুল বাশার ভুঁইয়া (৩৪৭-২৭৯-২৬৪০)

সাংস্কৃতিক উপকমিটি

ডা: শাহনাজ লিপি (৯১৭-৭১৬-৭০৩৯), মোহাম্মদ টিপু খান (৬৪৬-৬২৩-৮৬২২), মোঃ সাদী মিন্টু (৭১৮-৮২০-৩৬১৯)

মোহাম্মদ রব মিয়া, সভাপতি, ৯১৭-৫৯৫-৯৮১২
মোঃ রুহুল আমিন সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৪৭৬-৫৩৮২

প্রচারে: রিজু মোহাম্মদ, প্রচার সম্পাদক || www.bangladeshsocietyinc.com

# ওজোন পার্কে বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যা

## দেশি ভাইবোনদের একচ্ছত্র ভালোবাসা, সম্পাদক ও সাংবাদিকদে

## বিশেষ সম্মাননা.....

Congressman Hakeem Jeffries
*Certificate of Special*
*Congressional Recognition*

*Presented to*
Abu Zafor Mahmud
*Alegra Home Care Inc.'s Grand Opening*

*in recognition of outstanding and invaluable service to the community.*

January 13, 2023
DATE

MEMBER OF CONGRESS

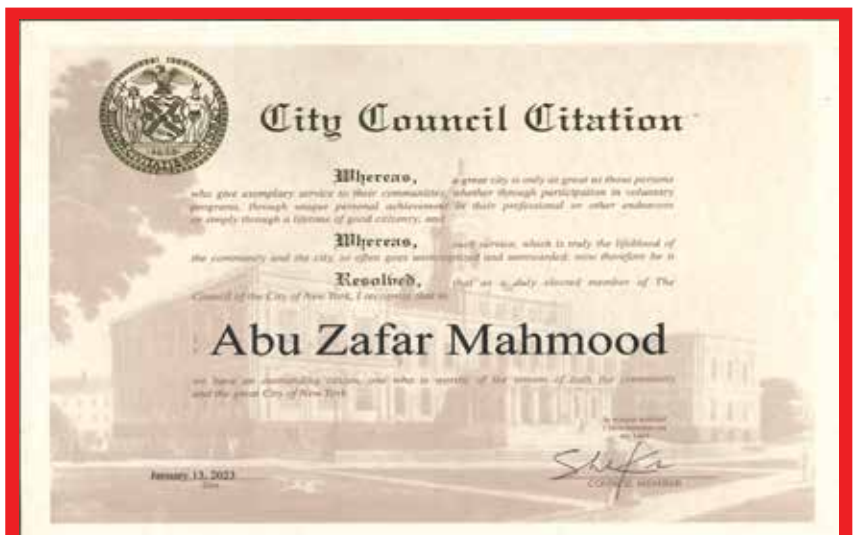

City Council Citation

Whereas,

Whereas,

Resolved,

Abu Zafar Mahmood

January 13, 2023

COUNCIL MEMBER

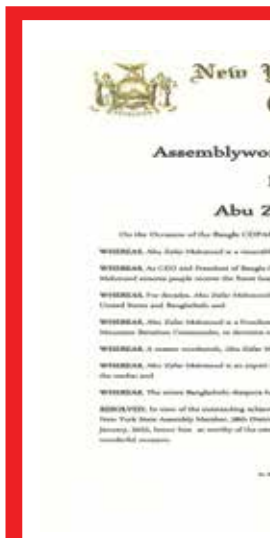

New Y

Assemblywo

Abu Z

BANGLA CDPAP SERVICES

বাঙ্গালীর জন্য বাঙ্গালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্য

www.banglacdpap.com
888-212-3237
info@banglacdpap.com

“

পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে সেবা
মূল্যবোধ শিখেছি। সেটিই বহ
সমাজ। আমাদের জন্মভূমিতে
প্রকৃত মানবিক সত্তা। এই
গড়ছি। জাতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষ
প্রয়াসকে যুদ্ধ হিসেবে নিয়েছি

**বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ,**
বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাউন্টেন ব্যাটালিয়
উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশি কমিউনিটির হোম
প্রেসিডেন্ট এণ্ড সিইও, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস

# বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও

# লগ্রা হোম কেয়ারের নতুন শাখা উদ্বোধন

## র অনবদ্য মূল্যায়ণ ও মূলধারার রাজনীতিকদের আন্তরিক সম্মাননা

**Hakeem Jeffries**
*House Minority Leader and leader of the House Democratic Caucus in the U.S. House of Representatives*

**Jenifer Rajkumar**
*Assemblymember*
*Assembly District 38*
*(Queens neighborhoods of Glendale, Ozone Park, Richmond Hill, Ridgewood, and Woodhaven.)*
*State office in New York*

**Shekar Krishnan**
*Member of the New York City Council*
*District 25*
*(Northwestern Queens neighborhoods of Jackson Heights, Elmhurst, and parts of East Elmhurst)*

*“নের্তৃত্ব ও দায়িত্বশীলতা দিয়ে বাংলাদেশিরা মূলধারায় তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করছে। সততা, নিষ্ঠা ও মানবসেবার এই ধারা অব্যাহত রাখতে হবে”*
***সাহানা হানিফ***
*প্রথম মুসলিম বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত নারী সিটি কাউন্সিলর, ডিস্ট্রিক্ট ৩৯, নিউইয়র্ক।*

ভালোবাসা, পারস্পারিক সম্মানবোধ ও সামাজিক
ন করে চলেছি। আমাদেরকে নিয়েই এখন আমেরিকান
মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা ও দরদ, সেটিই
অস্তিত্ব নিয়েই আমরা বাংলাদেশি আমেরিকান সমাজ
া করে আমেরিকার সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর
।”

ান কমাণ্ডার
কেয়ার সেবার পৃথিকৃৎ
এণ্ড অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্।

ALEGRA®
HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity
www.alegracare.com
888-212-3237
info@alegracare.com

# ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

# ডালিম খাওয়ার উপকারিতা

টসটসে দানায় ভরা রসালো ফল ডালিম। এটি দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও সুস্বাদু। ডালিম ফলের কিন্তু অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে। সেগুলো জানা থাকলে খাবারের তালিকা থেকে এই ফল আর বাদ দিতে চাইবেন না।

ডালিমের পুষ্টি : সুমিষ্ট ফল ডালিমে আছে প্রচুর পুষ্টি। এক কাপ পরিমাণ ডালিমের দানায় পাবেন প্রতিদিনের চাহিদার প্রায় ৩৬ শতাংশ ভিটামিন কে, ৩০ শতাংশ ভিটামিন সি, ১৬ শতাংশ ভিটামিন বি৯ ও ১২ শতাংশ পটাশিয়াম। তাহলে বুঝতেই পারছেন কেন এই ফল নিয়মিত খাওয়া জরুরি।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে : সুস্থ থাকার জন্য রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। কারণ আমাদের রক্তচাপ বেশি বা কম হয়ে গেলে সেখান থেকে নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। নিয়মিত ডালিম খেলে তা আপনাকে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে। ফলস্বরূপ স্বাভাবিক হবে রক্তচাপ।

হাড়ের ব্যথা দূর করে : যারা হাড়ের ব্যথায় ভুগছেন তারা নিয়মিত ডালিম খেলে উপকার পাবেন। কারণ ডালিমে থাকা বিভিন্ন উপকারী উপাদান আর্থ্রাইটিস ও হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা দূর করতে কাজ করে। সেইসঙ্গে এটি হাড়ের সংযোগস্থলে ব্যথা হলে তাও উপশম করতে সাহায্য করে।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় : হৃদরোগের আশঙ্কা থেকে দূরে থাকতে চাইলে নিয়মিত ডালিম খেতে পারেন। এই ফল আপনার শরীরের কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ফলে শরীরে রক্তচলাচল বৃদ্ধি পায়। এতে দূরে থাকে হৃদরোগের ঝুঁকি।

স্মৃতিশক্তি বাড়ায় : যারা ভুলে যাওয়ার সমস্যায় ভুগছেন তারা নিয়মিত ডালিম খেলে উপকার পাবেন। কারণ উপকারী এই ফল আপনার স্মৃতিশক্তি বা মনে রাখার ক্ষমতা বাড়াতে কাজ করবে। অ্যালঝেইমার্সের রোগীদের জন্য এটি বিশেষ উপকারী ফল। শিশুর খাবারের তালিকায়ও রাখতে পারেন ডালিম।

রক্তে হিমোগ্লোবিন বাড়ায় : রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে কাজ করে ডালিম। এতে থাকে অনেক ধরনের পুষ্টি উপাদান যা এই কাজে সাহায্য করে। ফলে দূর হয় রক্তশূন্যতাসহ রক্তের অন্যান্য অসুখে আক্রান্ত হওয়ার ভয়।

ডায়াবেটিসে উপকারী : মিষ্টি ফল হলেও ডালিম ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিশেষ উপকারী।

বিশেষজ্ঞরা এই ফলকে প্রাকৃতিক ইনসুলিন হিসেবেও বলে থাকেন। তাই ডায়াবেটিস হলেও নিশ্চিন্তে এই ফল খেতে পারবেন। তবে এ ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে খাবার খাওয়া উত্তম।

# শীতেও পানি পান করা জরুরি

মানুষের শরীর ৬০ শতাংশ পানি দিয়ে তৈরি। ৭০ কেজি ওজনের পুরুষ মানুষের দেহে প্রায় ৪০ লিটার পানীয় অংশ থাকে। যদিও এই পরিমাণ শিশুদের ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি এবং নারীদের ক্ষেত্রে কিছু কম হয়ে থাকে। ফলে পানির অন্য নাম 'জীবন'। পানি ছাড়া জীবের কোনো জৈবিক প্রক্রিয়াই সম্পন্ন হয় না।

বেঁচে থাকার জন্য যে বিভিন্ন রাসায়নিক জিনিস প্রয়োজন হয়, তা কোষের ভেতরে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ায় কাঁচামাল হিসেবে যেসব কণা প্রয়োজন, তা রক্তের সঙ্গে মিশে উৎপাদনস্থলে পৌঁছায়। আর রক্তের মূল উপাদান হলো পানি; অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরে প্রতিটি ছোট-বড় জৈব ও রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদনে পানি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

এ ছাড়া শরীরের আরও যেসব উল্লেখযোগ্য কাজে পানির ভূমিকা আছে, সেগুলো হলো:

১. পানি মুখগহ্বরে লালা তৈরি করে এবং পরিপাকতন্ত্রে প্রথম ধাপ শুরু করে। এরপর পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে খাদ্য পৌঁছানো এবং হজমের সব ধাপ শেষে প্রয়োজনীয় সারাংশ রক্তে পৌঁছে দিয়ে পানি খাদ্য হজমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

২. শরীরের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিটি অঙ্গের প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোষে যাবতীয় পুষ্টি উপাদান ও অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া এবং বিপাকীয় বর্জ্য নিষ্কাশন করা পানির কাজ।

৩. পানি দেহের তাপমাত্রা এবং অম্ল-ক্ষার ও লবণ এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থের ভারসাম্য রক্ষা করে।

৪. বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন চোখ, নাক, মুখ জননতন্ত্র ইত্যাদির আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ করে।

৫. অস্থিসন্ধির মসৃণতা বজায় রেখে হাঁটাচলা স্বাভাবিক ও সহজ করে এবং বিভিন্ন ধরনের বয়সজনিত বাত-ব্যথা প্রতিরোধ করে।

৬. মূত্রের মাধ্যমে শরীরের অপ্রয়োজনীয় ও দূষিত পদার্থ বের করে কিডনি ও লিভার সুস্থ রাখে।

**পর্যাপ্ত পানি পানে সহজে মুক্তি মেলে**

বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, কিডনির পাথর, মূত্রনালির প্রদাহ ও সংক্রমণ, বাত-ব্যথা, ত্বকের ব্রণ ও চুলকানি এবং অন্যান্য সংক্রমণ, উচ্চ রক্তচাপ, মাইগ্রেন-জাতীয় মাথাব্যথা, পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্রের অন্যান্য অংশে প্রদাহ এবং সংক্রমণ।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। দূষিত পানি পানে বিভিন্ন অসুখ ও শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে পানিতে উচ্চমাত্রার আর্সেনিক থাকলে সেখান থেকে আর্সেনিকোসিস নামক রোগ দেখা দেয়। পানিতে প্রয়োজনীয় মাত্রার বেশি ফ্লুরাইড থাকলে দাঁতের গঠনগত ও ক্ষয়জনিত রোগ ফ্লুরোসিস হতে পারে।

উচ্চমাত্রার রাসায়নিক বর্জ্যযুক্ত পানির ক্ষতি উচ্চমাত্রার রাসায়নিক বর্জ্যযুক্ত পানি পানে সেসব ক্ষতি হতে পারে, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, চুল পড়ে যাওয়া, চুলকানি ও বিভিন্ন চর্মরোগ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের প্রবণতা বেড়ে যাওয়া।

বিভিন্ন সময় পানি সরবরাহ পাইপ থেকে পানিতে মিশে যায় সিসা। দীর্ঘদিন সিসাযুক্ত পানি পানে ত্বক, চুল, চোখের অসুখ ছাড়াও রক্তশূন্যতাজনিত বিভিন্ন রোগ হতে পারে।

খেতে হবে তরল খাবার

শুধু পানিই নয়। পান করতে হবে শরবত, ফলের রস, লেবুপানি, বিভিন্ন ধরনের চা, স্যুপ ও দুধ, উচ্চ পানি ধারণকারী ফল ও সবজি।

**প্রতিদিনের পানির পরিমাণ**

প্রতিদিনের বিভিন্ন জৈবিক প্রক্রিয়ায়, যেমন ঘাম, মূত্রত্যাগ, মলত্যাগ, শ্বাসপ্রশ্বাস ইত্যাদির মাধ্যমে আমরা ২ থেকে ৩ লিটার পানি হারাই। পক্ষান্তরে শরীরে প্রতিদিন মাত্র ৪০০ মিলিলিটার পানি তৈরি হয়। তাই একজন মানুষ প্রতিদিন ন্যূনতম কতটুকু পানি পান করবে বয়স, ওজন, লিঙ্গ, কাজের ধরন, আবহাওয়ার পার্থক্য, দীর্ঘমেয়াদি অসুখ ইত্যাদি বিষয়কে বিবেচনা করে পরিমাপ করা হয়। দৈনিক কমপক্ষে ৮ গ্লাস পানি পান করার প্রয়োজনীয়তা আমরা সবাই জানি। এখানে এক গ্লাসে ২০০ মিলিলিটার *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

# ডায়াবেটিস রোগীদের এড়িয়ে চলা উচিত যে ৭ খাবার

ডায়াবেটিস এখন প্রায় প্রতিটি ঘরে ঘরে। প্রতিনিয়তই এই সংখ্যা বাড়ছে। ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা বেশি থাকলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, কিডনি রোগ বা আরও অনেক গুরুতর রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। ডায়াবেটিস সম্পূর্ণ ভালো হয় না, তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন মেনে চললে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

তবে ডায়াবেটিস রোগীদের শুধু মিষ্টি বাদ দিলেই হবে না, বরং খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিতে এই ৭ খাবারড়

হোয়াইট গ্রেইন সাদা পাউরুটি, পাস্তা এবং ভাত রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেটের উদাহরণ। এগুলো প্রক্রিয়াকরণের সময় ফাইবার অপসারিত হয়। ফলে এই খাবারগুলো সরাসরি আপনার রক্তচাপ লেভেলকে প্রভাবিত করতে পারে। যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

মিষ্টি ব্রেকফাস্ট ডায়াবেটিস রোগীরা কখনই ব্রেকফাস্টে মিষ্টিজাতীয় খাবার খাবেন না। এতে অনেক বেশি কার্বোহাইড্রেট থাকে, যা সরাসরি চিনিতে রূপান্তরিত হয়। তাছাড়া বেশি আলু খেলে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। আলু উচ্চ জিআই বিভাগের সদস্য। এক ক্যান সোডা যেমন ব্লাড সুগার লেভেল বাড়ায়, তেমনই এক কাপ আলুও রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়াতে পারে।

ফল ডুমুর, আঙুর, আম, চেরি এবং কলায় কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্রুক্টোজ নামক প্রাকৃতিক শর্করা থাকে, যার ফলে এই ফলগুলো রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়াতে পারে। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এই ফলগুলো একেবারেই ভালো নয়। তাই এগুলো খুব কম খান অথবা না খাওয়াই ভালো।

মিষ্টিজাতীয় পানীয় মিষ্টি পানীয় রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়াতে পারে। এই ধরনের পানীয়গুলোতে অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি থাকে, পাশাপাশি কোনো প্রোটিন, চর্বি বা ফাইবার থাকে না।

ফ্লেভারড দই সাধারণ দই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ভালো। তবে বিভিন্ন ফ্লেভারের দই কিন্তু স্বাস্থ্যকর নয়। ফ্লেভারের দই সাধারণত নন-ফ্যাট বা লো-ফ্যাট দুধ দিয়ে তৈরি করা হয় এবং এতে কার্বোহাইড্রেট ও চিনির মাত্রা বেশি থাকে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়।

ওট মিল্ক ওট মিল্কে মল্টোজ নামক একটি নির্দিষ্ট ধরনের চিনি থাকে, এটিতে উচ্চ গ্লাইসেমিক সূচক রয়েছে। অন্যান্য কার্বোহাইড্রেটের থেকে, মল্টোজ দ্রুত রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়।

# চা-কফির আসক্তি কমানোর ৫ উপায়

এক কাপ চা বা কফি দিয়ে আমাদের বেশিরভাগের প্রতিদিনের সকাল শুরু হয়। এই দুই পানীয় ছাড়া সকাল যেন অসম্পূর্ণ। শীতকালে চা-কফির আসক্তি আরো বেড়ে যায়। চা এবং কফিতে রয়েছে ক্যাফেইন।

এটি সাধারণত আমাদের মেজাজ ঠিক রাখতে সাহায্য করে। কেউ কেউ এর প্রতি এতটাই আসক্ত হয়ে যায় যে দিনে ১০ থেকে ১২ কাপ চা বা কফি পান করে ফেলেন। যা স্বাস্থ্যের জন্য ঠিক নয়। অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়। তবে চাইলে কমিয়ে ফেলতে পারেন চা-কফির প্রতি আসক্তি। চলুন জেনে নেওয়া যাক চা-কফি প্রতি আসক্তি কমানোর ৫টি উপায়-

বিকল্প কিছু পান করুন : চা বা কফি পান করতে মন চাইলে তার বিকল্প হিসেবে অন্য কিছু পান করতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের ভেষজ চা রয়েছে সেগুলো পান করতে পারেন। এগুলো হজমেও সহায়তা করে। স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। যারা কফিপ্রেমি তারা ক্যাফেইন এড়াতে ডি-ক্যাফেইনড কফি পান করতে পারেন।

পর্যাপ্ত ঘুমান : পর্যাপ্ত ঘুমালে সারাদিন সতেজ অনুভব হয়। এটি স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। শরীর সতেজ থাকলে চায়ের প্রতি আসক্তি কম আসে। সেইসঙ্গে কাজের প্রতি স্পৃহাও বাড়ে। তাই ঘুমের দিকে খেয়াল রাখুন। অনিয়ম করবেন না।

রুটিনে পরিবর্তন আনুন

আপনার প্রতিদিনের রুটিনের যে সময়টুকু চা বা কফির জন্য বিরতি নেন সেই সময়ে অন্য কিছু করুন। যেমন হাঁটার অভ্যাস করতে পারেন। এটি স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এবং চা-কফির অভ্যাসও কমিয়ে আনবে।

*বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

# চায়ের সঙ্গে ধূমপান করলে যে ক্ষতি

কিছু অভ্যাস রয়েছে যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই বিপজ্জনক। এর মধ্যে একটি হলো চায়ের সঙ্গে সিগারেট খাওয়া। এটা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। গবেষণা অনুসারে, ধূমপায়ী এবং মদ্যপানকারীরা যদি একসঙ্গে চা পান করেন, তাহলে এটি খাদ্যনালীর ক্যানসারের ঝুঁকি ৩০% বাড়িয়ে দেয়।

জার্নাল অ্যানালস অব ইন্টারনাল মেডিসিন-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গরম চা খাদ্য নালীর কোষের ক্ষতি করে এবং চা ও সিগারেট একসঙ্গে সেবন করলে কোষের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি ২ গুণ বেড়ে যায়। যা ক্যানসারের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দেয়।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চায়ে ক্যাফেইন পাওয়া যায়, যার কারণে পাকস্থলীতে এক ধরনের বিশেষ এসিড তৈরি হয়, যা হজমে সহায়ক, তবে অতিরিক্ত পরিমাণে ক্যাফেইন পাকস্থলীতে প্রবেশ করলে ক্ষতি হতে পারে। অন্যদিকে, সিগারেট বা বিড়িতে নিকোটিন পাওয়া যায়। যদি খালি পেটে চা এবং সিগারেট একসঙ্গে পান করলে মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে।

সিগারেট খাওয়াও ক্ষতিকর। কারণ ধূমপায়ীর ব্রেইন স্ট্রোক বা হার্ট স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এমন কিছু গবেষণা রয়েছে, যা অনুযায়ী সাধারণ মানুষের তুলনায় যারা দিনে একটি সিগারেট খান তাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ৭% বেশি। এছাড়াও, যদি কেউ চেইনস্মোকার হন তাহলে এটি তার আয়ু ১৭ বছর কমিয়ে দিতে পারে।

# গার্লিক চিলি প্রন

উপকরণঃ ২০০ গ্রাম চিংড়ি, ৩-৪ টেবিল চামচ তেল, ১ টেবিল চামচ রসুন কুচি, ১/২কাপ লাল ক্যাপসিকাম চপ করে কাটা, ১/২কাপ সবুজ ক্যাপসিকাম চপ করে কাটা, ১/২কাপ পেঁয়াজ চপ করে কাটা, ১/২ চা চামচ সয়া সস, ১/২ চা চামচ অয়েস্টার সস, ১/২ চা চামচ সুইট চিলি সস, ১/২ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া, ১/২ চা চামচ চিনি, ৩-৪টা কাঁচামরিচ, ১ কাপ পানি, ১ টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার এবং লবণ- স্বাদমত।

প্রণালিঃ মাছের খোসা ছাড়িয়ে মাঝের অংশ লম্বা করে চিড়ে নিন। এরপর ধুয়ে সামান্য লবণ, সয়া সস, আদা-রসুন বাটা এবং সামান্য কর্নফ্লাওয়ারসহ ১০-১৫ মিনিট মেরিনেট করে রাখুন। এরপর হালকা তেলে মাছ গুলো ভেজে নিন। এবার ১ কাপ পানি দিয়ে কর্নফ্লাওয়ার গুলিয়ে রাখতে হবে। এখন একটি ননস্টিক প্যানে তেল গরম করে রসুন কুচি (লাল করা যাবে না), পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম এবং কাঁচামরিচ একটু ভেজে নিতে হবে। এবার সব সস, গোলমরিচ গুঁড়া এবং ভেজে রাখা চিংড়ি ভালো করে মিশিয়ে কর্নফ্লাওয়ার মিশ্রণসহ কিছুক্ষণ রান্না করে চিনি ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর প্রয়োজনমত লবণ দিয়ে নামিয়ে ফেলতে হবে।

# রুই মাছের কোরমা

উপকরণ : রুই মাছের টুকরা- ৬ পিস, পেঁয়াজ কুঁচি- ১ কাপ, পেঁয়াজ বাটা- ২ টেবিল চামচ, আদা বাটা- ২ টেবিল চামচ, রসুন বাটা- ১ টেবিল চামচ, লাল মরিচ গুড়া- ২ চা চামচ, হলুদ গুড়া- ১ চা চামচ, জিরা বাটা- ২ চা চামচ, লবণ- স্বাদমত, কিসমিস বাটা- ১ চা চামচ, টকদই- ৪ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা- ১ চা চামচ, গরম মসলা গুড়া- ২ চা চামচ, জয়ফল জয়েত্রী পোস্তদানা বাটা- ২ চা চামচ, কাজুবাদাম বাটা- ১ চা চামচ, এলাচ- ২/৩ টা, তেজপাতা- ২/৩ টা, তেল/ঘি- ১/২ কাপ ও পেঁয়াজ বেরেস্তা- ১ কাপ

প্রণালী : ১. প্রথমে মাছের টুকরাগুলোকে হালকা লবণ মাখিয়ে তেলে লাল করে ভেজে নিন। এতে মাছের আঁশটে ভাবটা থাকবে না। ২. এবার প্যান- এ তেল/ঘি দিয়ে তাতে পেঁয়াজ কুঁচি দিন। ৩. লাল করে ভাজা হলে তাতে একে একে পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা, রসুন বাটা, লাল মরিচ গুড়া, হলুদ গুড়া, জিরা বাটা, লবণ, টক দই, কাঁচা মরিচ বাটা, গরম মশলা গুড়া, জয়ফল জয়েত্রী পোস্তদানা বাটা, কাজুবাদাম বাটা, এলাচ, তেজপাতা দিয়ে দিতে হবে। ৪. মসলা টা খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে মাছের ভাজা পিস-গুলো দিয়ে দিন। এবার আলতো করে নাড়াচাড়া করে ১/২ কাপ গরম পানি আর কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে মিডিয়াম আঁচে রান্না করুন ১৫ মিনিট। ৫. নামানোর আগে পেঁয়াজ বেরেস্তা ছিটিয়ে দিন। পোলাও কিংবা ভাতের সাথে পরিবেশন করতে পারেন মজাদার এই ডিশ-টি। রুই মাছের কোরমার স্বাদ আর গন্ধ মাংসের চেয়ে কিছু কম নয়। তো, বাসায় বানিয়ে উপভোগ করুন মজাদার রুই মাছের কোরমা!


জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন,
টেকআউট,
ক্যাটারিং এবং
ডেলিভারীর
জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

# হাঁসের মাংস ভুনা

শীতকাল হলো হাঁসের মাংস খাওয়ার উপযুক্ত সময়। গরম গরম চালের আটার রুটির সঙ্গে হাঁস ভুনা খেতে দারুণ।

উপকরণ: হাঁসের মাংস ১ কেজি, তেল পরিমাণ মতো, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, পেঁয়াজ বাটা ১ কাপ, রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ, আদা বাটা ১ টেবিল চামচ, টমেটো পিউরি ২ কাপ, হলুদ গুঁড়া ২ চা-চামচ,

মরিচ গুঁড়া ৩ চা-চামচ, ধনে গুঁড়া ১ চা-চামচ, জিরা গুঁড়া ১ চা-চামচ, দারুচিনি ৩ টুকরা, এলাচ ৩ টুকরা, তেজপাতা ১টা, টমেটো কুচি ২ কাপ, লবণ পরিমাণ মতো, কাঁচা মরিচ ফালি ৪টা, আস্ত কাঁচা মরিচ ৮টা।

প্রণালি: পাত্রে কাঁচা মরিচ বাদে সব মশলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। ১৫ মিনিট রেখে দিন। ১৫ মিনিট পর চুলায় বসিয়ে দিন। ভালো করে কষাতে হবে। কষানো হলে এতে হাসঁের মাংস দিয়ে আবার কষান। পানি কমে গেলে একটু পানি দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ পর ঢাকনা তুলে দেখুন।

পানি কমে গেলে আবার পানি দিয়ে দিন। পানি কমে মাংস সেদ্ধ হলে তাতে আস্ত কাঁচা মরিচ দিয়ে দিন। ঝোল মাখা মাখা হলে ফালি করা কাঁচা মরিচ দিয়ে নেড়ে নামিয়ে গরম ভাত বা পোলাওয়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

# ইলিশ মাছের ডিম ভুনা

ইলিশ মাছ যেমন খেতে সুস্বাদু তেমনই ইলিশ মাছের ডিমও অনেক সুস্বাদু। মাছের সঙ্গে রান্না তো অনেক খেলেন। আবার না হয় ইলিশ মাছের ডিম আলাদা করে রান্না করে খেয়ে দেখুন। এটি খেতে অনেক সুস্বাদু। রান্না করাও খুবই সহজ।

উপকরণ : ইলিশ মাছের ডিম ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ, আদা বাটা আধা চা চামচ, রসুন বাটা আধা চা চামচ, মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ, জিরা বাটা আধা চা চামচ, আস্ত জিরা আধা চা চামচ, ধনিয়া গুঁড়া আধা চা চামচ, হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ, তেল আধা কাপ, কাঁচা মরিচ তিন থেকে চারটি, লবণ স্বাদ মতো।

প্রণালী : প্যানে তেল গরম করুন। জিরা ফোঁড়ন দিন। এবার পেঁয়াজ কুচি দিয়ে হালকা বাদমি করে ভেজে নিন। আধা কাপের মতো পানি দিন যাতে পেঁয়াজ পুড়ে না যায়। এরপর, লবণসহ একে-একে সব মশলা দিয়ে কষাতে থাকুন।

মশলা থেকে তেল ভাসতে শুরু করলে মাছের ডিমগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। এখন কাঁচামরিচ ও আবার আধা কাপ পানি দিয়ে কিছুক্ষণ গরম করুন। ঝোল কমে এলে নামিয়ে পরিবেশন করুন। ব্যাস হয়ে গেল সুস্বাদু ইলিশের ডিম ভুনা।

ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

HALAL
Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-262-9100
718-657-1000
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

## বিশ্বব্যাপী তীব্র হচ্ছে খাদ্য সংকট

১২ পৃষ্ঠার পর

২০১৯ সালে যেখানে অনাহারী মানুষের সংখ্যা ছিল ১৩ কোটি ৫০ লাখ সেখানে বিদায়ী বছরে তা দাঁড়িয়েছে ৩৪ কোটি ৫০ লাখ। সামনের মাসগুলোতে খাদ্য শস্যের বাজার কিছুটা সহনীয় হলেও দ্রুত সময়ের মধ্যে খাদ্য সংকট কাটবে না বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বার্তা সংস্থা সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ইতোমধ্যেই ক্ষুধার সঙ্গে লড়াই করা পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য আরও খারাপ সময়ের সৃষ্টি হয়েছে। এটি সোমালিয়ার মতো দেশে দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি বাড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত ক্যারি ফাউলার সিএনএনকে বলেন, 'খাদ্য সংকটের প্রধান কারণ যেমন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, করোনা মহামারির প্রভাব, জলবায়ু পরিবর্তন এবং জ্বালানি উচ্চ দাম এখনও আমাদের সঙ্গে রয়েছে। আমি মনে করি ২০২৩ সাল আমাদের জন্য একটি রুক্ষ বছর হতে যাচ্ছে। এ সময়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে।'

রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর আগেই মধ্য ও দক্ষিণ ব্রাজিল প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ খরার মুখোমুখি হয়েছিল। বৈরী আবহাওয়ার কারণে সরবরাহ প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত হওয়ায় খাদ্যের দাম এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছিল। এবার প্রাকৃতিক গ্যাসের রেকর্ড মূল্য নাইট্রোজেনভিত্তিক সারের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। কৃষকদের জন্য সার কেনা দুঃস্বপ্নের মতো হয়ে ওঠেছে। যুদ্ধের আগে ইউক্রেন প্রতি বছর বিশ্ব বাজারে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য সরবরাহ করে। একইসঙ্গে বিশ্বে সূর্যমুখী তেলের শীর্ষ রপ্তানিকারকও তারা। এছাড়াও ২০১৯ সালে রাশিয়া এবং ইউক্রেন একত্রে বিশ্বব্যাপী গম রপ্তানির প্রায় এক চতুর্থাংশ সরবারহ করেছিল। তবে যুদ্ধের কারণে ইউক্রেনের খাদ্য সরবারহ ব্যাপকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। এর প্রভাবে বিশ্বজুড়ে খাদ্য সংকট তীব্র হয়ে ওঠেছে। অক্সফাম আমেরিকার সিইও অ্যাবি ম্যাক্সম্যান বলেন, "ইউক্রেন সংকট বিশ্বে খাদ্যের দামের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এতে সরবারহ প্রক্রিয়া মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হয়েছে। পূর্ব আফ্রিকা এবং হর্ন অব আফ্রিকার মতো জায়গায় এ সংকট আরও তীব্র ভাবে আঘাত হানছে।'

খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগা মানুষের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে ক্যারি ফাউলার আরও বলেন, 'খাদ্য নিরাপত্তাহীনদের সংখ্যা আমাদের মানবিক সহায়তা প্রদানের ক্ষমতার চেয়ে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা খাদ্য সহায়তা সরবরাহ করে এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিনা।'

খাদ্য সরবরাহ আরও বাড়ানো দরকার উল্লেখ করে টুইট করেছেন জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির প্রধান ডেভিড বিসলি। তিনি বলেন, '২০২২ সালে আমরা ১ হাজার ৪০০ কোটি ডলার পেয়েছি। এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এই অর্থের ৭০০ কোটি ডলার দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই অর্থ দিয়ে আমরা ১৬ কোটি মানুষের কাছে খাদ্য সহায়তা পৌঁছাতে পেরেছি। কিন্তু উচ্চ খাদ্যমূল্যে এবং রাশিয়ার যুদ্ধ অস্থিরতা তৈরি করে চলেছে। বৃহত্তর চাহিদাযুক্ত দেশগুলোতে খাদ্য সরবরাহ বাড়ানোর জন্য আরও অর্থ দরকার।'

বর্তমানে পৃথিবী ব্যাপী ৫ বছরের চেয়ে কম বয়সী ৩ কোটির বেশি শিশু তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে। স্বাভাবিক বাচ্চাদের তুলনায় অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের সাধারণ রোগে মৃত্যুর সম্ভাবনা ১২ গুণ বেশি। অপুষ্টিতে ভোগা মানুষের জন্য সামনের পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে যাচ্ছে জানিয়ে সতর্ক করেছেন এফএও মহাপরিচালক কু ডংইউ।

তিনি বলেন, 'এবছর পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের অবশ্যই অল্পবয়সী শিশু, মেয়ে, গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী মহিলাদের জন্য স্বাস্থ্যকর খাবারের প্রাপ্যতা এবং ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চিত করতে হবে। জীবন বাঁচাতে এবং তীব্র অপুষ্টির মূল কারণগুলো মোকাবেলা করতে আমাদের এখনই জরুরী পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদের সব খাতে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।'

## নিউজিল্যান্ডে প্রধানমন্ত্রিত্ব ছাড়ছেন জাসিন্ডা আর্ডান

১২ পৃষ্ঠার পর

না, সেটা বোঝাও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

বিশ্বজুড়ে রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, তারা ক্ষমতা ছাড়তে চান না। ভোটে হেরে গিয়েও তারা ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চান। এই আবহে আর্ডানের সিদ্ধান্ত ব্যতিক্রমী।

ভোটের আগে : আর্ডান আরো দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। প্রথমটি হলো, আগামী ১৪ অক্টোবর নিউজিল্যান্ডে সাধারণ নির্বাচন হবে। দ্বিতীয়টি হলো, তিনি সেই নির্বাচনে লড়বেন না। আপাতত তিনি এপ্রিল পর্যন্ত পার্লামেন্টের সদস্য থাকবেন। তারপর কী করবেন, তা তিনি জানাননি।

আর্ডানের লেবার পার্টি আগামী শনিবার নেতা বাছার জন্য ভোটাভুটি করবে।

২০১৭ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন আর্ডান। বিশ্বের কম বয়সি নারী প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে তিনি একজন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন বাচ্চার জন্ম দিয়েছিলেন তিনি। - এএফপি, ডিপিএ, রয়টার্স

## বাংলাদেশ আইএমএফ থেকে কোনো শর্ত দিয়ে ঋণ নিচ্ছে না -জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

১০ পৃষ্ঠার পর

কার্ড দিয়ে দিয়েছি। যেখানে ৩০ টাকা কেজিতে চাল কিনতে পারে। তেল, চিনি, ডাল সীমিত আয়ের মানুষ ন্যায্যমূল্যে কিনতে পারে, সেই ব্যবস্থাটা করে দিয়েছি। এর থেকে যারা নিম্ন আয়ের তাদের জন্য আমরা ১৫ টাকায় চাল দিচ্ছি। সেই সঙ্গে তেল, ডাল ও চিনিও দেওয়া হচ্ছে। আর একেবারে হতদরিদ্র যারা কিছুই করতে পারে না, তাদের বিনাপয়সায় খাদ্য সরবরাহ করছি। স্বল্প আয়ের মানুষ যাতে কষ্টে না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রেখে এই ব্যবস্থা করছি। কৃষিতে আমরা ব্যাপকভাবে ভর্তুকি দিচ্ছি।'

তিনি বলেন, ইংল্যান্ডের মতো জায়গায় ১৩ দশমিক ৩ শতাংশ হচ্ছে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি।এটা একটা উন্নত দেশের কথা বললাম। পৃথিবীর সব দেশে এই অবস্থা বিরাজমান। বাংলাদেশ এখনও সেই অবস্থায় পড়েনি।

ভর্তুকি প্রশ্নে তিনি বলেন, 'গ্যাস উৎপাদন ও বিতরণ; বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণে যদি ৪০, ৫০ ও ৬০ হাজার কোটি টাকা আমাকে ভর্তুকি দিতে হয় তাহলে সেটা কী করে দেব? এর ফলে দাম বাড়লে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার যে চেষ্টা সেটা করে কিছুটা সফলতা দেখাতে পেরেছি। ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমেছে।'

সবাইকে সাশ্রয়ী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিদ্যুতের দাম যদি বৃদ্ধি পায় পাশাপাশি মানুষ যদি একটু সাশ্রয়ী হয় তবে গায়ে লাগবে না। আমরা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও গণভবনে বিদ্যুতের ব্যবহার ৫০ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছি। এভাবে যদি সবাই উদ্যোগ নেয় তাহলে বিদ্যুৎ ব্যবহার সাশ্রয়ী হতে পারে।'

ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ী আছেন, এখানেও (সংসদে) আছেন তাদের আমি তো স্পষ্ট বলেছি। গ্যাস আমি দিতে পারব, কিন্তু যে মূল্যে গ্যাস আমরা বাইরে থেকে কিনে নিয়ে আসলাম সেই মূল্য যদি আপানারা দেন আমরা গ্যাস দিতে পারব। তারা যদি নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ চায় তাহলে যে মূল্যে কিনে আনব সেই মূল্য তাদের দিতে হবে।

ভর্তুকি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এটা ভুলে যাবেন না ভর্তুকির টাকা তো জনগণেরই টাকা। মূল্য যত কম থাকে তাদের অর্থাৎ আমাদের বিত্তশালীরা লাভবান হন। যারা সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু ঠিকমতো বিল দেয়। বিত্তশালীরা আরাম আয়েশ করবে আর স্বল্প মূল্যে পাবে তা কী করে হয়? সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা আমাদের পরিকল্পনা নিচ্ছি।

সরকারি দলের সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমানের প্রশ্নের লিখিত জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ প্রতিষ্ঠার জন্য এখন থেকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' হিসেবে কাজ করবে। স্মার্ট বাংলাদেশের চারটি স্তম্ভ ঠিক করা হয়েছে। এগুলো হলোস্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট সোসাইটি, স্মার্ট ইকোনমি ও স্মার্ট গভর্নমেন্ট।

তিনি বলেন, এ চারটি স্তম্ভের আলোকে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে কানেক্টিভিটি (অবকাঠামো উন্নয়ন), মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, ফ্রিল্যান্সারদের উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ এবং ইভেন্ট ও প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজনে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের সফলতার ধারাবাহিকতায় ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতি, শিল্প, পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, আর্থিক খাত ইত্যাদির দক্ষতা বৃদ্ধি ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের সমপর্যায়ে নেওয়ার লক্ষ্যে পাঁচ মন্ত্রী, এক প্রতিমন্ত্রীসহ ৩০ সদস্যবিশিষ্ট স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স গঠন করে গত বছরের ১৬ আগস্ট গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ প্রতিষ্ঠার জন্য এখন থেকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' 'স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' হিসেবে কাজ করবে। এ ছাড়া এদিন সংসদে সংসদ সদস্য এম আব্দুল লতিফের প্রশ্নের দীর্ঘ ১৭ পৃষ্ঠার জবাব দেন প্রধানমন্ত্রী ।

তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশকে উন্নত-সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সরকার জোর দেওয়ার কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় উন্নয়নে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ। ২০৪১ সালের মধ্যে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হবে। সূত্র : বাসস


কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

# কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
# KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস
TAX SERVICES INC.

We are Licensed by the IRS **CPA & Enrolled Agent** এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

**ইনকাম ট্যাক্স**
- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

**একাউন্টিং**
- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

**NEW BUSINESS SETUP**
- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

**ইমিগ্রেশন**
- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Direct Deposit
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS
ENROLLED AGENT
Members: NSA NATP Member of AICPA naea NOTARY PUBLIC

Representation taxpayers IRS & State tax audit.
আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
**CPA & Enrolled Agent**
Special Price for W2 File



**Mohammed Hasem, EA, MBA**
**MBA in Accounting**
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
Admitted to Practice before the IRS

Office Hours:
Monday - Saturday
10 am - 9 pm
Sunday 7 pm

**Phone: 718-205-6040**
**718-205-6010**
**Fax : 718-424-0313**

Tax Preparation fee pay by Cradit card

karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com

**37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights**

## ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা

- যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত সোনালী ব্যাংকের সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেটেড এর অধীনে ১০ টি শাখা (ম্যানহাটন, জ্যাকসন হাইট্স, জ্যামাইকা, ব্রুকলিন, ওজোনপার্ক, পিটারসন, মিশিগান, এস্টোরিয়া, ব্রঙ্কস, আটলান্টা) ছুটির দিনেও খোলা।
- এখন থেকে প্রবাসীরা বিনা খরচে রেমিট্যান্স পাঠাতে পারবেন।
- প্রেরিত রেমিট্যান্সের উপর আড়াই শতাংশ প্রণোদনা প্রদান।
- সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দ্রুত, সহজে ও নিরাপদে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

**সোনালী ব্যাংক লিমিটেড**
উদ্ভাবনী ব্যাংকিং এ আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
www.sonalibank.com.bd

## বিশ্বের নতুন সম্পদের ৬৭ ভাগ এক শতাংশ ধনীর হাতে জানিয়েছে অক্সফাম

১২ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে, শীর্ষ ধনীদের সম্পদের পরিমাণ প্রতিদিন ২ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলার করে বাড়ছে।

অন্যদিকে, কমপক্ষে ১ দশমিক ৭ বিলিয়ন কর্মী এমন দেশে বাস করছেন যেখানে তাদের মজুরির তুলনায় মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। অথচ বিশ্বের বিলিয়নিয়ারদের অর্ধেক এমন দেশে বাস করছেন যেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পদের ওপর সরাসরি কোনো কর দিতে হয় না।

অক্সফামের প্রতিবেদন বলছে, বিশ্বের মিলিয়নিয়ার ও বিলিয়নিয়ারদের ওপর বছরে ৫ শতাংশ কর আরোপ করলে ১ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা সম্ভব। এ পরিমাণ অর্থ বিশ্বের ২০০ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিতে যথেষ্ট।

অক্সফাম ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক গ্যাব্রিয়েলা বুচারের মতে, সাধারণ মানুষ যখন খাদ্যের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য ত্যাগ স্বীকার করছেন, তখন অতিধনীরা তাদের বুনো স্বপ্নকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। মাত্র দুই বছর পার হওয়া এই দশকটি বিলিয়নিয়ারদের জন্য সেরা দশক হতে যাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, অতিধনী ও বড় বড় করপোরেশনের ওপর কর আরোপ করা হলে বিশ্বের চলমান অর্থনৈতিক সংকট সমাধানের দরজা খুলে যাবে। অতিধনীদের লাভের জন্য কর কাটছাঁট করে তাদের সম্পদের পরিমাণ কোনো না কোনোভাবে বাড়িয়ে তোলা হয়। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সম্পদ কমতে থাকে। ধনীদের এই সুবিধাজনক মিথ ভেঙে ফেলার সময় এসেছে।

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক এ সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উচ্চ পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এ সময় বৈশ্বিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে নানা আলোচনা করেন তারা। সম্মেলন আজ সোমবার থেকে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত চলবে। এবারের সম্মেলনে ৫২ রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রায় ৬০০ জন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অংশ নিচ্ছেন বলে জানিয়েছে আলজাজিরা। আলজাজিরা

## বাংলাদেশে হাজারের বেশি অবৈধ মানি এক্সচেঞ্জার (হুন্ডি ব্যবসায়ী) সক্রিয় - সিআইডি

১০ পৃষ্ঠার পর

করা হয়। গ্রেফতাররা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি ছাড়াই নিজস্ব কার্যালয় এবং রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ভাসমান কার্যক্রমের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন করে আসছেন।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতাররা স্বীকার করেছেন যে, উল্লিখিত প্রতিটি ব্যবসায় অবৈধভাবে প্রতিদিন প্রায় ৭০ থেকে ৭৫ লাখ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন হয়।

গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা দায়ের করা হবে বলে জানান ওই কর্মকর্তা। সূত্র : ইউএনবি


Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*
**Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

**Gopika Nandini Are, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician**
Flushing Hospital Medical Center

**Dr. Alda Andoni, M.D.**
(Obsterics & Gynecology)
**Attending Physician (OBS & GYN Dept.)**
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

**91-12, 175th St, Suite-1B**
**Jamaica, NY 11432**
**Tel: 718-206-2688, 718-412-0056**
**Fax: 718-206-2687**
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA | CMA | CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

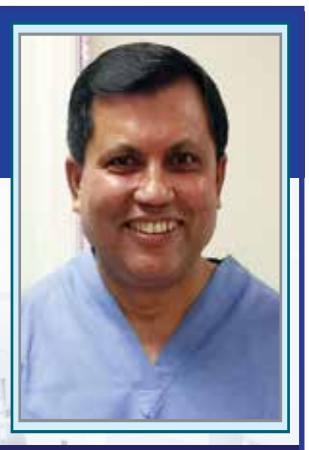

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment
আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

## অর্ধশতকের সর্বনিম্নে চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

১০ পৃষ্ঠার পর

মুডি'স অ্যানালিটিকসের অর্থনীতিবিদ হ্যারি মরফি বলেন, ২০২৩ সাল চীনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হবে। দেশটিকে কভিড-১৯ রোগের পাশাপাশি আবাসন খাতের দুরবস্থা এবং চাহিদা কমে যাওয়ায় রফতানিতে দুর্বলতা; সবকিছুর সঙ্গেই মোকাবেলা করতে হবে। অক্সফোর্ড ইকোনমিকসের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ লুইস লু বলেন, ডিসেম্বরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অপ্রত্যাশিত ছিল। তবে খুচরা খাতে ব্যয়ের মতো কিছু বিষয় এখনো দুর্বল। যে সুদূরপ্রসারী ভাবনা থেকে বিধিনিষেধ তুলে নেয়া হয়েছে তা কাজে লাগছে বলেই তথ্যপ্রমাণে উঠে আসছে।

এ অবস্থায় ২০২৩ সালের জন্য প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস ধরা হয়েছে ৪ দশমিক ৯ শতাংশ। এরই মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে চীন। অর্থনীতিবিদদের ধারণা, দ্বিতীয় প্রান্তিক থেকে প্রবৃদ্ধি শুরু হবে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, চীনের অর্থনীতির শক্তিশালী প্রত্যাবর্তন বৈশ্বিক মন্দাকে প্রশমিত করতে পারে। তবে এটি বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির কারণও হতে পারে।

২০২০ সালের ডিসেম্বরে চীনে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। এরপর সংক্রমণ রোধে কড়াকড়ি আরোপ করে দেশটির সরকার। টানা কঠোর বিধিনিষেধ সংক্রমণ প্রশমন করলেও দেশটির ব্যবসা-বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এক পর্যায়ে জনঅসন্তোষ বাড়তে থাকে, দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়, যা সরকারের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি করে। যার পরিপ্রেক্ষিতে গত ডিসেম্বরেই জিরো কভিড নীতি প্রত্যাহার করে চীন। এ প্রত্যাহার অনেকের জন্য স্বস্তি বয়ে আনলেও সংক্রমণ বাড়িয়ে দেয়। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে বন্ধ রাখতে হচ্ছে দোকান বা রেস্তোরাঁ, যা অর্থনীতির জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

## মুম্বাই হামলায় জড়িত পাকিস্তানিকে 'সন্ত্রাসী' ঘোষণা জাতিসঙ্ঘের

মুম্বাই হামলায় জড়িত পাকিস্তানিকে 'সন্ত্রাসী' ঘোষণা জাতিসঙ্ঘের

১২ পৃষ্ঠার পর

তিনি বলেন, 'ভারত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য, যাচাইযোগ্য এবং অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপ নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে চাপ দিতে থাকবে।'

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মমতাজ জাহরা বালোচ বলেছেন, 'পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদের শিকার এবং জাতিসঙ্ঘ ও অন্যান্য বহুপক্ষীয় ফোরামসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে।'

বেলুচ এক বিবৃতিতে বলেছেন যে 'পাকিস্তান সবসময় জাতিসঙ্ঘের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী ব্যবস্থার অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের তালিকাভুক্তির নিয়ম, পদ্ধতি এবং প্রতিষ্ঠিত প্রক্রিয়াগুলো কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে।'

১৯৪৭ সালে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান ও ভারতের তিক্ত সম্পর্কের ইতিহাস রয়েছে। কাশ্মীর নিয়ে তাদের তিনটি যুদ্ধের মধ্যে দু'টিতে লড়াই করেছে। যেটিতে তারা ওই এলাকাকে উভয়েই তাদের সম্পূর্ণরূপে নিজেদের দাবি করেছে।সূত্র : ইউএনবি

## পাকিস্তানের 'সব সমস্যা নিয়ে আন্তরিক আলোচনার' প্রস্তাবে ভারত নির্বিকার

১২ পৃষ্ঠার পর

শুরুর শর্ত হিসেবে খাড়া করেননি। অথচ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের বিবৃতি পুরোটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর আলোচনার প্রস্তাব পুরোপুরি শর্তাধীন।'

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের মুখপাত্রের জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়, শান্তিপূর্ণ আলোচনার মধ্য দিয়ে জম্মু-কাশ্মীরসহ সব পুরোনো দ্বিপক্ষীয় সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব তিনি অবশ্যই দিয়েছেন; কিন্তু ওই সাক্ষাৎকারে বারবার বলেছেন, ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট গৃহীত সিদ্ধান্ত (রাজ্য দ্বিখণ্ডিত ও ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ) পরিবর্তন না করলে আলোচনা সম্ভব নয়। বিবৃতিতে এ কথাও বলা হয়, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সেখানকার জনগণের ইচ্ছা ও জাতিসংঘের প্রস্তাবের ভিত্তিতেই করতে হবে।

আরও একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। দুই দেশকে আলোচনার টেবিলে বসানোর জন্য শাহবাজ শরিফ আমিরাতের শাসক মোহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করেছেন। ভারতের চিরায়ত নীতি, কাশ্মীর সমস্যা ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপক্ষীয় বিষয়। এখানে তৃতীয় কোনো পক্ষের মধ্যস্থতার অবকাশ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও একসময় মধ্যস্থ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ভারতের মনোভাব তখনো পরিবর্তিত ছিল।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্রের মতে, পাকিস্তানকে আগে ঠিক করতে হবে তারা কী চায়। ভারত বারবার বলে এসেছে, সন্ত্রাসবাদ জিইয়ে রেখে শান্তির আলোচনা হতে পারে না। ইসলামাবাদকে আগে সব জঙ্গি ঘাঁটি ভাঙতে হবে। অবকাঠামো নষ্ট করে দিতে হবে। আন্তসীমান্ত সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করতে হবে সব ধরনের মদদ। তারপর আলোচনায় বসার মতো আন্তরিকতা দেখাতে হবে। সূত্রটির মতে, শাহবাজ শরিফের সাক্ষাৎকার ও পাকিস্তানের আবদুর রেহমান মাক্কিকে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের আন্তর্জাতিক জঙ্গি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কযুক্ত কি না, তাও দেখা হচ্ছে।

শরিফের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হওয়ার পর জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে বলেন, তাঁর আশা, দুই দেশের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারত এখন জি২০ গোষ্ঠীর সভাপতি। এটাই উপযুক্ত সময়। তিনি বলেন, দুই প্রতিবেশী নিজেদের মধ্যে কথা না বললে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে না। সন্ত্রাসবাদেরও অবসান ঘটবে না। সাবেক প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীও এ কথা মনে করতেন।

ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা ২০১৪ সালের ১৮ আগস্ট থেকে বন্ধ। ভারতের আপত্তি সত্ত্বেও ভারতে নিযুক্ত তৎকালীন পাকিস্তানের হাইকমিশনার আবদুল বাসিত কাশ্মীরের হুরিয়ত নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। তার প্রতিবাদে তৎকালীন পররাষ্ট্রসচিব সুজাতা সিং ইসলামাবাদ সফর বাতিল করে দেন। সেই থেকে আজও দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা বন্ধ। আন্তসীমান্ত সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের মদদ পুরোপুরি বন্ধ না করলে আলোচনার টেবিলে বসতে ভারত নারাজ। ভারতের সরকারি অবস্থান, কপালে বন্দুক ঠেকিয়ে আলোচনা করা যায় না।সূত্র দৈনিক প্রথম আলো


Sheikh Salim
Attorney At Law
Accidents- Personal Injury
Auto/Train/Bus/taxi, Slip & Fall, Building & Construction, Wrongful Death, Medical Malpractice, Defective Products, Insurance Law, No Fee Unless we win.
IMMIGRATION- Asylum-Deportation-Exclusion, H.P.J. R Visas, Labor Certification, Appeals and All Other Immigration Matters / Canadian Immigration
Real Estate & Business Law-
Residential & Business Closings, Incorporation, Partnership, Leases, Liquor & Beer Licenses,
Divorce ◻ Bankruptcy ◻ Civil ◻ Criminal Matters.
225 Broadway, Suite 630, New York, NY 10007
Tel: (212) 564-1619 Fax: 212 564 9639
Call For Appointment

Law Office of Mahfuzur Rahman

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।
Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
◆ ব্যাংক্রাপ্সী
◆ ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
◆ রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
◆ উইল্‌স
◆ ইনকোর্পোরেশন
◆ ক্রেডিট কনসলিডেশন
◆ পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
◆ মর্গেজ
◆ ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
◆ ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
★ পারসনাল ট্যাক্স
★ বিজনেস ট্যাক্স
★ সেল্‌স ট্যাক্স
★ বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
★ ফ্যামিলি পিটিশন
★ সিটিজেনশীপ আবেদন
★ গ্রীণকার্ড নবায়ন
★ সব ধরনের এফিডেভিট
IRS
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
★ Personal Tax
★ Business Tax
★ Sales Tax
★ Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
★ Citizenship Application
★ Family Petition
★ Green Card Renew
★ All Kinds of Affidavits
NOTARY PUBLIC

Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl. Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

## ভারতের সাথে চীনের 'ওয়াটার ওয়ার' বাংলাদেশের উদ্বেগের কারণ হতে পারে

৫ পৃষ্ঠার পর

বিষয়ক প্রকল্পগুলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে, বিশেষ করে অরুণাচল প্রদেশে। এ রাজ্যটির আছে চীনের সঙ্গে অভিন্ন সীমান্ত। চীন ড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে পানির প্রবাহকে ভিন্নখাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। চীনের ভেতরে ব্রহ্মপুত্র নদের শতকরা ৫০ ভাগ থাকার কারণে তারা এসব ড্যাম নির্মাণ করছে। তাদের এই পানি প্রবাহকে পরিবর্তন করার পাল্টা হিসেবে একটি কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে এসব পানিবিদ্যুৎ প্রকল্প।

একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেছেন, এটা শুধু ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইস্যু নয়। এটা জাতীয় ইস্যুও। তিব্বত থেকে ভারতে প্রবেশ করা ব্রহ্মপুত্র নদে বিশাল ড্যাম নির্মাণ করে সেখান থেকে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করছে চীন। অরুণাচল প্রদেশের খুব কাছে মেডংয়ে এই ড্যাম নির্মাণের পরিকল্পনা আছে চীনের। ড্যাম নির্মাণ করা হয় বিশাল সংরক্ষণ ক্ষমতাবিশিষ্ট।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, একটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে মেডং ড্যামকে ব্যবহার করতে পারে চীন। এটা একই সঙ্গে ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের জন্যও বড় উদ্বেগের কারণ হতে পারে। হিমালয়ের এই নদ ভারতে প্রবেশের আগেই তাতে ড্যাম নির্মাণ করা হচ্ছে।

ভারতের মিঠা পানির উৎসের দিক থেকে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ চাহিদা মেটায় ব্রহ্মপুত্র নদ। সূত্রগুলো বলেছে, এই ড্যাম নির্মাণের বিষয়ে উদ্বেগের কারণ হলো- চীন ব্রহ্মপুত্রের পানির প্রবাহ বদলে দেবে। সূত্রগুলো বলেছে, চীনের ড্যাম থেকে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে, তা কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে এই ১১,০০ মেগাওয়াট পানিবিদ্যুৎ বিষয়ক অরুণাচল প্রদেশের প্রকল্প।

অরুণাচল প্রদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেবে এই প্রকল্প- এমনটাই ভাবা হচ্ছে। যখন ড্যামটি নির্মিত হবে, তখন ভারতের পানি ধরে রাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। সূত্রগুলো বলেছে, এই প্রকল্পের পর বন্যার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।

## বাংলাদেশে তৈরি প্রথম রকেট উড়তে যাচ্ছে মার্চে

৫ পৃষ্ঠার পর

(এটুআই) এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমআরএএইউ) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত রকেট্রি ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ২০২২-এর বিজয়ী উদ্ভাবকদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্মেদ পলক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এয়ার ভাইস মার্শাল এ এস এম ফখরুল ইসলাম।

শিক্ষামন্ত্রী ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী পুরস্কার হিসেবে বিজয়ী উদ্ভাবক আজাদুল হককে (ব্রিজ টু বাংলাদেশ) ১ কোটি টাকা এবং উদ্ভাবক নাহিয়ান আল রহমান অলিকে (ধুমকেতু এক্স) ৫০ লাখ টাকার সিডমানি ও সার্টিফিকেট তুলে দেন।

এটুআই ও বিএসএমআরএএইউ-এর যৌথ উদ্যোগে রকেট্রি ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ২০২২ আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রতিযোগিতায় সারা দেশ থেকে আসা ১২৪টি উদ্ভাবনী আইডিয়া থেকে প্রাথমিক যাচাই-বাছাই, বুটক্যাম্প, গ্রুমিং এবং টেকনিক্যাল ইভালুয়েশন প্যানেলসহ কয়েকটি ধাপের মাধ্যমে বিচারকমন্ডলী দুটি আইডিয়াকে পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছেন।

উদ্ভাবক আজাদুল হক বাংলাদেশে মডেল রকেট উৎক্ষেপণের জন্য ইকোসিস্টেম বা সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া তৈরির পাশাপাশি রকেট্রি গবেষণা এবং উন্নয়নে একটি সংবেদনশীল ও নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র তৈরি করবেন।

উদ্ভাবক নাহিয়ান আল রহমান অলির ধুমকেতু ০.১ এর নকশা পরীক্ষা করার জন্য একটি প্রোটোটাইপ রকেট, রকেট উৎক্ষেপণ এবং নিয়ন্ত্রণ করতে নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ১০ হাজার ফুট থেকে ৩০ হাজার ফুট দূরের বায়ুমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং এতে দেশের মহাকাশ প্রযুক্তির যাত্রার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

## রিজার্ভ চুরি: বাংলাদেশের পক্ষে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রিজল ব্যাংকের আপিল

৫ পৃষ্ঠার পর

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউ ইয়র্কে (ফেড) রাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের ৮ কোটি ১০ লাখ ডলার সরিয়ে নেয়া হয় রিজল ব্যাংকে।

ওই অর্থ স্থানীয় মুদ্রা পেসোর আকারে চলে যায় তিনটি ক্যাসিনোতে। এর মধ্যে একটি ক্যাসিনোর মালিকের কাছ থেকে দেড় কোটি ডলার উদ্ধার করে ফিলিপিন্স সরকার বাংলাদেশ সরকারকে বুঝিয়ে দিলেও বাকি ৬ কোটি ৬৪ লাখ ডলার আর পাওয়া যায়নি। তার তিন বছর পর ২০১৯ সালে ওই অর্থ উদ্ধারের আশায় নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটন সাদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে একটি মামলা করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ওই মামলা খারিজে আবেদন করে আরসিবিসি।

গত বছরের এপ্রিলে নিউ ইয়র্কের আদালতে আরসিবিসির বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের মামলাটি খারিজ করে দেয়। রায়ে বলা হয়েছিল, ওই মামলা বিচারের 'পর্যাপ্ত এখতিয়ার' ওই আদালতের নেই।

এরপর বাংলাদেশ বাংকের পক্ষ থেকে নিউ ইয়র্কের 'এখতিয়ারভুক্ত' আদালতে মামলা করা হয় বলে জানিয়েছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মেজবাউল হক। রিজার্ভ থেকে চুরি যাওয়া ৮ কোটি ১০ লাখের মধ্যে ৬ কোটি ৬৪ লাখ ডলার উদ্ধারে ২০২০ সালে ওই মামলা করেছিল বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

রিজল ব্যাংক ছাড়াও এ মামলায় সোলারি রিসোর্ট অ্যান্ড ক্যাসিনো ও ম্যানিলা বে পরিচালনাকারী ব্লুমবেরি রিসোর্ট কর্পসহ ২০টি প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করা হয়। তবে রিজার্ভ চুরির অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে রিজল ব্যাংক। ২০১৬ সালে রিজার্ভ চুরির ওই ঘটনা বাংলাদেশের মানুষ জানতে পারে এক মাস পর, ফিলিপিন্সের সংবাদমাধ্যমের খবরে। তখন বিশ্বজুড়ে ঘটনাটি আলোড়ন তুলেছিল।

## বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়ার ব্র্যান্ড হুন্দাইয়ের গাড়ি

৫ পৃষ্ঠার পর

এ গাড়ির উৎপাদন শুরু করেছে ফেয়ার টেকনোলজি লিমিটেড।

গত ১৯ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে কারখানাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। এরই মধ্যে গাড়ি তৈরি সম্পন্নও করেছে প্রতিষ্ঠানটি। শিগগিরই দেশের বাজারে পাওয়া যাবে মেড ইন বাংলাদেশ হুন্দাই এসইউভি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং কিউন এবং হুন্দাই মোটর ইন্ডিয়া (এইচএমআই) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক উনসো কিমা। বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সংসদ সদস্য এবি তাজুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফেয়ার টেকনোলজির ডিরেক্টর ও সিইও মুতাসসিম দায়ান।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ, ফেয়ার গ্রুপের চেয়ারম্যান রুহুল আলম আল মাহবুব, ফেয়ার গ্রুপের চিফ মার্কেটিং অফিসার (সিএমও) মোহাম্মদ মেসবাহ উদ্দীন, ফেয়ার গ্রুপের চিফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) কাজী নাসির উদ্দিন, হেড অব কমিউনিকেশন হাসনাইন খুরশেদ।

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেন, 'দেশেই জনগণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে বিশ্বমানের গাড়ি উৎপাদন আমাদের সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে অটোমোবাইল শিল্পের বিকাশে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করছে। এ শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নয়ন এবং টেকসই বিকাশে এ নীতিমালা সহায়ক হবে। এর মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আঞ্চলিক অটোমোবাইল শিল্প উৎপাদনের কেন্দ্রে উন্নীত করা হবে।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, 'ফেয়ার টেকনোলজির হুন্দাই কারখানায় গাড়ির যন্ত্রাংশ সংযোজন ও তৈরি বাংলাদেশের অটোমোবাইল শিল্পের জন্য বড় মাইলফলক। গাড়ির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এ উদ্যোগ আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।'

ফেয়ার টেকনোলজির পরিচালক ও সিইও মুতাসসিম দায়ান বলেন, 'বিশ্বসেরা হুন্দাই গাড়ি উৎপাদনে বাংলাদেশের সক্ষমতার প্রমাণ রাখতে পেরে আমরা গর্বিত। এর মধ্য দিয়ে আরো একধাপ এগিয়ে গেল উন্নয়নশীল বাংলাদেশ।

## র‍্যাব কিছু 'উল্টাপাল্টা' কাজ করেছে, অস্বীকারের সুযোগ নেই - পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন

৯ পৃষ্ঠার পর

আর আমরা বড় ইকোনমি হয়ে যাচ্ছি, ৩৫ নম্বর ইকোনমি। সুতরাং তারা চায় আমাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে এবং আমেরিকার মূল্যবোধ, নীতি আমাদের সঙ্গে তো এক। তারা গণতন্ত্র চায়, আমরাও চাই, আমরা গণতন্ত্রের জন্য রক্ত দিয়েছি। তারা মানবাধিকার চায়, আমরাও চাই। কিছু কিছু ব্যত্যয় ঘটেছে। আমাদের যদি কোনো সমস্যা থাকে, শুধু আমাদের জানাও।

গত ১৫ জানুয়ারী রোববার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন ও পররাষ্ট্রসচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে মন্ত্রণালয়ে ডোনাল্ড লু বৈঠক করেছিলেন। বৈঠক শেষে তিনি গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, র‍্যাবের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে।

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কোন্নয়নে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের ভূমিকায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, কারণ, তিনি অর্থনৈতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। আমরা অর্থনৈতিক মুক্তি চাই, এখানে তিনি খুব ভালো ভূমিকা রাখতে পারেন। বাংলাদেশের যেসব দুর্বলতা আছে, সেগুলো দূর করার চেষ্টা অব্যাহত রাখা হবে জানিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেন, আমাদের একটি সমস্যা আছে, শ্রম ইউনিয়ন নিয়ে। আমাদের ওটাতে কাজ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বেতন, সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু আইনে কিছু গ্যাপ আছে, আমরা সেটা মেটানোর চেষ্টা করছি।

## ডোনাল্ড লু'র বক্তব্য নিয়ে সরকার মিথ্যাচার করেছে - বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

৯ পৃষ্ঠার পর

মিথ্যাচারটা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগুলো করা হয়েছে এবং সাথে সাথেই দূতাবাস তারা সেটার প্রতিবাদও জানিয়েছে।'

লু'র সফর নিয়ে বিএনপির পর্যবেক্ষণ কি জানতে চাইলে মির্জা ফখরুল বলেন, 'আমরা বরাবরই যেটা মনে করি যে, বিদেশের শক্তির ওপর নির্ভর করে কখনো গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। জনগণের শক্তির উপরেই এখানে গণতন্ত্রকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বরাবর। এবারও আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, জনগণ এই সরকারের বিরুদ্ধে জেগে উঠেছে, জনগণ সমস্ত বাধা-বিপত্তি-নির্যাতনকে উপেক্ষা করে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের যে প্রতিবাদ যেটা তারা জানাচ্ছে, সেভাবে তারা সংগঠিত হচ্ছে।'

তিনি আরো বলেন, 'আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, গণতন্ত্রের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের কমিটমেন্ট তারা খুব অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করেছে।'

এক প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, 'কীভাবে মন্ত্রীরা বলেন, নিষেধাজ্ঞা উঠে যাবে। এ কথা তিনি (লু) বলেননি। আমরা কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা আরোপে খুব আনন্দিত নই। আমরা বারবার বলেছি, এই নিষেধাজ্ঞা মানে হচ্ছে আমাদের জন্য লজ্জাজনক, বাংলাদেশের জন্য লজ্জাজনক যে, একটা প্রতিষ্ঠানের উপরে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এই নিষেধাজ্ঞা আসা উচিত সরকারের উপরে। কারণ সরকারের নির্দেশে এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে।'

নির্বাচন প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'আমাদের অবস্থান পরিষ্কার। আমরা তো বলেই দিয়েছি যে, আমরা এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে যাবো না। এটা খুব পরিষ্কার কথা। আমরা বিশ্বাস করি, এই সরকারের অধীনে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যিনি আছেন, তার অধীনে এখানে কখনোই নির্বাচন সুষ্ঠু অবাধ গ্রহণযোগ্য হতে পারবে না।

বিএনপির সঙ্গে ডোনাল্ড লু'র কোনো সাক্ষাতের কর্মসূচি ছিল কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, না আমাদের সঙ্গে তার কোনো প্রোগ্রাম ছিল না। এবার কিন্তু কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তারা কোনো বৈঠক করেনি।- বণিকবার্তা

## ভিসা জালিয়াতি: ৩ বাংলাদেশির বিরুদ্ধে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের মামলা

৫ পৃষ্ঠার পর

মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) এ বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

মামলায় অভিযোগ করা হয়েছে, ওই তিন বাংলাদেশি জালিয়াতি করে তাঁদের পাসপোর্টে মালয়েশিয়া, মালদ্বীপের নকল ভিসা ও স্ট্যাম্প দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা আবেদন করেছিলেন। পরবর্তীতে সেটি ধরা পড়ে।

মামলায় তাঁদের পাসপোর্ট নম্বর ও ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে।

এদিকে ঘটনার পর অভিযান চালিয়ে গতকাল রাতেই রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা থেকে ছয়জনকে আটক করেছে ডিবির সাইবার বিভাগ। আটককৃতরা হলেনভুভিসা আবেদনকারী ফেনীর পলাশ চন্দ্র দাস ও মাদারীপুরের মাহাবুবুর রহমান খান, ট্রাভেলার্স ডায়েরি এজেন্সির মালিক ওয়াহিদ উদ্দিন এবং তাঁর সহযোগী শফিকুল ইসলাম সুমন, আরেক ট্রাভেল এজেন্সি হ্যাপি হলিডে এজেন্সির মালিক আরিফুর রহমান ও তাঁর সহযোগী আবু জাফর।

এ ব্যাপারে ডিএমপির গুলশান জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) নিউটন দাস আজকের পত্রিকাকে বলেন, 'জালিয়াতির ঘটনায় গতকাল বুধবার রাতে মামলা হয়েছে। মামলাটির তদন্ত চলছে।' - সুত্র আজকের পত্রিকা

## মালয়েশিয়ায় জাহাজের কনটেইনারের দরজা খুলে মিলল বাংলাদেশীকিশোর

৫ পৃষ্ঠার পর

রাশেদ বলেন, জাহাজটিতে রিলায়েন্সের ১০৫টি খালি কনটেইনার ছিল। একটিতে ওই কিশোরকে উদ্ধার করা হয়েছে বলে জেনেছি। এটি নেমসন ডিপো থেকে বন্দর দিয়ে জাহাজে তুলে দেয়া হয়েছিল।

নেমসন কনটেইনার লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক কাজী মুরাদ হোসেন বলেন, 'ডিপো থেকে এক দরজা খোলা রেখে খালি কনটেইনার বন্দরে পাঠানো হয়। বন্দর ফটক দিয়ে ঢোকার সময় যাচাই করা হয়। ডিপো থেকে কারও খালি কনটেইনারে করে বন্দর ঢোকার সুযোগ নেই। খালি কনটেইনার জাহাজে তোলার আগে দরজা খুলে যাচাই করার কথা বন্দর কর্মীদের। এরপর দরজা বন্ধ করে জাহাজে তুলে দেয়া হয়।'

জাহাজটির স্থানীয় প্রতিনিধি চট্টগ্রামের কন্টিনেন্টাল ট্রেডার্স বিডি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির সহকারী ব্যবস্থাপক এস এম ফয়সল বণিক বার্তাকে বলেন, নাবিকেরা বিষয়টি আমাদের অবহিত করে মঙ্গলবার রাতে। উদ্ধার হওয়া কিশোরের বয়স ১২ হতে ১৫ বছর হতে পারে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।'

## গ্যাসের চুলায় রান্না : যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে শিশুদের হাঁপানি

৬ পৃষ্ঠার পর

চুলার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ভাবছে। সিপিএসসি গ্যাসের চুলাকে 'লুকানো বিপদ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রান্নার কাজে গ্যাস ব্যবহার নিয়ে এমন বিতর্কে রক্ষণশীল দলের অনেকে ক্ষুব্ধ। অনেকে এ জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দায়ী ভাবছেন। টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য রনি জ্যাকসন টুইটে বলেছেন, 'যদি হোয়াইট হাউসের পাগলেরা আমার চুলা নিতে আসে, তাহলে আমার হিম শীতল হাত থেকে নিতে পারে। এসো এবং নিয়ে যাও!!'

টেলিভিশনের রন্ধনশিল্পী অ্যান্ড্রু গ্রুয়েল নীল রঙের একটি টেপ দিয়ে নিজেকে গ্যাসের চুলার সঙ্গে বেঁধে প্রতিবাদ জানান। ডেমোক্র্যাটদের কয়েকজনও প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের সিনেটর জো ম্যানচিন নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকে 'বিপর্যয়ের রেসিপি' বলেছেন। গ্যাসের চুলা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে কেন এত বিতর্ক এবং তাতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩৮ শতাংশ বাড়িতে রান্নার কাজে গ্যাস স্টোভ ব্যবহার করা হয়। তবে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এই হারে তারতম্য রয়েছে। যাঁরা গ্যাসের চুলা ব্যবহারের পক্ষে, তাঁরা বলছেন, এই চুলা ব্যবহার তুলনামূলক সস্তা ও বৈদ্যুতিক চুলা থেকে কার্যকর বিকল্প। এই চুলায় যে খাবার রান্না হয়, তার স্বাদও তুলনামূলক ভালো হয়।

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান দ্য আমেরিকান গ্যাস অ্যাসোসিয়েশন কুকিংউইথগ্যাস.অর্গে গ্যাসের চুলায় রান্না করার রেসিপি প্রকাশ করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্পনসর করা পোস্টগুলোতে অনেকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠানের গ্যাসের চুলা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তবে গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত এসব সরঞ্জাম থেকে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত গ্যাস নির্গত হতে পারে। এটি স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়। বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা করে দূষণ কমিয়ে আনা যেতে পারে। তবে আবদ্ধ ঘরে দূষণ খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। জ্বলন্ত গ্যাসের চুলা থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেনসহ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়।

দ্য ইনফ্লেশন রিডাকশন অ্যাক্ট গ্যাসের চুলার বদলে বৈদ্যুতিক চুলা ব্যবহারে গ্রাহকদের উৎসাহী করতে কাজ করছে। চুলার জন্য ৮৪০ ডলার পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ শতাংশ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও কয়লা পুড়িয়ে উৎপাদন করা হয়। এ কারণে গ্যাসের বিকল্প সব সময় পরিবেশবান্ধব হয় না। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে কিছু ডেমোক্রেটিক সিটি কাউন্সিল গ্যাসের ব্যবহার সীমিত করতে আইন পাস করেছে।

২০১৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের বার্কেলি শহরে নতুন ভবনগুলো গরম রাখতে ও রান্নার কাজে জ্বালানির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। ক্যালিফোর্নিয়ার রেস্তোরাঁ অ্যাসোসিয়েশন এর বিরুদ্ধে মামলা করার চেষ্টা করে। তবে বিচারক তা খারিজ করে দেন। নিউইয়র্ক সিটিতে এ বছর নতুন কিছু ভবনে গ্যাস নিষিদ্ধ করা হবে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে একই ধরনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা গত বছর দেশটির আইনসভায় পাস হয়নি। তবে নিউইয়র্কের ডেমোক্রেটিক গভর্নর ক্যাথি হোচুল আবার চেষ্টা করতে পারেন। ২০২১ সাল থেকে ২০টিরও বেশি অঙ্গরাজ্য, যেগুলোর বেশির ভাগই রিপাবলিকানরা শাসন করেন এবং যেগুলো গ্যাস সরবরাহ করে, সেসব রাজ্যে এই নিষেধাজ্ঞাগুলো স্থগিত করতে আইন চালু হয়েছে।

১১ জানুয়ারি হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ট্রুমকা টুইটে বলেন, রান্নার কাজে গ্যাস ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কোনো পরিকল্পনা বাইডেন প্রশাসনের নেই। সিপিএসসিও কারও গ্যাসের চুলা নিতে যাবে না। তবে যদি কোনো নিষেধাজ্ঞা আসে, তাহলে তা নতুন চুলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যাদের রান্নাঘরে চুলা আছে, তারা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। সিপিএসসি এখন নতুন পণ্যের মান উন্নত করার ওপর জোর দিচ্ছে। গ্যাস স্টোভ ব্যবহারের সমর্থকদের ঠান্ডা হতে সময় দেওয়া উচিত বলেন তিনি।

## যুক্তরাষ্ট্র কি ঋণখেলাপি হওয়ার পথে

৭ পৃষ্ঠার পর

ইয়েলেন অবশ্য সতর্ক করে দিয়েছেন, এবার ঋণখেলাপি হলে অপূরণীয় ক্ষতি হবে।

মুডিস অ্যানালিটিক্সের প্রধান অর্থনীতিবিদ মার্ক জান্ডি বলেন, এমনটা ঘটলে তা হবেগুরুতর। কারণ এটি আর্থিক বাজারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং অর্থনীতিকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। অর্থনীতি গুরুতর মন্দার মধ্যে পড়বে।

তবে সরকারি অর্থ প্রদান এবং রাজস্বে অস্থিরতার কারণে সরকারের একটি ঋণখেলাপি হওয়ার সঠিক তারিখ চিহ্নিত করা কঠিন। তবে জুনের আগে এটি হওয়ার সম্ভাবনা কম বলে ট্রেজারি সেক্রেটারি ইয়েলেন মনে করছেন। সংকট এড়াতে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য ঋণের সীমা বাড়াতে পারে। দেশটির আইনপ্রণেতারা অতীতে অনেকবার এমনটা করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র ঋণখেলাপি হলে ওই দেশটিতে এবং বৈশ্বিক অর্থনীতিতে বহু ধাক্কা লাগবে। এটা ভোক্তা এবং বিনিয়োগকারীদের প্রভাবিত করতে পারে। এতে লাখ লাখ আমেরিকান পরিবার নির্দিষ্ট ফেডারেল সুবিধা, যেমন সোশ্যাল সিকিউরিটি, স্বাস্থ্যসেবা এবং পুষ্টি, ভেটেরান এবং আবাসন সম্পর্কিত অর্থ সময়মতো নাও পেতে পারেন। এতে জাতীয় প্রতিরক্ষার মতো সরকারি কার্যাবলি প্রভাবিত হতে পারে। কারণ এতে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বেতন স্থগিত হয়ে যেতে পারে।

এমনটা হলে মার্কিন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে নগদ অর্থ কম থাকবে। এই পরিস্থিতিতে একটি মন্দা অনিবার্য হতে পারে। মন্দায় হাজার হাজার চাকরি হারানো এবং উচ্চ বেকারত্বের ঝুঁকি তৈরি হবে।

বিনিয়োগকারীরা সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বন্ড এবং মার্কিন ডলারকে নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে দেখেন। বন্ডহোল্ডাররা নিশ্চিত যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের অর্থ সুদসহ সময়মতো ফেরত দেবে। কারণ মার্কিন ট্রেজারি ঋণ ঝুঁকিমুক্ত বলে সবাই বিশ্বাস করে থাকে। তবে ঋণসীমা অতিক্রম তাৎক্ষণিকভাবে বড় সমস্যা নয়।

ট্রেজারির বিল পরিশোধের জন্য অস্থায়ী বিকল্প রয়েছে। যেমন সরকারের হাতে থাকা নগদ অর্থ ব্যবহার বা যে কোনো খাত থেকে আসা রাজস্ব প্রয়োজন অনুসারে খরচ করতে পারে।

প্রয়োজনে এক্সঅসাধারণ ব্যবস্থাও প্রয়োগ করতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে নির্দিষ্ট ফেডারেল অবসর এবং অক্ষমতা তহবিলে অর্থ বরাদ্দে স্থগিতাদেশ।

পরে সেই তহবিল সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হবে। শেষ পর্যন্ত সব আর্থিক বাধ্যবাধকতা যথাসময়ে পূরণ করার জন্য অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে ঋণখেলাপের ঘটনা ঘটবে। যেমন, মার্কিন ট্রেজারি বন্ড গ্রহণকারী বিনিয়োগকারীদের অর্থ দিতে অপারগতা। যুক্তরাষ্ট্র সরকার অর্থ সংগ্রহের জন্য বন্ড বিক্রি করে থাকে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার এর আগে শুধু একবারই ঋণখেলাপি হয়েছে, সেটা ১৯৭৯ সালে। তবে তা ঘটেছিল পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে। সেই ত্রুটি দ্রুত সংশোধন করা হয়। সে সময় বিনিয়োগকারীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

## ৪ বছর পর উড়োজাহাজে হারানো ব্যাগ ফিরে পেলেন

৭ পৃষ্ঠার পর

জানিয়েছেন গাভিন। তিনি বলেন, 'বিষয়টি এমন ছিল যেন আমি ক্রিসমাসের উপহারগুলো খুলে দেখছি। বিশ্বাসই হচ্ছিল না, এই ব্যাগটি চার বছর ধরে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছে, এমনকি হন্ডুরাসেও গেছে। তবে শেষ পর্যন্ত এটি আমার কাছে ফিরে এসেছে। আর এর ভেতরে সবকিছু ঠিকঠাক আছে। ইউনাইটেড এয়ারলাইনসকে ধন্যবাদ।'

ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের একজন কর্মকর্তা বলেন, 'এত দিন পর ব্যাগ হারানো রহস্যের সমাধান করতে পেরে আমরাও খুবই আনন্দিত।'

## ১৮ হাজার কর্মী ছাঁটাই করছে অ্যামাজন

৬ পৃষ্ঠার পর

অর্থনীতিতে এক অনিশ্চিত ও কঠিন দিন গেছে এবং এটা সামনেও চলতে থাকবে। এই পরিবর্তন (ছাঁটাই) দীর্ঘমেয়াদে সুযোগ তৈরিতে আমাদের সাহায্য করবে।'

# এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

## আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

## বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

**একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।**

**প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?**

### কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

**(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)**

৭২-৩২ ব্রডওয়ে স্যুইট ৩০১-২ জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

## গিনেস বিশ্ব রেকর্ড গড়েও নিজ দেশ ভারতে অবহেলিত দৌড়বিদ সুফিয়া সুফি

৪৮ পৃষ্ঠার পর

মিডিয়াসমুহের এই রেকর্ড অবহেলা করার কারণ হয়তো তিনি একজন মুসলমান। গাল্ফ নিউজের আপলোড করা এক ভিডিওতে দেখা যায়. এই বিশ্বরেকর্ড গড়ার সাথে সাথে সুফিয়া ভারতের পতাকা গায়ে জড়িয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে।

## সমাজে আপনার সম্মান বাড়াবেন যেভাবে

৪৮ পৃষ্ঠার পর

প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন খুব সহজেই।

চলুন জেনে নেওয়া যাক যে ৫ কৌশল অবলম্বনে নিজেকে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন:

নিজের সময়কে মূল্য দিন : নিজের সময়কে মূল্য দিতে জানতে হবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আপনি যখন কাউকে বলবেন কাজে ব্যস্ত আছেন, তখন কারো ফোন ধরে বা অন্য কাজে সময় নষ্ট না করে আপনার উচিত সেই কাজ করা। অপ্রয়োজনীয় কাজ করে সময় নষ্ট করলে সবার ধারণা হবে আপনার সময়ের কোনো মূল্য নেই। অন্যরা যখন জানবে আপনার সময় অনেক মূল্যবান, তখনই তারা আপনাকে সম্মান করবে

সুন্দর এবং স্পষ্ট ভাবে কথা বলুন : কথা বলার ধরল অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই কারো সাথে কথা বলার সময় স্পষ্ট ভাবে কথা বলুন। এটি আপনাকে সবার কাছে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। সেই সঙ্গে আপনাকে মার্জিতভাবে কথা বলতে জানতে হবে। কথা বলার সময় গালিগালাজ এড়িয়ে চলতে হবে।

নীতিবোধ ঠিক রাখতে হবে : সবার জীবনে কিছু নীতি রয়েছে। এইগুলো সবসময় মেনে চলতে হবে। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের নীতি পরিবর্তন আপনাকে সমাজের চোখে সুযোগ সন্ধানী হিসেবে তুলে ধরে। তাই নীতিবোধ ঠিক রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন : আপনি যখন সবার সামনে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবেন সবাই আপনাকে সম্মান করবে। কারণ সবাই আত্মবিশ্বাসী মানুষ পছন্দ করে। তবে এর জন্য আপনাকে আপনার কথা ও কাজের মধ্যে মিল রেখে চলতে হবে।

সম্মানিত মানুষের সাথে চলাফেরা করুন : এমন মানুষের সাথে চলাফেরা করুন যাদের সমাজে সবাই সম্মান করে। সবাই সাধারণত নিজের মত মানুষের সঙ্গে থাকতে ভালোবাসে। আপনি তাদের সঙ্গে চলাফেরা করলে তাদের কাছে অনেক কিছু শিখতেও পারবেন এবং সবাই সম্মানও করবে। - টাইমস অব ইন্ডিয়া অবলম্বনে

## ব্রাজিলে সমকামী সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন বিতর্কিত রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য জর্জ সান্তোস

৬ পৃষ্ঠার পর

আগে থেকেই অবশ্য সান্তোসকে ঘিরে চলছিল বিতর্ক। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগে তাঁর পদত্যাগের আহ্বান জানিয়ে আসছিলেন রিপাবলিকান দলের কয়েক সদস্য। আর পুরুষদের নারী সেজে কোনো অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ারও ঘোর বিরোধী রিপাবলিকানরা। তাঁদের দাবি, এ ধরনের কর্মকাণ্ড শিশুদের জন্য ক্ষতিকর।

নিজে চরম রক্ষণশীল হিসেবে পরিচিত হলেও ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে 'ডোন্ট সে গে' বিলের সমর্থন জানিয়েছিলেন তিনি। ওই বিলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষে কোনো ব্যক্তির লৈঙ্গিক পরিচয় নিয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব আনা হয়েছিল। এ নিয়ে গত অক্টোবরে সান্তোস বলেছিলেন, 'আমি একজন সমকামী। বিগত কয়েক দশকে আমার পরিচয় নিয়ে কখনো কোনো সমস্যায় পড়িনি। আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে পারি, আমি সব সময় সমকামীদের পক্ষে কথা বলব।'

## আমেরিকায় এফবিসিসিআইয়ের 'গুড উইল অ্যাম্বাসেডর' হলেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের বিশ্বজিত সাহা

৪৮ পৃষ্ঠার পর

তাদের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য বিজনেস সামিটকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এমন আরও ১৫টি দেশে গুড উইল অ্যাম্বাসেডর নিয়োগ দেয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী ১১-১৩ মার্চে ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সামিট উদ্বোধন করবেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা এই সামিটে যোগ দেবেন। মিডিয়া পার্টনার হিসেবে আছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সিএনএন।

ইউএসএ-বাংলাদেশ বিজনেস লিংকসের সিইও ও মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিত সাহা আমেরিকা ও বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করছেন। এজন্য গত সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশি ইমিগ্রান্ট ডে ও ট্রেড ফেয়ার শেষে গ্রেটার নিউ ইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স তাকে ২০২২ সালের ট্রাস্টেড পার্টনার অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করে।

নিউ ইয়র্ক প্রবাসী বিশ্বজিত সাহা নিউ ইয়র্কে ২১ উদযাপন, বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে কাজ করছেন। তিনি ১৯৯২ সাল থেকে জাতিসংঘ সদর দফতরের সামনে একুশ উদযাপন ও উত্তর আমেরিকায় বাংলা বইমেলার প্রচলন করেন।

বিশ্বজিত সাহার পরিচালনায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে নির্মিত প্রথম ভিডিও প্রামাণ্যচিত্র 'বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ' ও 'সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ'। বিশ্বজিত সাহার প্রস্তাবনায় হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে ঐতিহাসিক বাংলা ভাষণের দিনটিকে (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪) নিউ ইয়র্ক স্টেট সিনেট বাংলাদেশি ইমিগ্র্যান্ট ডে ঘোষণার ঐতিহাসিক রেজুলেশন পাস করেন নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর এন্ড্রু ক্যুমো।

গত ২০২০ সালের ১৭ মার্চ (বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন) বিশ্বজিত সাহার প্রস্তাবনায় ইউনাইটেড স্টেট পোস্টাল সার্ভিস (ইউপিএস) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মাসব্যাপী স্মারক ডাকচিহ্ন প্রকাশ করে।

## নিউ ইয়র্কে অভিবাসীদের জন্য আর জায়গা খালি নেই - মেয়র এডামস

৪৮ পৃষ্ঠার পর

সহায়তায় বাইডেন প্রশাসন এ পর্যন্ত মাত্র ১০ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছে । মেয়র এরিক নিজে ডেমোক্র্যাট হলেও তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রশাসনের একজন কট্টর সমালোচক। তাঁর মতে, বিশেষ করে দেশটির দক্ষিণ সীমান্তে যে অভিবাসন সংকট চলছে, তা নিরসনে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এখনই সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

# CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

## Sarwar Chaudri, CPA

আপনি কি
ট্যাক্স ও অডিট নিয়ে চিন্তিত?
আপনার ব্যক্তিগত,
ব্যাবসায়িক ট্যাক্স ও
অডিট সংক্রান্ত
যাবতীয় প্রয়োজনে
আমাদের দক্ষ সেবা নিন

২০ বছরের অভিজ্ঞতা

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল

আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

*Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting*
*(Business & Not for Profit)*

**JACKSON HEIGHT OFFICE:**
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

**BRONX OFFICE:**
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- ASYLUM Cases
- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

Khagendra Gharti-Chhetry, Esq
Attorney-At-Law

ইমিগ্রেশনসহ যে কোন আইনি সহায়তার জন্য
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাধিক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি।
এখনো শতাধিক বাংলাদেশী
ডিটেইনির মামলা পরিচালনা করছি।

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের
বাফেলো শাখা থেকেও ইমিগ্রেশন সেবা দিচ্ছ।
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন।
বাফেলো ঠিকানা :
Nasreen K. Ahmed
Chhetry & Associates P.C.
2290 Main Street, Buffalo, NY 14214

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LLM, New York.
Cell: 646-359-3544
Direct: 646-893-6808
nasreenahmed2006@gmail.com

# CHHETRY & ASSOCIATES P.C.
363 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079 ext. 116



# York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business

Zakir H. Chowdhury
President

- Now Hiring Sales Persons
- Free Training (Free course fees for selected people)
- Earn up to 300K Yearly

Call Us: 718-255-1555 | 917-400-3880

We are Specialized in Residential, Commercial, Industrial, Bank Owned, Co-op, Condo, Buying-Selling & Rentals

718-255-4555
zchowdhury646@gmail.com
www.yorkholdingrealty.com

70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372



# DEBNATH ACCOUNTING INC.
SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
Member of National Directory of Registered Tax Professional.
Notary Public, State of New York

NOTARY PUBLIC

- TAX FILING
- NOTARY PUBLIC
- IMMIGRATION
- TRAVEL SERVICES

AUTHORIZED e-file PROVIDER

37-53, 72nd Street
Jackson Heights, NY 11372
E-mail: subalcdebnath@yahoo.com

Ph: (917) 285-5490
OPEN 7 DAYS A WEEK

# ভার্জিনিয়ার সেনেট অ্যাসেম্বলিতে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (ডব্লিউইউএসটি) ডব্লিউইউএসটির জয়গান

৪৮ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার্থী প্রতিনিধি এমএসআইটির ছাত্র নাঈম হাসান।

সেনেটরের উপস্থাপনার পর লেফটেন্যান্ট গভর্নর উইনসাম আর্ল সিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানান। পাশাপাশি তিনি যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার বিস্তার ও ভবিষ্যতের জন্য আশা জাগানিয়া অবদান রাখার জন্য ধন্যবাদ জানান।

২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ২০২১ সালে ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ বিশ্ববিদ্যালয়টির মালিকানা গ্রহণ করেন। এর পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়টি তার শিক্ষণ ও পরিচালন পদ্ধতিতে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। যার মধ্য দিয়ে এটি দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যায় ও শিক্ষার্থীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

২০২১ সালে প্রায় তিনশো শিক্ষার্থী নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর আবুবকর হানিপ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার যাত্রা শুরু করেন। দুই বছরের ব্যবধানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১২০০ এর বেশি। যার মধ্যে পাঁচ শতাধিক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলার কাম প্রাক্টিশনার শিক্ষক, সুসংগঠিত টিমওয়ার্ক, শ্রেণিকক্ষে কর্মস্থলের রেপ্লিকা সৃষ্টি করে দেওয়া বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি ও সেন্টার ফর স্টুডেন্ট সাকসেস প্রতিষ্ঠা এই সাফল্যের কারণ।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দারা ( গ্রিনকার্ড হোল্ডার) শিক্ষার্থীরাও এখন এই বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের পাঠ্যস্থল হিসেবে বেছে নিচ্ছেন।

পরে এক প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ বলেন, প্রত্যেকটা কাজেরই একটা স্বীকৃতির প্রত্যাশা থাকে। স্টেট অ্যাসেম্বলিতে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির কথা উঠে আসা একটি অন্যতম স্বীকৃতি। এতে আমাদের এগিয়ে চলার পথে নতুন উদ্দীপনা কাজ করবে। তিনি বলেন, অ্যাসেম্বলি হলে স্টেট সেনেটর ও অন্য অতিথিরা যখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়টির জন্য করতালি দিচ্ছিলেন সে সময়টি আমাকে অবশ্যই গর্বিত করেছে। দৃশ্যটি আমার দীর্ঘদিন মনে ধরে থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কারাবার্ক বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির জন্য দিনটি ছিল স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো একটি দিন।

ডব্লিউইউএসটির প্রধান অর্থ-কর্মকর্তা ফারহানা হানিপ বলেন, এই অর্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার। এতে সবাই আরও উদ্দীপ্ত হয়ে কাজ করবে। স্টেট পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি যে স্বীকৃতি পেলো নিঃসন্দেহে তা এর নতুন পথচলার উদ্দীপনা হয়ে থাকবে। একসময় ফেডারেল সরকারের পক্ষ থেকেও মিলবে এমন স্বীকৃতি এমনটাই প্রত্যাশা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত সবার।

স্টেট পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি যে স্বীকৃতি পেলো নিঃসন্দেহে তা এর নতুন পথ চলার উদ্দীপনা হয়ে থাকবে। একসময় ফেডারেল সরকারের পক্ষ থেকেও এমন স্বীকৃতি মিলবে, এমনটাই প্রত্যাশা বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্টদের।

# সৌদিকে কেন ছাড় দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

৭ পৃষ্ঠার পর

বিন সালমান পাত্তা দেননি।

এর প্রতিক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সৌদি আরবকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, সৌদিকে এর জন্য অনির্দিষ্ট 'পরিণাম' ভোগ করতে হবে। সম্পর্কের চরম অবনতির পর দুই দেশের কর্মকর্তারা একে অপরকে ছোটখাটো অপমানও করেন। তবে এ ঘটনার তিন মাস পরও সৌদি আরবের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা দেখা যাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্রকে। শাস্তিহীন রয়ে গেছেন যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান।

সৌদি আরবের বিরুদ্ধে কী ধরনের প্রতিশোধ নেওয়া হবে সে বিষয়ে বিশেষভাবে নীরব ছিলেন বাইডেন। সৌদি আরবের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাবিত পদক্ষেপের বিষয়েও নীরব থেকেছেন বাইডেন। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা চলতি জানুয়ারির শুরুতে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে বলেছিলেন, সৌদি আরবের ওপর থেকে হুমকি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে গালফ স্টেট অ্যানালিটিক্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জর্জিও ক্যাফিয়েরো বিজনেস ইনসাইডার সাময়িকীকে বলেছেন, সৌদিকে পরিণতি ভোগ করতে হবে- হোয়াইট হাউসের এমন হুমকি ম্লান হয়ে গেছে। এর একটি মূল কারণ, সৌদি আরব সরবরাহ কমিয়ে দেওয়ার কারণে তেলের দাম যে হারে বেড়ে যাবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সেটা ঘটেনি। চীনে বোভিড প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশটির অর্থনীতি শ্লথ হয়ে পড়ায় তেলের চাহিদা কমেছে। ফলে তেলের দাম আশঙ্কা অনুযায়ী বাড়েনি।

ক্যাফিয়েরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং সৌদি আরব উভয়ই অভিন্ন স্বার্থের দিকে মনোনিবেশ করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হলো ইরানের হুমকি। ইরানের নিজস্ব ওয়ারহেড (ক্ষেপণাস্ত্রের বিস্ফোরকমুখ) তৈরির ক্ষমতা সীমিত করার জন্য ২০১২ সালের পারমাণবিক চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার জন্য বাইডেন প্রশাসন যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে, দেশটি তা প্রত্যাখ্যান করেছে।

এই ইসলামিক প্রজাতন্ত্র (ইরান) রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক জোরদার করেছে। রাশিয়াকে ড্রোন সরবরাহ করেছে যা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ইউক্রেনের বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলায় ব্যবহৃত হয়েছে। ইয়েমেনে ইরানের হয়ে (প্রক্সি) যুদ্ধ চালাচ্ছে হুথিরা। দীর্ঘ এবং ব্যয়বহুল এই সংঘাতে সৌদি আরব-সমর্থিত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে হুথিরা। হিজাব নিয়ে ইরানে চলমান দাঙ্গা ইয়েমেনের সংঘাতকে বাড়িয়ে তুলতে পারে বলেও যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের কর্মকর্তাদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে।

ক্যাফিয়েরো বলেন, 'ইরানের পরিস্থিতি এখানে প্রাসঙ্গিক কারণ যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব উভয়েরই উদ্বেগ রয়েছে যে তেহরান তার অভ্যন্তরীণ অস্থিরতাকে এমনভাবে আঞ্চলিক করার চেষ্টা করছে যা আশেপাশের দেশগুলোতে আঘাত করতে পারে।'

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান- গত গত নভেম্বরে এমন একটি খবর প্রকাশ হলে যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধবিমানগুলো মহড়া দেয়, যা ইরানের আগ্রাসন প্রতিরোধে সহায়তা করার একটি পদক্ষেপ। পাশাপাশি সৌদি আরবকে বৃহত্তর নিরাপত্তা সহায়তা দেওয়া অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত বছর সৌদি আরবের কাছে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি অনুমোদন করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের কর্মকর্তারা বিজনেস ইনসাইডারকে বলেছেন, তারা একসঙ্গে তেহরানকে প্রতিহত করতে সংবেদনশীল গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান এবং সামরিক প্রকল্পে সহযোগিতা করছে।

ইরানকে নিয়ে যৌথ পারস্পরিক স্বার্থ থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরবের মধ্যে উত্তেজনা রয়েই গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে রিয়াদ।

গত ডিসেম্বরের শুরুতে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সাত বছর পর সৌদি আরব সফরে গেলে তাকে নিয়ে আরব বিশ্বের নেতাদের মধ্যে যে মাত্রার যে আগ্রহ-উচ্ছ্বাস দেখা গেছে তার নজির বিরল। সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং কাতারসহ উপসাগরীয় সহযোগিতা জোট জিসিসির সব দেশের নেতারা প্রেসিডেন্ট শির সঙ্গে বৈঠকের জন্য রিয়াদে আসেন। হাজির হন মিশর, তিউনিসিয়া, লেবানন, ইরাক এবং সুদানের শীর্ষ নেতারাও। ওই সফরে দুই দেশের মধ্যে (চীন ও সৌদি আরব) নানা ক্ষেত্রে তিন হাজার কোটি ডলার মূল্যের ৩৪টি চুক্তি ও সমঝোতা চুক্তি হয়।

প্রেসিডেন্ট শির ওই সফর এবং তাকে নিয়ে সৌদি আরবসহ আরব নেতাদের এই মাতামাতি যুক্তরাষ্ট্রের যে একবারেই পছন্দ হয়নি তাতে সন্দেহ নেই। কারণ জ্বালানি সম্পদে সমৃদ্ধ উপসাগরীয় আরব অঞ্চলকে আমেরিকা বহুদিন ধরে তাদের প্রভাব বলয়ের অন্যতম মূল কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করে এবং যে দেশের নেতাকে নিয়ে সেখানে এত উদ্দীপনা, সেই চীন বর্তমান বিশ্বে আমেরিকার এক নম্বর কৌশলগত প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, বেশ কিছুদিন ধরেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে সৌদি আরব বা ইউএইর মধ্যে, নিরাপত্তা, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কের জন্য আমেরিকার ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর তাগিদ দেখা যাচ্ছে। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং সৌদির অভ্যন্তরীণভাবে নির্মমভাবে ভিন্নমতকে যেভাবে দমন করছেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান, তা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যাপক ফাটল সৃষ্টি করতে পারে।

# বর্নাঢ্য আয়োজনে ওজনপার্কে উদ্বোধন হলো বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালাগ্রা হোম কেয়ার ইনক' 'কাচারী ঘর'

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে বাংলাদেশী অধ্যুষিত ওজনপার্কে বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্বোধন হলো স্বাস্'সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালাগ্রা হোম কেয়ার ইনক'র নতুন শাখা। 'কাচারী ঘর' নামের নতুন অফিস উদ্বোধন উপলক্ষ্যে গত ১৩ জানুয়ারী, শুক্রবার সন্ধ্যায় শাখাটিতে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আয়োজকদের দাবী এতে তিন শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশীর উপস্'তি ভিন্ন মাত্রার যোগ করে। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের গ্রামবাংলার ঐতিহ্য বৈঠকখানা তথা কাচারী ঘরের মতো এই প্রবাসেও বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালাগ্রা হোম কেয়ার ইনক'র অফিস হয়ে উঠবে প্রবাসী বাংলাদেশীদের আরেক 'কাচারী ঘর'। যেখানে ভালোবাসার ছোঁয়ায় পাওয়া যাবে স্বাস্'্য সেবা।

'ভালোবাসার সাথে সেবা' এই শ্লোগান নিয়ে ওজনপার্কে স্বাস্'সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালাগ্রা হোম কেয়ার ইনক'র নতুন শাখা 'কাচারী ঘর' নামের নতুন অফিস (১১২৭ লিবার্টি এভিনিউ) উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ঐদিন সন্ধ্যায় শাখাটিতে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর উপস্'তি ভিন্ন মাত্রার যোগ করে।

পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর বিশেষ দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরুর পর নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে হোম কেয়ার সার্ভিস-এর পথিকৃত, বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালাগ্রা হোম কেয়ার ইনক'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেন্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদের কর্মকান্ড ভিডিও'র মাধ্যমে তুলে ধরা হয়। এরপর নিউইয়র্কের বাংলা মিডিয়ার সম্পাদকদের সাথে নিয়ে ফিতা কেটে 'কাচারী ঘর' এর উদ্বোধন করেন আবু জাফর মাহমুদ।

'কাচারী ঘর' উদ্বোধনকালে আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে আবু জাফর মাহমুদ বলেন, 'ভালোবাসার সাথে সেবা' প্রদানই আমাদের লক্ষ্য। পরিবার থেকে যে ভালোবাসা-সেবা আমরা পেয়েছি তাই আমরা নিউইয়র্কের সকল প্রবাসীর মাঝে বিলিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, হোম কেয়ার সার্ভিস শুধু ব্যবসাই নয়, এটা সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সেবা।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ-এর কর্মকান্ড, সমাজসেবা, দেশপ্রেমের প্রশংসা করেন বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এসময় অন্যান্যের মধ্যে শুভে"ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টিভি'র সিইও আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলওম্যান 'বাঙালী কন্যা' শাহানা হানিফ, প্রবীণ অভিনেতা আহমদ শরীফ, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হুমায়ুন কবীর, ডা. মনজুর আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা বাবর উদ্দিন, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ। যৌথভাবে অনুষ্ঠানটি উপস্'াপনায় ছিলেন সাংবাদিক আদিত্য শাহীন এবং বাংলাদেশের সাবেক কৃতি শ্যুটার ও কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট এস এম ফেরদৌস।

এর আগে ইউএস হাউজের মাইনরিটি লীডার কংগ্রেসম্যান হাকিম জেফরিস প্রদত্ত সম্মাননা আবু জাফর মাহমুদের হাতে তুল দেন টাইম টিভি'র সিই এবং বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের। এছাড়াও নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান ও নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীওম্যান জেনিফার রাজকুমারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত সম্মাননা আবু জাফর মাহমুদের হাতে একযোগে তুলে দেন উপস্'ত নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকাসমুহের সম্পাদকবৃন্দ ।

এদিকে বাংলা সিডিপ্যাপ ও অ্যালাগ্রা হোম কেয়ার ইনক'র থেকে প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে: ওজনপার্কের অফিস উদ্বোধন করে বাংলাদেশী সমাজের প্রিয় ব্যক্তিত্ব, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ বলেন, আমার সার্থকতা, বাংলাদেশে আমরা সবাই পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে সেবা ভালোবাসা ও পারস্পারিক সম্মানবোধ ও সামাজিক মূল্যবোধ শিখেছি। আমরা সেটিই বহন করে চলেছি। এই আমেরিকান সমাজ এখন আমাদের নিয়েই। আমাদের জন্মভূমিতে মানুষের প্রতি মানুষের যে ভালোবাসা ও কল্যাণকামনা, এটিই মানুষের মানবিক অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ব নিয়েই বাংলাদেশী আমেরিকান সমাজ আমরা গড়ছি।

জনাব জাফর মাহমুদ বলেন, আমরা লড়াই করে একটা রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছি। যখন আমাদের পায়ে জুতো ছিল না, অস্ত্র দেখলেও ভয় পেতাম, সেই তরুণ যুবকরা যুদ্ধ করে রাষ্ট্র জন্ম দিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য ও উন্নত দেশ আমেরিকায় এসেছি। এখানে আমাদের যা কিছু সুন্দর, যা কিছু, মানবিক তা নিয়ে এসে প্রমাণ করেছি, ভালোবাসা ছাড়া কোনো 'কেয়ার' বা যত্ন নাই। আমাদের জন্মের সময় জীবন মৃত্যুর এক কঠিন

# KHAAMAR BAARI
# খামার বাড়ি

একটি পরিপূর্ণ গ্রোসারী ও গৃহস্থালী সামগ্রীর সেরা প্রতিষ্ঠান

● লাইভ ফিশ ● ফ্রোজেন ফিশ ● হালাল মাংস ● তাজা শাক-সবজি ● গ্রোসারী সামগ্রী ও মশলাপাতি

37-18, 73RD STEET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
TEL: 718 639 6868 EMAIL: khaamarbaari@gmai.com

## হোম কেয়ার রেখেই সকল প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা

Aasha Home Care
CDPAP and Home Care Services
আশা হোম কেয়ার

**$22.50**
/Per Hour

(646) 744-5934
(716) 772-9243

*আমরা ৭ দিনই খোলা।

আপনার পছন্দের এজেন্সি ঠিক রেখেই আমাদের ডে-কেয়ার সেবা নিতে পারেন
Aasha Social Adult Day Care

● নিজস্ব ব্যবস্থায় ডে কেয়ার আনা নেয়া ● খাবার ● খেলাধুলা ● শরীরচর্চা ● নামাজ

Eshaa Rahman
Vice President

অতিরিক্ত সেবা সমূহঃ

০১ সরকারী হাউজ রেন্ট
০২ ফুড স্ট্যাম্প
০৩ ডিসাবিলিটি বেনিফিট
০৪ ক্যাশ এসিস্ট্যান্স
০৫ সোসাল সিকিউরিটি বেনিফিট
০৬ মেডিকেইড/মেডিকেয়ার
০৭ এছাড়াও সরকারী সুবিধা পেতে আবেদন সহায়তা।

আমাদের শাখাঃ

**Jackson Heights Office:**
37-47, 73rd Street 206
Jackson Heights, NY 11432

**Jamaica Office:**
89-14 168th Street
Jamaica, NY 11432

**Bronx Office:**
3150 Rochambeau Ave, Bronx, NY 10467 Cell: (607) 796-6231, (347) 784-2849

**Buffalo Office:**
149 Milburn Street, Buffalo NY 14212, Phone: (716) 507-9890

**Buffalo Office:**
2115 Starling Ave, 2Fl, Bronx, NY 10462

**Jamaica Office:**
167-30, Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

আমাদের সকল সেবা শুধুমাত্র আপনার একটি ফোন কলের দূরত্বে

# ইতালির শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের গল্প শোনালেন রাষ্ট্রদূত শামীম আহসান

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ, অর্থনীতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্জন নিয়ে ইতালির শিক্ষার্থীদের গল্প শোনালেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. শামীম আহসান।

বাংলাদেশ দূতাবাস, রোমের অ্যাম্বাসি এডপশন প্রোগ্রাম (ইএপি)-এর মিট দ্যা স্কুলের প্রথম ধাপে মঙ্গলবার (১৭ জানুয়ারি) ইতালির সার্ডিনিয়ার ম্যাকোমারের লিসিও গ্যালিলিও গ্যালিলি স্কুলের শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশ নিয়ে গল্প শোনান রাষ্ট্রদূত।

রোমের বাংলাদেশ দূতাবাস জানায়, শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় বাংলাদেশ ও ইতালির জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সুবর্ণজয়ন্তীর চলমান উদযাপনের কথা উল্লেখ করেন।

দূতাবাসের প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) আয়শা আক্তার বাংলাদেশের ওপর একটি পাওয়ার-পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। পরে রাষ্ট্রদূত বেশ কয়েকজন তরুণ শিক্ষার্থীদের করা প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি হলভর্তি তরুণ শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ, অর্থনীতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অসামান্য অর্জন সম্পর্কে অবহিত করেন।

শিক্ষার্থীরা বিপুল আগ্রহ নিয়ে রাষ্ট্রদূতের উপস্থাপনা শোনেন। রাষ্ট্রদূত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ গ্যাভিনা ক্যাপাই, গ্লোবাল অ্যাকশনের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর মিসেস এলিসা গুইসিওকে এ আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানান। পাশাপাশি অধ্যক্ষ বাংলাদেশ দূতাবাসকেও ধন্যবাদ জানান। তিনি ইতালির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাংলাদেশকে পরিচিত করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এ ধরণের অনুষ্ঠান দুটি বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে বোঝাপড়া এবং বন্ধন তৈরি করতে সহায়তা করবে।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ আহমেদ রশীদের বড় ভাইয়ের ইন্তেকাল

নিউইয়র্ক : বিশিষ্ট সাংবাদিক, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ ও ইয়র্ক বাংলা সম্পাদক মাওলানা আহমেদ রশীদের বড় ভাই সিদ্দিক আহমদ (৪৭) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। গত ১৩ জানুয়ারী শুক্রবার তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন বলে জানা গেছে। মরহুম সিদ্দিক আহমদ সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলার নন্দির গাঁও ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি পিতা, মাতা ও দুই ছেলে, দুই মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন।

শোক প্রকাশ: এদিকে ইয়র্ক বাংলা সম্পাদক মাওলানা আহমেদ রশীদের বড় ভাই সিদ্দিক আহমদ-এর ইন্তেকালে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি আবু তাহের ও সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারুল ইসলাম এক বিবৃতিতে গভীর শোক ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

এছাড়াও মাওলানা আহমেদ রশীদের বড় ভাই সিদ্দিক আহমদ-এর ইন্তেকালে আরো শোক প্রকাশ করেছেন সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, টাইম টেলিভিশন-এর অন্যতম পরিচালক সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দীন সাগর, সাপ্তাহিক মুক্তকণ্ঠ সম্পাদক ফরিদ আলম, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সম্পাদক মমিন মজুমদার, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। খবর ইউএনএ'র।

## চা-কফির আসক্তি কমানোর ৫ উপায়

২৫ পৃষ্ঠার পর

গরম পানি ও লেবু দিয়ে দিন শুরু করতে পারেন : আপনি সকালে যখনই উঠুন চা-কফির পরিবর্তে গরম পানি এবং লেবু দিয়ে দিনের শুরুটা করতে পারেন। এতে ভিটামিন-সি পাবেন। যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। সেইসঙ্গে হজমেও সাহায্য করে। তবে খালি পেটে এই পানীয় পান করবেন না। সকালের খাবারের পর খেতে পারেন।

খাবারের তালিকায় ভারসাম্য আনুন : খাবারের তালিকায় ভারসাম্য রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। খাবারে তালিকায় পুষ্টিসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ঠিক রাখতে হবে। যা আপনার শরীরে শক্তি প্রদান করবে। যার ফলে শরীর সতেজ থাকবে। চা-কফির প্রতি আসক্তিও কমে আসবে।-এনডিটিভি অবলম্বনে

## নিউইয়র্ক স্টেট ও মহানগর বিএনপি'র সংবাদ সম্মেলনে

# তারেক রহমান ও ডা. জোবাইদা রহমানের সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

নিউইয়র্ক: বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং তার স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমানের স্াবর-অস্াবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রায়' উল্লেখ করে নিউইয়র্ক স্টেট এবং নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপিসহ যুক্তরাষ্ট্রের ১৮টি সাংগঠনিক কমিটির নেতৃবৃন্দ শেখ হাসিনার সরকারের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, বিনা ভোটে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে শেখ হাসিনা জনগণের পেছনে র‍্যাব-পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে।

তারা অভিযোগ করে বলেন, মানুষকে গুম অপহরণ করে আটকে রাখতে সরকারের নির্দেশে রাজধানীতে গোপন বন্দীখানা 'আয়নাঘর' বানানো হয়েছে। সরকার বিরোধীদলকে দমাতে খোদ বিচার বিভাগকেই শেখ হাসিনা এখন তার অবৈধ ক্ষমতার রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করছে। সরকার ক্ষমতার লালসা মেটাতে জাতীয় সংসদ, দুদক, নির্বাচন কমিশনসহ দেশের প্রতিটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকেও ধ্বংস অফ ডেমোক্রেসি' বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাও মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। একইভাবে প্রতিদিন মিথ্যা মামলা দিয়ে সারাদেশে বিএনপির নেতাকর্মীদের হয়রানি করা হ"ছে। আমরা এই রায় ও সরকারের আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়: নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের ভোটের অধিকার আদায় এবং শেখ হাসিনার দুর্নীতি, ভোট ডাকাতির বিরুদ্ধে তারেক রহমানের নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় সারাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণ জেগে উঠেছে।

এই পরিস্িতিতে জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে দেশনায়ক তারেক রহমানকে টার্গেট করা হয়েছে। এরই অংশই হিসেবে, ২০০৭ সালের একটি মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় আদালতকে ব্যবহার করে দেশনায়ক তারেক রহমান এবং ডা. জোবাইদা রহমানের

করে দিয়েছে। গত ১৮ জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও ১৮টি সাংগঠনিক কমিটির পক্ষে নিউইয়র্ক স্টেট এবং নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি'র ব্যানারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নিউ ইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র আহ্বায়ক অলিউল্লাহ মো: আতিকুর রহমান। নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি'র আহ্বায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন এর সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিউ ইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র আহ্বায়ক অলিউল্লাহ মো: আতিকুর রহমানএবং লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র আহ্বায়ক হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্ি'ত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট, জর্জিয়া বিএনপি'র সভাপতি নাহিদুল হাসান খান সহ নিউইয়র্ক স্টেট এবং নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর-দক্ষিণ বিএনপি'র নেতৃবৃন্দ। এসময় নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি'র সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র সদস্য সচিব মো: বদিউল আলম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্ি'ত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে পঠিত লিখিত বক্তব্যে অভিযোগ করে আরো বলা হয়, অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ করে বিরোধীদলের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিচার বিভাগের আচরণ, ছাত্রলীগ-যুবলীগ কিংবা র‍্যাব-পুলিশের ভূমিকা চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের চেয়েও নিম্নমানের। হাতুড়ী, লগি বৈঠা হাতে নিয়ে ছাত্রলীগ-যুবলীগ এবং পুলিশের ইউনিফর্ম পরিধান করে অস্ত্র হাতে বিপ্লব-মেহেদী-হারুন চক্র বিরোধী দলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালাে"ছ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং তার সহধর্মিনী ডা: জোবাইদা রহমানের স্াবর-অস্াবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ আর 'মাদার সম্পত্তি ক্রোকের রায় বের করে নেয়া হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

সংবাদ সম্মেলনে দেশব্যাপী বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে প্রায় ৪০ লাখ মামলা বিচারাধীন, ছাত্রলীগ-যুবলীগ ও র‍্যাব-পুলিশের বাড়াবাড়ী, সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যার বিচার না হওয়া, ওয়াসার এমডি তাসকিন এ খান ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি'র আমেরিকায় কোটি কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ প্রভৃতির ঘটনা তুলে ধরেন এবং নেতৃবৃন্দ নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠা এবং ভোটাধিকারের দাবিতে বিএনপি ঘোষিত ১০ দফা কর্মসূচীর আলোকে প্রবাসেও আন্দোলন অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সংবাদ সম্মেলনে বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীদের মধ্যে স্টেট ও সিটি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক শাহাদৎ হোসেন রাজু, আলমগীর মৃধা, নাসিম আহমেদ, খলকুর রহমান, মোতাহার হোসেন ও আনিসুর রহমান, লং আইল্যান্ড বিএনপি'র সভাপতি মিয়া আলম পাখি, সদস্য মনিরুল ইসলাম মনির, জাফর তালুকদার, লিয়াকত আলী, সৈয়দ গৌসুল হোসেন, ভিপি জসিম উদ্দিন, সোরহাব হোসেন, কামরুল হাসান, মোহাম্মদ বা"চু মিয়া, এজিএস জাগাঙ্গীর হোসাইন, তানিম চৌধুরী, আনোয়ার হোসেন প্রমুখ উপস্ি'ত ছিলেন।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র ১৮টি সাংগঠনিক কমিটিগুলোর মধ্যে রয়েছে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ ও উত্তর বিএনপি, কার্লিফোনিয়া, শিকাগো, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, ম্যারিল্যান্ড, মিশিগান, নিউ ইংল্যান্ড (বষ্টন), নিউজার্সী উত্তর ও দক্ষিণ, ওহাইও, পেলসেনভেনিয়া, টেক্সাস, ভার্জিনিয়া ও ওয়াশিংটন ডিসি বিএনপি। খবর ইউএনএ'র।

# নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের ওপর জাতিসংঘের কোনো চাপ নেই- স্থায়ী প্রতিনিধি মুহিত

নিউইয়র্ক: জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথমবারের মত গৃহীত "মিয়ানমারের পরিস্িতি" বিষয়ক একটি রেজুল্যুশনের আলোকে মিয়ানমারের বিদ্যমান রাজনৈতিক অস্িতিশীলতা, জরুরি অবস্া, বন্দি মুক্তিসহ বিভিন্ন বিষয় সহ রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এই সমস্যার সমাধানে আমাদের নিরলস কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অপরদিকে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে কোন চাপ বা দিক নির্দেশনা নেই বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্ায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। পাশাপাশি জাতিসংঘের পক্ষ থেকে এ ধরনের দিক নির্দেশনা দেওয়ার সুযোগও নেই বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়াও শেখ হাসিনা সরকারের 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণ কর্মসূচীর ভিত্তিতে চলতি বছরে জাতিসংঘে কাজ অব্যাহত থাকবে।

খ্রিস্টিয় নতুন বছর উপলক্ষে স্ানীয় সময় মঙ্গলবার (১৭ জানুয়ারী) সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে বাংলাদেশ স্ায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে শুভে"ছা বিনিময়কালে রাষ্ট্রদূত মুহিত উপরোক্ত কথা বলেন।

মতবিনিময়কালে রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্ায়ী প্রতিনিধি বলেন, ইতোমধ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে দুটি প্রস্তাবনা পাস হয়েছে। এ দুটি প্রস্তাবনাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ ত্বরান্বিত হতে পারে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত। এছাড়াও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে বাংলাদেশ শীর্ষ অবস্ানে রয়েছে বলে তিনি জানান।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, মিয়ানমারের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার যৌক্তিকতা নিয়ে মিয়ানমারের চ্যালেঞ্জ করা রিট আন্তর্জাতিক আদালত খারিজ করে দিয়েছে। ফলে এখন দায়ের করা মামলার কার্যক্রম চলতে আর বাধা নেই।

'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আত্মস্বীকৃত খুনি রাশেদ চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়া প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, খুনিরা প্রতিটি দেশে একটি আইনের অধীনে আশ্রয়ে আছে। তাই তাদের ফেরত নেওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দেশের আইনি কাঠামোর ওপর নির্ভর করছে। তবে খুনিদের ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিস্ট দেশের সাথে আমরা সব রকম চেষ্টাই চালিয়ে যাি"ছ।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ২৫ মার্চ আমাদের জাতীয় গণহত্যা দিবস। এটি আন্তর্জাতিকরণ এখন সময়ের দাবি।

শুভে"ছা বিনিময়কালে তার লিখিত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত ২০২২ সালে মিশন কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরে বলেন, ২০২২ সালটি আমাদের জন্য অত্যন্ত কর্মমূখর একটি বছর ছিল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, জলবায়ু পরিবর্তন, করোনা মহামারিসহ অন্যান্য বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ ও অন্যান্য সংস্াসমূহ বিশ্বের সকল মানুষের দুঃখ-দুর্দশা কমিয়ে, ভবিষ্যতে সকলের জন্য টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে কাজ করে গেছে। এসকল বৈশ্বিক ইস্যুতে এবং জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় অবস্ান নেয়ার পাশাপাশি রোহিঙ্গা ইস্যু, টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, নারীর ক্ষমতায়ন, জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমসহ আমাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে আমাদের মিশন সরব ছিল। তিনি তার লিখিত বক্তব্যে ২০২২ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের কার্যক্রম বিশেষ করে রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানকল্পে মিশনের কার্যক্রম, জাতিসংঘের রেজুল্যুশনে 'জাতির পিতা'র মহান উক্তি 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' সন্নিবেশিত, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, ২০২২ সালে বাংলাদেশ মিশন জাতিসংঘের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্া/বোর্ডের সভাপতিসহ অন্যান্য দায়িত্ব পালন, জাতিসংঘ এবং এর বিভিন্ন সংস্ার নির্বাচন, জাতিসংঘে শান্তির সংস্কৃতি বিষয়ক রেজুলেশন ও এ সংক্রান্ত উ"চ পর্যায়ের সভায় নেতৃত্ব প্রদান, জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন, জনকূটনীতি প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেন। এছাড়াও স্ায়ী প্রতিনিধি মুহিত তার বক্তব্যে ২০২৩ সালে মিশনের কার্যক্রমের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন। এতে তিনি রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে সাধারণ পরিষদ এবং নিরাপত্তা পরিষদে সক্রিয় থ াকা সহ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের খুনিদেরকে দেশে ফেরত নেয়া, জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে বাংলাদেশের সফলতা, ২৫ মার্চ জাতীয় গণহত্যা দিবস-কে আন্তর্জাতিকরণ প্রভৃতি বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানান।

অন্যান্য প্রসঙ্গ: জাতিসংঘের স্ায়ী প্রতিনিধি হিসেবে এপর্যন্ত দায়িত্ব পালনকালে কোন ব্যর্থতা আছে কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, বলা যায় আমি এখনো নতুন, তাই ব্যর্থতা মূল্যায়ন করার সময় আসেনি। তবে দায়িত্ব পালনে সবার সহযোগিতা চাই।

'মিশন ও কনস্যুলেট'-এর যৌথ উদোগে বাংলাদেশের জাতীয় দিবসগুলো উদযাপন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, আমাদের কাজ জাতিসংঘ ঘিরে। কনস্যুলেট বাংলাদেশ দূতাবাসের নিয়ন্ত্রনে। ফলে আমাদেরকে আমাদের জুরিডেকশনে থেকে আর কনস্যুলেটকে তাদের মতো করে কাজ করতে হয়।

তিন বা ছয় মাস অন্তর অন্তর এমন মতবিনিময় করা যায় কিনা এমন এক প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রদূত মুহিত বলেন, ইয়েস আমরা তা করতে পারি। এতে মিশন ও সাংবাদিকদের কাজের গতি ও স্ব"ছতা বাড়বে। নিউইয়র্কের মিডিয়াগুলো শুধু সেবা দিয়েই যা"ছ, মিশন থেকে মিডিয়াগুলো কোন সেবা পা"ছ না এমন এক প্রশ্নের জবাবে মিশন প্রধান বলেন, বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, আমরা চেষ্টা করবো।

স্ায়ী প্রতিনিধি মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত-এর মতবিনিময়কালে মিয়ানমারে সদ্য নিযুক্ত বাংলাদেশের নবনিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের উপ-স্ায়ী প্রতিনিধি ডা. মনোয়ার হোসেন তার পাশে ছিলেন। এছাড়াও মিশনের অন্যান্য কর্মকর্তা এসময় উপস্ি"ত ছিলেন। উল্লেখ্য, গত বছরের আগস্ট মাসে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত জাতিসংঘের বাংলাদেশ মিশনে স্ায়ী প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। খবর ইউএনএ'র। ছবি: নিহার সিদ্দিকী

# চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকার সদস্য সংগ্রহ অভিযান উদ্বোধন

নিউ ইয়র্ক: গত ১৪ই মার্চ শনিবার সন্ধ্যা ৬ টায় চিটাগাং এসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা ইনক -এর সদস্য নবায়নেরকার্মসুচী উদ্বোধন করা হয়েছে। এই উদ্বোধনী অনুস্টানে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন সাবেক সভাপতি কাজী আজম, সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার সৈয়দ এম রেজা, অন্তর্বতী কালীন কমিটির সদস্য যথাক্রমে সর্ব জনাব নরুলআনোয়ার, মাকসুদুল হক চৌধুরী, তারিকুল হায়দার চৌধুরী, মোহাম্মদ আবু তাহের, আহসান হাবীব, আবুলকাসেম, মোক্তাদির বিল্লাহ, সুমন উদ্দীন, মোহাম্মদ হারুন, আজীবন সদস্য মোহাম্মদ শফিউল আলম, সদস্য নাজিম উদ্দীন সহ বেশ কিছু চট্রগ্রাম বাসী উপস্থিত ছিলেন ।বক্তারা বলেন চট্রগ্রাম সমিতি এই প্রবাসের একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠন, কিন্তু নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই ও

বেশকিছু অনিয়মের কারনে সাধারন চট্রগ্রামবাসী এই সংগঠনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। বর্তমান অন্তর্বতীকালীন কমিটি সংগঠনঠিকে তার পুরনোঐতিহ্য ফিরিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ ভাবে সকলকে সাথে নিয়ে কাজকরার প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।যদিও সদস্য সংগ্রহের প্রথমদিন ছিল বৈরী আবহাওয়া তারপরও বেশ কয়েকটিনতুন সাধারন সদস্য এবং একজন আজীবন সদস্যের ফরম জমা পড়েছে । উল্লেখ্য গত প্রায় কয়েক বছর থেকে চট্রগ্রাম সমিতি প্রকাশ্যে দুটি গ্রুপে বিভক্ত, কিন্তু গত নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহেউভয় গ্রুপের সম্মতিতে এবং যৌথ আহবানে সাধারন সভা অনুস্টিত হয়, উক্ত সাধারন সভায় উপস্থিত সকলেরসম্মতিতে ১৫ সদস্য বিশিস্ট একটি অন্তর্বতী কালীন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই অন্তর্বতী কালীন কমিটির কাজহচ্ছে সদস্য তালিকা চুড়ান্ত করা, গত হয়ে যাওয়া কয়েকটি কমিটির ( যারা হিসাব দেয়নি) তাদের হিসাব নেয়া ।সকলের নিকট গ্রহন যোগ্য একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। উপরোক্তকর্মসুচীর আলোকে পুর্বের কমিটি সমুহের কাছে হিসাব চেয়ে চিঠি ইতিমধ্যে ডাক যোগে প্রেরনের ব্যবস্থা গ্রহন করাহয়েছে। নতুন সদস্য সংগ্রহ শুরু করা হলো যা আগামী ১৯ শে মার্চ ২০২৩ সাল পর্যন্ত চলবে। এবার সদস্য হওয়ারক্ষেত্রে অতীতের অনিয়ম ঠেকাতে বেশ কিছু নতুন নিয়মাবলী গ্রহন করা হয়েছে যেমন একজন ব্যক্তি শুধু মাত্র তারপরিবারের সদস্যদের ফরম জমা করতে পারবেন এবং পরিবার প্রধানের আইডির স্বাক্ষরের সাথে ফরমের স্বাক্ষরমিল থাকতে হবে, সদস্য হওয়ার জন্য সরাসরি সমিতির কার্যালয়ে, কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় এবংব্রংক্সে কিছু নিদ্দিস্ট জায়গা ফরম জমা দেয়ার জন্য নির্ধারন করে দেয়া হয়েছে। এছাড়া পোস্ট মেইলে এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সদস্য ফরম জমা করা যাবে। সদস্য ফি পুর্বের ন্যায় এবারো কোন পরিবর্তন করা হয়নি যেমনসাধারন সদস্য ২৪ ডলার দুবছরের জন্য এবং আজীবন সদস্য ৫০০ ডলার রাখা হয়েছে। বক্তারা আরো বলেন যারা আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে আগ্রহী তাদেরকে অবশ্যই আগামী ১৯শে মার্চ ২০২৩ তারিখের মধ্যে সদস্য হতেহবে। তারা আরো আশা প্রকাশ করেন সমিতির বৃহত্তর স্বার্থে সকল চট্রগ্রামবাসী নিজ উদ্যোগে সদস্য হয়ে প্রবাসের এই ঐতিহ্যবাহী সংগঠনটিকে আরো গতিশীল করতে সহায়তা করবেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

## শীতেও পানি পান করা জরুরি

২৪ পৃষ্ঠার পর

পানি হিসাব করা হয়। এটি একটি প্রচলিত কথা। খুব সহজভাবে হিসাব করা হয় যে একজন মানুষের ওজনকে ০.০৩৩ দিয়ে ভাগ করলে যা পাওয়া যায়, তাকে দৈনিক তত মিলিলিটার পানি পান করতে হবে। তাই একজন ৭০ কেজি ওজনের মানুষের দৈনিক কমপক্ষে ২ লিটার বা ১০ গ্লাস পানি পান করা উচিত।

ঠান্ডা নাকি গরম পানি

পানি তো পান করতে হবে, কিন্তু সেই পানি কেমন হলে বেশি স্বাস্থ্যসম্মত হবে, ঠান্ডা নাকি কুসুম গরম। এ প্রশ্ন কখনো কখনো আমাদের মনে জাগে। ঠান্ডা বা কুসুম গরম পানির পক্ষে-বিপক্ষে অনেক যুক্তি থাকলেও সেগুলোর বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ খুব একটা নেই।

কুসুম গরম পানি পানে শ্বাসতন্ত্রের বিভিন্ন প্রদাহ, হজমের সমস্যা, মাথাব্যথা, ক্লান্তিবোধ ইত্যাদি বিষয়ে উপকার পাওয়া যায়। আবার ঠান্ডা পানি বা বরফের টুকরোমিশ্রিত পানি পানে তীব্র পিপাসা নিবারণে এবং একসঙ্গে বেশি পানি পান করতে সাহায্য করে। তাই ব্যক্তি যে তাপমাত্রার পানি পানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং পর্যাপ্ত পান করতে পারেন, সেটাই তাঁর গ্রহণ করা উচিত। যদিও বিশেষজ্ঞরা রুম তাপমাত্রার পানিকে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে করেন।

- ডা. তাহমিদা খানম, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

# নিউ ইয়র্কে শো'টাইম মিউজিক-এর জমজমাট পিঠা উৎসব, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা

নিউ ইয়র্ক : গত ১৫ জানুয়ারি রবিবার সন্ধ্যায় উডসাইডের কুইন্স প্যালেসে জমজমাট আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়েছে শো'টাইম মিউজিক-এর দিনব্যাপী পিঠা উৎসব। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির উপচেপড়া ভিড় ছিল এ উৎসবে। অনুষ্ঠান মঞ্চে ছিল মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। পিঠা উৎসবের বিভিন্ন স্টলে ছিল বাংলাদেশের গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পুলি, ভাপা, চিতই, পাটিসাপটা, মাংস পিঠা, নকশা, পাকন, শামুক, ডিম, মিঠা, ক্ষীরপুলি, নারিকেল পুলি, আনারকলি, দুধসাগর, সন্দেশ প্রভৃতি নামে অর্ধশতাধিক পিঠার সমারোহ।

কামরুজ্জামান বাবুর উপস্থাপনায় মঞ্চের পরিবেশনায় ছিল নৃত্য ও সঙ্গীত।জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী আলী মাহমুদ, চন্দন চৌধুরী, শাহ মাহবুব, কামরুজ্জামান বকুল, নীলিমা শশী, শাহরীন সুলতানা, মরিয়ম মারিয়া, লিমন চৌধুরী, শামীম সিদ্দিকী, মাহজাবিন মেহা, সেলিম ইব্রাহিম ও রেদোয়ান আহমদ প্রমুখের গানে মুগ্ধ হন আগত প্রবাসীরা।

পিঠা উৎসবের প্রধান অতিথি ছিলেন চিকিৎসক চৌধুরী সারোয়ারুল হাসান। উৎসবের উদ্বোধন করেন রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজিম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন শোটাইম মিউজিকের প্রধান আলমগীর খান আলম। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবু বকর হানিপ, অনুষ্ঠানের মিডিয়া পার্টনার টাইম টিভি-র সিইও আবু তাহের, চলচিত্র অভিনেতা আহমেদ শরীফ, মূলধারার রাজনীতিক ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী গিয়াস আহমেদ, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট নাসির আলী খান পল, মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ এন মজুমদার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট কাজী আজম, রিয়েলটর মাসুদ হোসেন সিরাজী প্রমুখ।

পিঠা উৎসবের গ্র্যান্ড স্পন্সর ছিলেন শাহনেওয়াজ, মূলধারার রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক ও রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী মইনুল ইসলাম, ববসায়ী আমির হোসেন কামাল, বিলাল চৌধুরী, দুলাল বেহেদু ও মোশাররফ মিয়া। পিঠা উৎসবের আয়োজনে সহযোগিতায় ছিলেন আশা হোমকেয়ার প্রেসিডেন্ট আকাশ রহমান।

অনুষ্ঠানে আয়োজকরা প্রবীণ কমিউনিটি লিডার নাসির আলী খান পলের সম্মানে তার জন্মদিনের কেক কাটেন।

# ‘ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্ট ইউএসএ’র বাংলাদেশ ডে প্যারেড উদযাপন উপলক্ষে মতবিনিময় সভা

নিউইয়র্কে ‘ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্ট ইউএসএ’র উদ্যোগে ১ম বারের মত উৎযাপিত হচ্ছে বাংলাদেশ ডে প্যারেড উদযাপন।বাংলাদেশ প্যারেড ডে বাংলাদেশের বিশাল জাতীয় পতাকা নিয়ে শত শিল্পীদের কণ্ঠে আমেরিকায় কুইন্স এর আকাশ বাতাস আলোড়িত হবে। এই উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য গত ৬ই জানুয়ারী শুক্রবার জ্যাকসন হাইটস্থ মুন লাইট পার্টি সেন্টারে পুলিশের উধ্বর্তন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে উক্ত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের প্রেসিডেন্ট শাহ শহীদুল হক সাঈদ। অনুষ্ঠান পরিচালনা ও বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সুবাহান। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ডে প্যারেড এর আহ্বায়ক নুরুজ্জামান সরদার, সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর আলম জয়। বক্তব্য রাখেন ১১৫ নং প্রিসেন্টের প্রধান কর্মকর্তা জামিন আল তাহেরী, কমিউনিটি মেয়রের ডিটেকটিভ মিয়াকং মাইক, আসেফ বারী টুটুল, জেবিবিএর সাধারণ সম্পাদক ও সিটি মেয়রের এশিয়ান বিষয়ক উপদেষ্টা ফাহাদ সোলায়মান, জেবিবি এর সাধারণ সম্পাদক তারিক হাসান খান। আরও উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল আই নিউইয়র্ক প্রতিনিধি রাশেদ আহমেদ, এটিএন বাংলা প্রতিনিধি কানু দত্ত, জেবিবিএ এর উপদেষ্টা মহসীন ননী, শিল্পকলা একাডেমীর প্রেসিডেন্ট মনিকা রায়, ডাঃ নার্গিস আহম্মেদ, বাবলী হক, এইচ এম ইকবাল, মাসুদ সিরাজী, মোঃ সংগ্রাম, ড. রফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

আগামী গ্রীষ্মে ‘ওয়ার্ল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভলপমেন্ট এর নেতৃত্বে বাংলাদেশী কমিউনিটির সার্বিক সহযোগিতায় ঐতিহাসিক বাংলাদেশ ডে প্যারেড অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করতে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সকল এর প্রতি বিনীত অনুরোধ জানানো হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌সের ওমরা হজ্ব বিষয়ক কর্মশালা সম্পন্ন

নিউ ইয়র্ক: গত ৩ জানুয়ারী জ্যাকসন হাইটসের ৭৩ স্ট্রীটে অবস্ি’ত কর্ণফুলী ট্রাভেলসের অফিসে ওমরা হজ্ব বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ওমরা হজ্ব সংক্রান্ত বিষয়, কিভাবে হাজীদের সেবা দেওয়া হবে এবং ওমরা হজ্ব পালনে বিভিন্ন রকম পরামর্শসহ যাবতীয় পরামর্শ দেওয়া হয়। কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স এর প্রথম ওমরা হজ্ব গ্রুপ গত ৫ আগষ্ট, ২০২২ তারিখে ওমরা পালনে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে পর্যায়ক্রমে প্রতি মাসে ২ থেকে ৩ টা করে গ্রুপ উমরা হজ্ব পালনে যা”ছন কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স এর তত্তাবধানে।

প্রতিটি গ্রুপের প্য াকেজে ৫ তারকা হোটেলে থাকার ব্য বস্া করা হয়। প্রতি প্যাকেজে যে সব সার্ভিসগুলো থাকে প্রথমত: এয়ার লাইন্স টিকেট, ৫ তারকা হোটেল, ভিসা, ট্রান্সপোর্টেশন, এয়ারপোর্ট থেকে পিকআপ, এয়ারপোর্টে ড্রপঅপসহ ওমরা হজ্ব গাইড। তারপরও কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স এর নিজস্ব গাইড থাকে সৌদিতে যেকোন প্রকার সহযোগিতার জন্য। কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স এর প্যাকেজের হোটেল রুম শেয়ার নয়, ফ্যামিলিওয়াজ রুম বরাদ্দ করা হয়। যদি সিঙ্গেল হয় সেক্ষেত্রে রুম শেয়ার করা হয় শুধুমাত্র প্যাকেজের মূল্য যাতে সাধ্যের মধ্যে থাকে। ২০২৩ সালের প্রথম যে গ্রুপ জানুয়ারী ১৬ তারিখে কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স এর পক্ষথেকে পাঠানো হয়েছে তাদের সবাইকে জানুয়ারীর ৩ তারিখে নিজস্ব অফিসে আসার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল, অনেকে এসেছেন অনেকেই সময়ের অভাবে আসতে পারেননি। ইতিমধ্যে সব হাজীরা মক্কা মদিনায় অবস্’ান করছেন। কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স দীর্ঘদিন আপনাদের সহযোগিতায় এই ভাবে সেবা দিয়ে যা”ছন। বিস্তারিত আরো কিছু তথ্যের জন্য কর্ণফুলী ট্রাভেল্‌স এর অফিসে যোগাযোগ করুন, ফোন: ৭১৮-২০৫-৬০৫০/৯১৭-৬৯১-৭৭২১। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

# জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা’র জন্য কেনা বাড়ীকে অবিলম্বে স্বীকৃতি ও স্বাগত জানানোর অনুরোধ সাবেক সভাপতি মাহবুবুর রহমানের

নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক’র জন্য কেনা বাড়ীকে অবিলম্বে স্বীকৃতি ও স্বাগত জানানোর অনুরোধ জানিয়েছেন সংগঠনটির সাবেক সভাপতি সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান।

তিনি এক বিবৃতিতে স্বাগত ‘জালালাবাদ ভবন’ উল্লেখ করে বলেন, নিউইয়র্কে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের জন্য কেনা বাড়ীকে অবিলম্বে স্বীকৃতি ও স্বাগত জানানোর জন্য সকলের প্রতি আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আসুন, নিজস্ব ভবনে আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করি।

মাহবুবুর রহমান বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, আমি, মাহবুবুর রহমান, ত্রিশ বছর আগে জালালাবাদের সভাপতি ছিলাম। আমার পরে এক ডজনেরও বেশী কমিটি জালালাবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন বা করছেন। আমরা নির্বাচনী অঙ্গীকারে, সভা-সমাবেশে নানাভাবে আশ্বাস দিয়েছি, কেউ কেউ প্রচেষ্টাও নিয়েছি নিজস্ব ভবনের। কিন্তু পারিনি। ‘৯ মণ ঘিও মেলেনি, রাধার নাচও হয়নি’। আমাদের স্বপ্ন অধরাই থেকে গেছে।

আমেরিকার ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমে ‘নন-প্রফিট’ প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ প্রাপ্তি এক দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব ভবন কেনার সময় মরহুম এনামুল মালিক বড় অংকের অর্থ কর্জ দিয়েছিলেন। পরে সোসাইটি সে অর্থ পরিশোধ করে। মোহাম্মদ আজিজ সভাপতি ও রানা ফেরদৌস চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন মরহুম মালিকের পাওনার সর্বশেষ কিস্তি পরিশোধ করা হয়।

জালালাবাদ এসোসিয়েশন একটি নন-প্রফিট অর্গানাইজেশন হওয়ায় এর নামে ঋণ পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম বিদায়ী সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ পৃথক কর্পোরেশন গঠন করে জালালাবাদের জন্য একটি বাড়ী কিনেন যা স্বপ্ন পূরণেন দ্বার খুলে দেয়। এ অবস্থায় যেখানে মইনুল ইসলামকে অভিনন্দন জানানোর কথা সেখানে তাঁকে তিরস্কার আয়োজনের খবর শুনে বিস্মিত হয়েছি। এ যেন ‘ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারার গোসাই’।

মাহবুবুর রহমান উল্লেখ করেন, মইনুল ইসলামের স্টেটমেন্ট (নীচে দেয়া আছে ইংরেজীতে) পড়েছি। আমি সন্তুষ্ট এতে। ভালো লোকেশন। বাংলা পত্রিকা ও সাপ্তাহিক নিউইয়র্কের অফিস ছিল এক ব্লক পরেই। ভবনের আয় ভালো। মর্টগেজ দেয়ার পর হাতে অর্থ থাকবে। এসোসিয়েশনকে ঘর□ভাড়া দিতে হবে না, এখন যা দেয়া হয় গাঁটের কড়ি খরচ করে। ভবনে সমাজকল্যাণ কাজের সুযোগও রয়েছে। এ ছাড়া ঘরের দাম ইতিমধ্যে অর্ধ মিলিয়ন ডলার বেড়েছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, মইনুল ইসলাম বলেছেন, তিনি ভবনের মালিকানা ও রেসপন্সিবিলিটি জালালাবাদ এসোসিয়েশনের কাছে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত। আমি পরামর্শ দেবো, তা গ্রহণে এসোসিয়েশন এখনই পদক্ষেপ নেবেন এবং ভবনে জালালাবাদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করবেন।

যারা বিরোধ পছন্দ করেন, আগুনে ঘৃতাহুতি বা উস্কানী দেন, বিবাদ-বিসম্বাদকে জিইয়ে রাখেন, আপনারা তাদের পরিহার করুন। সমঝোতার জন্য চাপ দিন। এতে কমিউনিটির মঙ্গল। আমি জানি, বর্তমান সভাপতি বদরুল খান একজন ত্যাগী সাহসী নেতা। আশা করবো, সমঝোতার পথে তিনি সবার আগে থাকবেন এবং নেতৃত্ব দেবেন।

তিনি বলেন, একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, জালালাবাদের ঐক্য সম্প্রীতিকে বাইরের মানুষ সম্মান করে, শ্রদ্ধা জানায়, কোন কোন ক্ষেত্রে সমীহও করে। এই সম্মান নষ্ট হতে দেয়া যায় না। বিভেদ-বিসম্বাদে জালালাবাদকে জর্জরিত করে যারা এর ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চাইবেন জনগণ তাদের কখনো ক্ষমা করবে না।

# জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক এর বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করা দরকার - কম্যুনিটি এক্টিভিষ্ট ওয়াসী চৌধুরী

নিউ ইয়র্ক: সংগঠনের সেক্রেটারি মইনুল ইসলাম যে বাড়ি জালালাবাদ ভবন (যাহা বর্তমানে ব্যক্তি মালিকানাধীন) বলে প্রচার করছে, সেই বাড়ির ক্রয় বাবত জালালাবাদ এসোসিয়েশন এর যে পরিমান টাকা দেওয়া হয়েছে, বাড়ি ক্রয় করতে তার অতিরিক্ত (লোন সহ, ভাড়া ও অন্যান্য এডজাস্টমেন্টের পর) যা খরচ হয়েছে, সংগঠনের উদ্যোগে সে টাকা বৃহত্তর সিলেট বাসির মধ্য থেকে ২৫-৩০ জন (সংখ্যা ভিন্ন হতে পারে) সমান ভাবে সংগঠনের স্বার্থে এককালীন সব লোন পরিশোধ করে মইনুল ইসলামের কাছ থেকে বাড়ির টাইটেল চেঞ্জ করে নেওয়ার উদ্যোগ নিতে পারেন। সেই সাথে যারা ( সেই ২৫-৩০ জন) উনাদের সম্মানার্থে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অফ আমেরিকা ইনক এর সংবিধান সংশোধন করে উনাদেরকে সংগঠনের আজীবন বোর্ড অফ ডাইরেক্টরস / ট্রাষ্টি পদে দেওয়া যেতে পারে এবং পরবর্তীতে বাড়ির বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে এই বোর্ড অফ ডিরেক্টরস / ট্রাষ্টির ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠে অনুমোদন লাগবে বলে সংবিধানে উল্লেখ করা যেতে পারে অথবা জালালাবাদ এসোসিয়েশন বৃহত্তর সিলেটবাসী সবার কাছ থেকে টাকা তুলে লোন সহ অন্যান্য সমুদয় খরচ দিয়ে বাড়ির টাইটেল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নিতে পারেন। মহান আল্লাহতায়ালা / সৃষ্টিকর্তা সহায় হোন।

# বর্ণাঢ্য আয়োজনে জ্যামাইকায় কর্ণফুলী ট্যাক্স ইনক'র নতুন অফিস উদ্বোধন

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যামাইকায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে উদ্বোধন হলো কর্ণফুলী ট্যাক্স ইনক'র নতুন অফিস। দীর্ঘ দিন ধরে পরিচালিত জ্যাকসন হাইটসের পর লং আইল্যান্ডের গ্রাহকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ১৬৭-১৮ হিলসাইড এভিনিউ ঠিকানায় জ্যামাইকা শাখা চালু করা হলো।

আগামী ২৩ জানুয়ারী সোমবার থেকে শুরু হ"ছ ট্যাক্স ফাইলিং সিজন। আর এই সিজনকে সামনে রেখে নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ড সহ স"ানীয় গ্রাহকদের সুবিধার জন্য জ্যামাইকায় উদ্বোধন হলো কর্ণফুলী ট্যাক্স ইনক'র নতুন অফিস। শুক্রবার (২০ জানুয়ারী) বাদ জুম্মা বিশেষ দোয়া মাহফিল আর ফিতা কেটে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করা হয়। দোয়া মাহফিল ও

বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের খতিব ও ইমাম মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ।

প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধনকালে কর্ণফুলী ট্যাক্স ইনক'র কর্ণধার মোহাম্মদ হাসেম বলেন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটি বাড়ছে। তাই কমিউনিটির সেবাই আমাদের লক্ষ্য। তিনি জানান, জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকা শাখার পর বাফেলোতে বসবাকারী বাংলাদেশীদের সেবার লক্ষ্যে সেখানেও নতুন শাখা খোলা হবে কর্ণফুলী ট্যাক্স ইনক'র শাখা।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে টাইম টেলিভিশন-এর সিইও এবং বাংলা পত্রিকা সম্পাদক আবু তাহের, জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ, হাফেজ রফিকুল ইমলাম, মুফতি আব্দুল মালেক প্রমুখ উপস্থি"ত ছিলেন।

পরে কর্ণফুলী ট্যাক্স ইনক'র জ্যামাইকা শাখার অফিস সকারীদের সাথে নিয়ে ফিতা কেটে প্রতিষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন মোহাম্মদ হাসেম। খবর ইউএনএ'র।

# গাজীপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক্ এর কার্যকরী কমিটির এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত

নিউ ইয়র্ক: গত ১৬ জানুয়ারি,সোমবার জ্যাকসন হাইটস্ এ "মামা'স পার্টি হলে" গাজীপুর জেলা এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনক্" এর কার্যকরী কমিটির এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি এমডি এ জুয়েল এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসহাক মোল্লা বাবুর সঞ্চালনায় গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ মুলক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্মানিত প্রধান উপদেষ্টা, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও নির্বাচন কমিশন সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল মনসুর খান, উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশন সদস্য ইকবাল হোসেন ভূইয়া বাচ্চু, উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার নাইম আহমেদ, উপদেষ্টা, সাবেক সভাপতি ও নির্বাচন কমিশন সদস্য সচিব সিরাজুল মোড়ল বাবুল, উপদেষ্টা, সাবেক সভাপতি ও নির্বাচন কমিশন সদস্য মাসুদ রানা, উপদেষ্টা ও নির্বাচন কমিশন সদস্য হুমায়ুন ইসলাম, উপদেষ্টা তাসলিমা আহমেদ, উপদেষ্টা মেহেদী হাসান, উপদেষ্টা মনি আহমেদ, উপদেষ্টা মীর জাকির হোসেন, উপদেষ্টা মুখলেস ইসলাম, উপদেষ্টা নুরুন্নাহার বাগমার, উপদেষ্টা প্যাট্রিক রোজারিও, উপদেষ্টা মিজানুর রহমান, সহ-সভাপতিঃ গাজী এস এ জুয়েল ও সহ-সভাপতি :-ইমরানুল হক টিপু, সহ-সাধারণ সম্পাদকঃ মাহফুজুর রহমান তুহিন ও সহ-সাধারন সম্পাদক :- সবুজ মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক কাজীমউদ্দীন, কোষাধ্যক্ষ : আহসান হাবিব রতন, সহ-কোষাধ্যক্ষ : মোঃ মোস্তফা সরকার প্রচার সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, ক্রীড়া সম্পাদক : সাখাওয়াত হোসাইন, মহিলা বিষয়ক : সম্পাদিকা রত্না রোজারিও, শিক্ষা সম্পাদক : মাহবুবুল আলম, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক : হারুনুর রশিদ, সিনিয়র সম্মানিত সদস্য : রুহুল আমিন ইকবাল প্রমুখ।

উক্ত সভায় সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ আহসান হাবিব রতন অভিষেক পরবর্তী আয়-ব্যয় বিবরণী প্রকাশ করেন। আগামী একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়।

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ইফতার মাহফিল আয়োজনের স্থান ও তারিখ নির্ধারণ সহ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসহাক মোল্লা বাবু গেল অভিষেক এবং সংগঠনের পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা উপস্থিত সবার সামনে তুলে ধরেন।এবং সভাপতি এমডি এ জুয়েল সবার সম্মতি নিয়ে কতগুলো গুরুত্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পরিশেষে উপদেষ্টা মন্ডলীর সকল সদস্যবৃন্দ এবং কার্যকরী কমিটির সকল সদস্যবৃন্দকে সভায় উপস্থিত হয়ে সভাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন সভাপতি এমডি এ জুয়েল এবং সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইসহাক মোল্লা বাবু । প্রচার সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম কর্তৃক প্রচারিত

## নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব, ইয়ুথ ফোরাম ও উইমেন্স ফোরাম'র ১১তম বার্ষিক সম্মেলন :

# আমেরিকান স্বপ্ন পূরণে জোরালোভাবে মূলধারায় জড়িয়ে পড়ার আহ্বান

নিউ ইয়র্ক: আমেরিকান স্বপ্ন পূরণে আরো জোরালোভাবে মূলধারায় জড়িয়ে পড়ার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব, ইয়ুথ ফোরাম ও উইমেন্স ফোরাম'র মিট অ্যান্ড গ্রিট।গত ১৫ জানুয়ারি উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে মূলধারার এ তিনটি সংগঠনের ১১তম বার্ষিক সম্মেলনে ছিল বিশেষ সম্মাননা প্রদান ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও।

নিউ অ্যামেরিকান ইয়ুথ ফোরামের প্রেসিডেন্ট আহনাফ আলম, 'নিউ আমেরিকান উইমেন্স ফোরাম'র প্রেসিডেন্ট রুবাইয়া রহমান ও 'নিউ আমেরিকান উইমেন্স ফোরাম'র মেম্বার নুশরাত আলমের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিউ অ্যামেরিকান ডেমেক্রেটিক ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ও প্রবীণ ডেমোক্রেট নেতা মোর্শেদ আলম।

আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে বক্তৃতা করেন কমগ্রেসওম্যান ইভেট ক্লার্ক, নিউইয়র্ক স্টেট কম্পট্রোলার থমাস দিনাপলি,

নিউইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডার, স্টেট সিনেটর জন ল্যু, স্টেট সিনেটর সিনেটর টবি অ্যান স্ট্যাভিস্কি, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার ডেভিড আই ওয়েপ্রিন, অ্যাসেম্বলি মেম্বার ক্যাটালিনা ক্রুজ, অ্যাসেম্বলি মেম্বার অ্যালিসিয়া হাইন্ডম্যান, অ্যাসেম্বলি মেম্বার জেসিকা গঞ্জালেস রোজাস, অ্যাসেম্বলি মেম্বার জেনিফার রাজকুমার, অ্যাসেম্বলি মেম্বার জোরহান মান্দানি, অ্যাসেম্বলি মেম্বার স্টিভ রাগা, কাউন্সিল মেম্বার শেখর কৃষ্ণান, কাউন্সিল মেম্বার সান্দ্রা উং, কাউন্সিল মেম্বার নানতাশা উইলিয়ামস, কাউন্সিল মেম্বার লিন্ডা লি, নিউজার্সীর প্লেইনসবরো কাউন্টির কাউন্সিল মেম্বার ড. নুরুন নবী, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-পরিচালক দিলীপ চৌহান, কুইন্স ডেমক্র্যাটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, সিটি মেয়রের এশিয়া বিষয়ক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ফাহাদ সোলায়মান, ডিস্ট্রিক্ট লিডার মোফাজ্জল হোসেন, ডিস্ট্রিক্ট লিডার ডেভিড রিচার্ডস, ডিস্ট্রিক্ট লিডার আলবার্ট বলদেও, ডিস্ট্রিক্ট লিডার প্রিন্সটন, ডিস্ট্রিক্ট লিডার সিং, প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ, অনুভা শাহীন প্রমুখ।

এ সময় 'নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব', 'নিউ আমেরিকান ইয়ুথ ফোরাম' এবং 'নিউ আমেরিকান উইমেন্স ফোরাম' এর সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে আমেরিকা ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এর পর মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের প্রতি সম্মান জানানো হয়।

কমিনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্যে অনুষ্ঠানে ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির চ্যান্সেলর আবুবকর হানিপ, খলিল বিরিয়ানী হাউজের স্বত্ত্বাধিকারী মোঃ খলিলুর রহমান, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আবদুস সালাম, জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশি বিজনেস এসোসিয়েশন-জেবিবিএ'র সভাপতি মাহবুবুর রহমান টুকু, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মঞ্জুরুল হাসান, ডিএনসি মেম্বার খোরশেদ খন্দকার সহ বেশ কয়েকজনকে 'বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট' ও সাইটেশন প্রদান করা হয়। কমিউনিটি ও মূলধারায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব, ইয়ুথ ফোরাম এবং উইমেন্স ফোরাম'কেও সাইটেশন প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে ডেমোক্রেট নেতা মোর্শেদ আলম বলেন, বাংলাদেশি কমিউনিটিকে মুলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করতে ৩০ বছররের বেশি সময় ধরে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাব। মুলধারার রাজনীতিতে বাংলাদেশি-আমেরিকান প্রতিনিধি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমাদের কঠোর পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে শুরু করেছি।

নিউ অ্যামেরিকান ইয়ুথ ফোরামের প্রেসিডেন্ট আহনাফ আলম বলেন, তিনটি সংগঠনের এই আয়োজন ১১ বছরে পদার্পণ করেছে। এই আয়োজনে মুলধারার রাজনীতিবিদদের সঙ্গে বাংলাদেশি কমিউনিটির সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছি। আমাদের তিনটি সংগঠন বাংলাদেশী কমিউনিটি ও মূলধারার মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। আমাদের প্রত্যাশা এ অগ্রযাত্রায় সকলের অকুণ্ঠ সমর্থন ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

মূলধারার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সুন্দর এই আয়োজনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বহজাতিক এ সমাজে বাংলাদেশ কমিউনিটির কলেবর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশী কমিউনিটি এখন শক্তিশালী কমিউনিটি। আমেরিকা বিনির্মাণে এ কমিউনিটি অনবদ্য ভূমিকা রাখছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কমিউনিটি অনেক দূর এগিয়ে যাবে। তাদের প্রয়োজনে সম্ভাব্য সবকিছুই করব আমরা। সবশেষে পরিবেশিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।সুত্র ইউএসএনিউজ

# নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজিটে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রথম জমজমাট ফ্যামিলি নাইট

নিউ ইয়র্ক: নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশীদের সংখ্যা বাড়ছে। সেই সাথে নিউইয়র্কের বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করার সংখ্যাও বাড়ছে বাংলাদেশী আমেরিকানদের। নিউইয়র্ক সিটিতে যাতায়াতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাহন হ"ছে নিউইয়র্ক সিটি ট্রানজ্রিট। যাকে সংক্ষেপে বলা হয়ে থাকে এমটিএ। এমটিএতে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী এখন কর্মরত আছেন। তারা প্রতিদিন নিউইয়র্ক সিটির সর্বসাধারণকে সেবা দিয়ে আসছেন। বাংলাদেশী আমেরিকান এনওয়াইসিটি এ্যাম্পয়িস'র আয়োজনে গত ১৩ জানুয়ারি সন্ধ্যায় উডসাইডের গুলশান টেরেসে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম অ্যানুয়েল এনওয়াইসিটি ফ্যামিলি নাইট। ইভেন্ট অর্গাইজারের মধ্যে ছিলেন আজাদ তালুকদার, রোকসানা বেগম, রুশদি হক, জুবায়ের আহমেদ, শামীম আহমেদ, সাফওয়ান চৌধুরী, সাইফ আজাদ, দীপক দাস, গোপাল দাস, এনামুল হক জনি, মোহাম্মদ মাসুম, নাজিম উদ্দিন, ফারহানা চৌধুরী এবং আহনাফ আলম। ফ্যামিলি নটে ইটের উদ্বোধন করেন আজাদ তালুকদার। এই সময় সব আয়োজক উপস্ি'ত ছিলেন।

কয়েক পর্বের এই অনুষ্ঠানের তারেক আহমেদ ও আহনাফ আলমের সঞ্চালনায় অতিথি হিসাবে উপস্ি'ত ছিলেন টিডব্লিউ লোকাল-১০০ এর সাবেক প্রেসিডেন্ট টনি ওটানো, বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ডেভিড, ইউটিএল'র প্রেসিডেন্ট মারিও

বুচ্যারি, ক্যানেথ বালিয়ার, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন লু, নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম এবং বাংলাদেশী আমেরিকান কাউন্সিল ওম্যান শাহানা হানিফ, নিউইয়র্কস' বাংলাদেশ কন্স্যুলেটের ডেপুটি কন্সাল জেনারেল নাজমুল হাসান, কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক এ্যাট লার্জ ও বিশিষ্ট এটর্নী মঈন চৌধুরী, পুশিল অফিসার লুথ্যারেন্ট কমান্ডার শামসুল হক, লুথ্যারেন্ট ফখরুল ইসলাম, লুথ্যারেন্ট মাহবুবুর খান, নিউইয়র্ক সিটির ডেপুটি পাবলিক এডভোকেট তারিক আহমেদ।

হলভর্তি অডিটোরিয়ামে এমটিএত প্রথম বাংলাদেশী আমেরিকান (পুরুষ) মোহাম্মদ আলী এবং মহিলা নীনা রহমানকে সম্মাননাসূচক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে কাউন্সিল ওম্যান শাহানা হানিফ বলেন, আমি আপনাদের সাথে কাজ করতে চাই। কারণ আমার কাজই হলো আপনাদের নিয়ে। আপনাদের সহযোগিতায় আমি প্রথম মুসলিম এবং প্রথম বাংলাদেশী আমেরিকান কাউন্সিলওম্যান নির্বাচিত হই। তিনি বলেন, আমি আমার বাবা- মার গর্বিত সন্তান। কারণ তারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন, যে কারণে আমি আজকে এখানে পৌছাতে পেরেছি। তিনি বলেন, আমি ইতিমধ্যে ৬টি বিল পাশ করিয়েছি। আগামীতে ইমিগ্র্যান্ট কম্যুনিটির স্বার্থে কাজ করতে চাই।

তিনি বলেন, আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা এখানেই। তারপরেও আমি বাংলায় কথা বলছি। এটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনাদের সন্তানদেরও বাংলা ভাষা এবং বাংলা সংস্কৃতির সাথে রাখবেন, যাতে করে তারা যেন শিকড়কে ভুলে না যায়।

ডেপুটি কন্সাল জেনারেল নাজমুল হাসান বলেন, আজকে এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমার কাছে খুবই ভাল লাগছে। কারণ বাংলাদেশী আমেরিকানও এই দেশের বা এই সিটির উন্নয়নে কাজ করছে। তিনি বলেন, আপনাদের মনে রাখতে হবে আপনারা সত্যিকারের বাংলাদেশের প্রতিনিধি। তিনি বাংলাদেশে বৈধ পথে অর্থ প্রেরণ করার আহবান জানান এবং সেই সাথে নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতি শেখানোর আহবান জানান। তিনি আরো বলেন, আপনাদের যে কোন প্রয়োজনে কন্স্যুলেট সব সময় পাশে থাকবে।

স্টেট সিনেটর জন লু এমটিতে কর্মরত বাংলাদেশীদের অভিনন্দন জানিয়ে তাদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

এটর্নী মইন চৌধুরী বলেন, আজকের অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমার কাছে ভাল লাগছে। তিনি বলেন, আমি এজন এটর্নী হলেও আমি একজন রাজনীতিবিদ। আপনাদের যে কোন কাজে আমি সহযোগিতা করতে চাই। তিনি অনুষ্ঠানে আয়োজকদের পরিচয় করিয়ে দেন।

জুবায়ের আহমেদ সংগঠনের কর্মকান্ড তুলে ধরে বলেন, এটা আমাদের প্রথম প্রয়াস। আশা করি আগামীতে এই ধারা অব্যাহত থাকবে। তিনি অনুষ্ঠানকে সফল এবং স্বার্থক করার জন্য সকার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এ কে আজাদ তালুকদার সবাইতে স্বাগত জানিয়ে অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য এবং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

ইউনিয়ন লিডাররা বলেন, যেসব বাংলাদেশী আমেরিকান এমটিতে কাজ করছে তাদের সকল সুবিধা নিশ্চিত করা হবে এবং তাদের চাকরিও নিশ্চিত করা হবে। তারা বলেন, নিউইয়র্কে বাংলাদেশীদের সংখ্যা বাড়ছে, আগামীতে এমটিতেও বাংলাদেশীদের সংখ্যা বাড়বে।

পুলিশ অফিসাররাও এমটিতে যারা কাজ করছেন তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে এমটিএতে প্রথম বাংলাদেশী (পুরুষ) মোহাম্মদ আলী বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। তিনি এমটিতে ১৯৮৭ সালে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি ২০১৩ সাল পর্যন্ত এমটিতে কর্মরত ছিলেন। প্রথম মহিলা নীনা রহমানকেও ক্রেস্ট এবং সম্মাননা প্রদান করা হয়। তিনি ১৯৯৬ সালে এমটিএতে যোগদান করেন এবং ২০২১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ ও আমেরিকার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। পরিবেশনায় ছিলেন এনওয়াইসিটি পরিবারের সদস্যরা।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি ও কৌতুক পরিবেশন করেন গোপাল দাস, অপর্ণা রয়, সুপ্তি, সানভি, অশোক ব্যানার্জি, জামিলুর রহমান, অসীম সাহা, ইয়াসমীন রহমান, মাসতুল্লাহ, কাঞ্চন দাস, বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী তনিমা হাদী, মিতু মাহমুদ।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী মিটু আহমেদ এবং এম্পয়ি পরিবারের সদস্যরা, কবিতা আবৃত্তি করেন অসীম সাহা, অশোক ব্যানার্জি। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন তারেক আহমেদ।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

# এডিটর্স কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত

নিউ ইয়র্ক: নিউ ইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সর্বাধিক প্রচারিত ও সবচেয়ে পুরোনো ৯টি বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সংগঠন এডিটর্স কাউন্সিলের সভা গত ১৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের ইটজি চায়নিজ রেস্টুরেন্টের পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঠিকানার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এম এম শাহীনের সভাপতিত্বে সভায় সম্পাদকবৃন্দ নিজ নিজ সংবাদপত্রের সর্বশেষ অবস্া তুলে ধরেন। আমেরিকার বর্তমান মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যস্ফীতির মধ্যেও বিজ্ঞাপনদাতারা যে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করে যা"ছেন, সেজন্য সম্পাদকদবৃন্দ তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে সংবাদপত্রের ওপর আস্া ধরে রাখায় পাঠকদেরও ধন্যবাদ জানানো হয়।

সভায় সম্প্রতি ঠিকানা সম্পর্কে সাবেক সম্পাদক লাবলু আনসারের করা বিরূপ মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানানো হয়। এডিটর্স কাউন্সিলের সভায় সম্পাদকবৃন্দ লাবলু আনসারের এমন অনভিপ্রেত বক্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করে নিন্দা জানান।

বৈঠকে সম্পাদকমণ্ডলীর আলোচনায় পুনর্বার উঠে আসে বাংলাদেশ কমিউনিটির নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আজ যে মূলধারায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে নানা অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও প্রবাসীদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে তুলেছেন, তার মূলেও অন্যতম ভূমিকা পালন করেছে এবং এখনো করে চলেছে স্া'নীয় এসব সংবাদপত্র। কারণ সেই নব্বইয়ের দশক থেকে নতুন প্রজন্মের সন্তানের পিতামাতাকে সংবাদ সরবরাহের মধ্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সার্বিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে আসছে বাংলা ভাষার সংবাদপত্রগুলো।

আলোচনায় সম্পাদকবৃন্দ আরো উল্লেখ করেন, কমিউনিটিতে যখন কোনো সংগঠন নতুন ইমিগ্র্যান্টদের গাইড করার তেমন কোনো প্রচেষ্টা গ্রহণ করেনি, তখন সংবাদপত্রগুলোই সেই দায়িত্ব পালন করেছে এবং এখনো করছে।

সম্পাদকবৃন্দ ভবিষ্যতেও সমাজসেবার এই ধারা অব্যাহত রাখবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সেই সঙ্গে তারা সব বাংলাদেশিকে অভিনন্দন জানান।

সভায় বিজ্ঞাপনের বাজার সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলা হয়, সম্প্রতি বাংলাদেশিদের অনেক বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন হ"ছে নিউইয়র্কে। তাদের প্রতিষ্ঠাকল্পে সংবাদপত্রগুলো আরো কী ভূমিকা রাখতে পারে, তা খতিয়ে দেখতে হবে।

তারা বলেন, যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংবাদপত্রের সহযোগিতা পেয়েছে, তারা আজ নিউইয়র্কের মতো বহুজাতিক সিটিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে।

আলোচনায় সম্পাদকবৃন্দ বলেন, নিউইয়র্কে আমেরিকার সর্বাধিক সংখ্যক বাংলাদেশি বাস করা সত্ত্বেও কেবল সংবাদপত্রগুলোর অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালনের কারণে সেই অর্থে বড় বড় দুর্নীতি বা প্রতারণার ঘটনা নেই বললেই চলে। যারা তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নিউইয়র্ক থেকে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে এই কমিউনিটি গড়ে তুলতে অবদান রেখে চলেছেন, তাদের সেই অবদানের ইতিহাস রচনার সময় এসে গেছে বলে মন্তব্য করেন।

এডিটর্স কাউন্সিলের সভায় উপস্ি'ত ছিলেন সাপ্তাহিক ঠিকানার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি এম এম শাহীন, সাপ্তাহিক বাঙালীর সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. এম ওয়াজেদ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক জাকারিয়া মাসুদ জিকো ও সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

## গ্যাসের চুলায় রান্না : যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ছে শিশুদের হাঁপানি

৪৬ পৃষ্ঠার পর

চুলার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ভাবছে। সিপিএসসি গ্যাসের চুলাকে 'লুকানো বিপদ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রান্নার কাজে গ্যাস ব্যবহার নিয়ে এমন বিতর্কে রক্ষণশীল দলের অনেকে ক্ষুব্ধ। অনেকে এ জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দায়ী ভাবছেন। টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য রনি জ্যাকসন টুইটে বলেছেন, 'যদি হোয়াইট হাউসের পাগলেরা আমার চুলা নিতে আসে, তাহলে আমার হিম শীতল হাত থেকে নিতে পারে। এসো এবং নিয়ে যাও!!'

টেলিভিশনের রন্ধনশিল্পী অ্যান্ড্রু গ্রুয়েল নীল রঙের একটি টেপ দিয়ে নিজেকে গ্যাসের চুলার সঙ্গে বেঁধে প্রতিবাদ জানান। ডেমোক্র্যাটদের কয়েকজনও প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া অঙ্গরাজ্যের সিনেটর জো ম্যানচিন নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকে 'বিপর্যয়ের রেসিপি' বলেছেন। গ্যাসের চুলা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে কেন এত বিতর্ক এবং তাতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩৮ শতাংশ বাড়িতে রান্নার কাজে গ্যাস স্টোভ ব্যবহার করা হয়। তবে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে এই হারে তারতম্য রয়েছে। যাঁরা গ্যাসের চুলা ব্যবহারের পক্ষে, তাঁরা বলছেন, এই চুলা ব্যবহার তুলনামূলক সস্তা ও বৈদ্যুতিক চুলা থেকে কার্যকর বিকল্প। এই চুলায় যে খাবার রান্না হয়, তার স্বাদও তুলনামূলক ভালো হয়।

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান দ্য আমেরিকান গ্যাস অ্যাসোসিয়েশন কুকিংউইথগ্যাস.অর্গে গ্যাসের চুলায় রান্না করার রেসিপি প্রকাশ করা হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্পনসর করা পোস্টগুলোতে অনেকেই নিজেদের প্রতিষ্ঠানের গ্যাসের চুলা নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তবে গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত এসব সরঞ্জাম থেকে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত গ্যাস নির্গত হতে পারে। এটি স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়। বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা করে দূষণ কমিয়ে আনা যেতে পারে। তবে আবদ্ধ ঘরে দূষণ খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। জ্বলন্ত গ্যাসের চুলা থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেনসহ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়।

দ্য ইনফ্লেশন রিডাকশন অ্যাক্ট গ্যাসের চুলার বদলে বৈদ্যুতিক চুলা ব্যবহারে গ্রাহকদের উৎসাহী করতে কাজ করছে। চুলার জন্য ৮৪০ ডলার পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রে ৬০ শতাংশ বিদ্যুৎ, গ্যাস ও কয়লা পুড়িয়ে উৎপাদন করা হয়। এ কারণে গ্যাসের বিকল্প সব সময় পরিবেশবান্ধব হয় না। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাতে কিছু ডেমোক্রেটিক সিটি কাউন্সিল গ্যাসের ব্যবহার সীমিত করতে আইন পাস করেছে।

২০১৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের বার্কেলি শহরে নতুন ভবনগুলো গরম রাখতে ও রান্নার কাজে জ্বালানির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। ক্যালিফোর্নিয়ার রেস্তোরাঁ অ্যাসোসিয়েশন এর বিরুদ্ধে মামলা করার চেষ্টা করে। তবে বিচারক তা খারিজ করে দেন। নিউইয়র্ক সিটিতে এ বছর নতুন কিছু ভবনে গ্যাস নিষিদ্ধ করা হবে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যে একই ধরনের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা গত বছর দেশটির আইনসভায় পাস হয়নি। তবে নিউইয়র্কের ডেমোক্রেটিক গভর্নর ক্যাথি হোচুল আবার চেষ্টা করতে পারেন। ২০২১ সাল থেকে ২০টিরও বেশি অঙ্গরাজ্য, যেগুলোর বেশির ভাগই রিপাবলিকানরা শাসন করেন এবং যেগুলো গ্যাস সরবরাহ করে, সেসব রাজ্যে এই নিষেধাজ্ঞাগুলো স্থগিত করতে আইন চালু হয়েছে।

১১ জানুয়ারি হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র ট্রুমকা টুইটে বলেন, রান্নার কাজে গ্যাস ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কোনো পরিকল্পনা বাইডেন প্রশাসনের নেই। সিপিএসসিও কারও গ্যাসের চুলা নিতে যাবে না। তবে যদি কোনো নিষেধাজ্ঞা আসে, তাহলে তা নতুন চুলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যাদের রান্নাঘরে চুলা আছে, তারা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না। সিপিএসসি এখন নতুন পণ্যের মান উন্নত করার ওপর জোর দিচ্ছে। গ্যাস স্টোভ ব্যবহারের সমর্থকদের ঠান্ডা হতে সময় দেওয়া উচিত বলেন তিনি।

# GOLDEN AGE HOME CARE

**Licensed Home Health Care Agency**

সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী

# হোম কেয়ার

## HHA/PCA & CDPAP SERVICE

যারা হোম কেয়ার সার্ভিস পাচ্ছেন
বাড়ী ভাড়া বাবদ সরকার থেকে
**প্রতিমাসে ৮০০ ডলার পেতে পারেন**
আজই যোগাযোগ করুন

প্রশিক্ষণ ছাড়াই
ঘরে বসে আপনজনকে
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

৫জি আনলিমিটেড ইন্টারনেটসহ
স্যাংসাম গ্যালাক্সী ট্যাব
**সম্পূর্ণ ফ্রি**

## সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা

**CALL: (718) 775-7852**

**SHAH NAWAZ** MBA
President & CEO
**Cell: 646-591-8396**

Email: info@goldenagehomecare.com

| Jackson Hts Office | Bronx Office | Yonkers Office | Jamaica Ave. Office |
|---|---|---|---|
| 71-24 35th Avenue | 831 Burke Avenue | 558 E Kimball Ave | 180-15 Jamaica Ave |
| Jackson Hts, NY 11372 | Bronx, NY 10467 | Yonkers, NY 10704 | Jamaica, NY 11432 |
| Ph: 718-775-7852 | Ph: 347-449-5983 | Ph: 718-844-4092 | Ph: 718-785-6883 |
| Fax: 917-396-4115 | Fax: 347-275-9834 | Fax: 917-396-4115 | Fax: 917-396-4115 |

**www.goldenagehomecare.com**

পরিচয়
WEEKLY THE PARICHOY

# এক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ডিমের মুল্য বেড়েছে ৬০ শতাংশ, কানাডা-মেক্সিকো সীমান্তে আটক হচ্ছে ডিমের ব্যাপক চোরাচালান

পরিচয় রিপোর্ট: গত এক বছরে যুক্তরাষ্ট্রে ডিমের মুল্য বেড়েছে ৬০ শতাংশ। সেই সাথে কানাডা-মেক্সিকো সীমান্তে আটক করা হচ্ছে ডিমের ব্যাপক চোরাচালান। বাজারে ডিমের মূল্য সামান্য কমলেও এখনো গড়ে সাধারণ মাপের এক ডজন বিক্রি হচ্ছে প্রায় ৪ ডলারের কাছাকাছি যা কিছুদিন পুর্বেও ছিল ৬ থেকে ৭ ডলারের কাছাকাছি। যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ডিমের মুল্যবৃদ্ধির মূল কারণ এভিয়ান ফ্লু নামের এক রোগের প্রাদুর্ভাব - যার দরুন ৫৮ মিলিয়ন পাখী আক্রান্ত হয় এবং ৪৩ মিলিয়ন ডিম পাড়ার মুরগী মেরে ফেলতে হয়েছে বলে

জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তর।

যুক্তরাষ্ট্রে ডিমের মুল্যবৃদ্ধির কারণে কানাডা এবং মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে চোরাচালান ২০২২ সালের শেষ তিনমাসে আগের বছরের তুলনায় ১০০ ভাগের বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স। চোরাচালানে ধরা পড়লে ১০ হাজার ডলার পর্যন্ত জরিমনার বিধান রয়েছে এবং চোরাচালানের সময় আটক হওয়া ডিম কখনো ফেরত দেওয়া হয়না, ধ্বংস করে ফেলা হয়। বৈধ উপায়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশকালেও সঙ্গে ডিম কিংবা হাঁস মুরগী আনা নিষেধ।

## প্রেমের সম্পর্ক গোপন রাখবেন যেভাবে

পরিচয় ডেস্ক: সম্পর্ক নিয়ে সবার চিন্তা এক রকম নয়। কেউ প্রকাশ করতে ভালোবাসেন, কেউ চান লুকিয়ে রাখতে। অনেকে আছেন যারা নিজেকে অন্যের গসিপের অংশ বানাতে চান না বলেই নিজের প্রেমের সম্পর্কটির কথা লুকিয়ে রাখতে চান। অনেকে আবার অভিভাবক বা মা-বাবার ভয়ে প্রকাশ করতে চান না। *বাকি অংশ ২১ পৃষ্ঠায়*

## বাবা নয়, মায়ের জন্যই সন্তান বুদ্ধিমান হয় - গবেষণা

পরিচয় ডেস্ক: মা হচ্ছেন একজন পূর্ণাঙ্গ নারী, যিনি গর্ভধারণ, সন্তানের জন্ম তথা সন্তানকে বড় করে তোলেন। তিনিই অভিভাবকের ভূমিকা পালনে সক্ষম ও মা হিসেবে সর্বত্র পরিচিত।'আন্ডারস্টছান্ডিং মাদারস জেনেটিকস' নামের এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, মায়ের *বাকি অংশ ২১ পৃষ্ঠায়*

## আতঙ্কে ঢাকার ডলার ব্যবসায়ীরা, বেচাকেনায় ভাটা

পরিচয় ডেস্ক: আইনশৃঙ্খলা অভিযানের মুখে আতঙ্কে রয়েছে অবৈধভাবে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারীরা। বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রি। অবৈধদের পাশাপাশি আতঙ্কে রয়েছেন বৈধ লাইসেন্সধারী মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ীরাও। যার প্রভাব পড়েছে কার্ব মার্কেট *বাকি অংশ ২১ পৃষ্ঠায়*

## সমাজে আপনার সম্মান বাড়াবেন যেভাবে

পরিচয় ডেস্ক: মানুষ সাধারণত তার কাজের জন্য সমাজে সম্মান পেয়ে থাকেন। তবে যারা বয়সে বড় তারাও সমাজে সমাদৃত। তবে কিছু সাইকোলোজিকাল কৌশল রয়েছে যা দ্বারা আপনি সমাজে নিজেকে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

## ভার্জিনিয়ার সেনেটে অ্যাসেম্বলিতে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (ডব্লিউইউএসটি) ডব্লিউইউএসটির জয়গান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র বাংলাদেশি-আমেরিকান মালিকানাধীন বিশ্ববিদ্যালয় ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (ডব্লিউইউএসটি) নাম উঠে এলো ভার্জিনিয়ার স্টেট সেনেট অ্যাসেম্বলিতে।

বুধবার (১৮ জানুয়ারি) ভার্জিনিয়ার স্টেট সেনেট অ্যাসেম্বলিতে ফেয়ারফ্যাক্স স্টেট সেনেটর জন চ্যাপম্যান পিটারসন তার উপস্থাপনায় নিজের নির্বাচনী এলাকার এই বিশ্ববিদ্যালয়টির কথা তুলে ধরেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভার্জিনিয়ার ৪০টি ডিস্ট্রিক্টের স্টেট সেনেটররা। অ্যাসেম্বলি পরিচালনা করেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর উইনসাম আর্ল সিয়ার্স।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ইঞ্জিনিয়ার আবুবকর হানিপ ও প্রেসিডেন্ট ড. হাসান কারাবার্কের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এতে যোগ দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএফও ফারহানা হানিপ, বিজনেস স্কুলের পরিচালক অধ্যাপক ড. মার্ক রবিনসন, জেনারেল এডুকেশন অ্যান্ড সেন্টার ফর স্টুডেন্ট সাকসেসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর ড. হুয়ান লি ও *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*

## নিউ ইয়র্কে অভিবাসীদের জন্য আর জায়গা খালি নেই - মেয়র এডামস

পরিচয় রিপোর্ট: টেক্সাস-আরিজোনা সীমান্ত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা বৈধ কাগজপত্রহীন অভিবাসীদের জন্য নিউ ইয়র্ক মিটিতে আশ্রয় দেওয়ার আর কোনো জায়গা খালি নেই বলে জানিয়েছেন সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস। গত ১৫ জানুয়ারী রোববার মেক্সিকো সীমান্তবর্তী শহর এল পাসো পরিদর্শনের সময় এ কথা বলেন মেয়র। তিনি আরো বলেন সীমান্ত অতিক্রম করে আসা অভিবাসীদের নিউ ইয়র্ক সিটি সম্পর্কে ভুল ধারণা দেওয়া হচ্ছে ।

মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেন, রিপাবলিকান শাসিত শহর ফ্লোরিডা ও টেক্সাস থেকে বাস ভর্তি করে ডেমোক্র্যাট শাসিত এলাকাগুলোয় যে পরিমাণ অভিবাসী পাঠানো হচ্ছে ,তাতে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে জনবহুল শহর নিউইয়র্কে আশ্রয়ের জন্য নিউ ইয়র্ক সিটিতে একটি কক্ষও এখন খালি নেই। এ পর্যন্ত ৩৪ হাজারের বেশী অভিবাসীকে আশ্রয় ও তাদের ১১ হাজার সন্তানকে স্কুলে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছে নিউ ইয়র্ক সিটি।

মেয়র এরিক অ্যাডামস আরও বলেন, অভিবাসীদের বাড়তি চাপ সামাল দিতে এ মুহূর্তে তাঁর শহরের জন্য দেড় থেকে ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন। ইতিমধ্যে নিউ ইয়র্ক সিটি বাজেট সংকটে পড়েছে। নিউ ইয়র্ক সিটিতে অভিবাসীদের *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

## হজের খরচ কমল ৩০ শতাংশ

পরিচয় ডেস্ক: হজের খরচ কমানোর ঘোষণা দিয়েছে সৌদি সরকার। গত বছরের তুলনায় চলতি বছর থেকে ৩০ শতাংশ কম খরচে হজ করা যাবে।

সৌদি আরবের হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারী ড. আমর বিন রেদা আল মাদ্দাহ রোববার এ তথ্য জানান। খবর গালফ নিউজের।

তিনি জানান, এবারের হজের ইকোনমিক প্যাকেজের ৯০ শতাংশ বিক্রি হয়ে গেছে। সৌদির অভ্যন্তরীণ যে হজ প্যাকেজগুলো রয়েছে সেগুলোকে কোম্পানির সেবার মান অনুযায়ী একাধিক শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

এদিকে, *বাকি অংশ ২১ পৃষ্ঠায়*

## আমেরিকায় এফবিসিসিআইয়ের 'গুড উইল অ্যাম্বাসেডর' হলেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের বিশ্বজিত সাহা

পরিচয় ডেস্ক: দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এফবিসিসিআই) ইউএসএ-বাংলাদেশ বিজনেস লিংকসের সিইও ও মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বজিত সাহাকে আমেরিকায় 'গুড উইল অ্যাম্বাসেডর' হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের এই শীর্ষ সংগঠন *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

## সামরিক শক্তিধর দেশের তালিকায় বাংলাদেশ ৪০তম

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বে সামরিক শক্তিতে ১৪৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৪০তম। চলতি বছর (২০২৩) সামরিক শক্তির এ র‍্যাংকিং প্রকাশ করেছে গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার (জিএফপি)।

গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর সিআইএয়ে প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ তালিকা প্রকাশ করেছে। একটি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর আকার, অর্থনৈতিক অবস্থা, লজিস্টিক সক্ষমতা ও ভৌগোলিক অবস্থানের মতো ৬০টির বেশি বিষয় বিচারবিশ্লেষণ করে এ তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

জিএফপি ইনডেক্স অনুযায়ী, সামরিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে। শক্তিমত্তার সূচকে বাংলাদেশের স্কোর শূন্য দশমিক ৫৮৭১। আর দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ। এ অঞ্চলে বাংলাদেশের চেয়ে এগিয়ে ভারত, পাকিস্তান ও মিয়ানমার। পিছিয়ে শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ভুটান।

সামরিক শক্তিমত্তা সূচকের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির স্কোর শূন্য দশমিক ০৭১২। তালিকায় শীর্ষ দশ দেশের মধ্যে রয়েছেড় যথাক্রমে রাশিয়া, চীন, ভারত, যুক্তরাজ্য, দক্ষিণ কোরিয়া, পাকিস্তান, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালি। তালিকায় তলানিতে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভুটান। শক্তিমত্তার সূচকে দেশটির স্কোর ৬ দশমিক ২০১৭।

## গিনেস বিশ্ব রেকর্ড গড়েও নিজ দেশ ভারতে অবহেলিত দৌড়বিদ সুফিয়া সুফি

পরিচয় ডেস্ক: গত সপ্তাহে কাতারে এক ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়, টানা ৩০ ঘন্টা ৩৪ মিনিট দৌড়ে প্রথম হন ভারতীয় দৌড়বিদ সুফিয়া সুফি। তিনি গত ১২ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সকাল ৬.১৬ মিনিটে দৌড় শুরু করে শুক্রবার দুপুর ১২.৫০ এ দৌড় শেষ করেন। টানা ৩০ ঘন্টা ৩৪ মিনিট দৌড়ে ২০০ কিলো মিটার দুরুত্ব অতিক্রম করেন।

তবে গিনেস বিশ্ব রেকর্ড গড়ে ওয়ার্লডওয়াইড তুলপার করে ফেললেও নিজ দেশ ভারতে কোন কাভারেজই পাচ্ছে না দিল্লির এই মুসলিম দৌড়বিদ সুফিয়া সুফি । এর কারণ হয়ত তার নাম বা ধর্ম।

বিগত বছরগুলোতে খেয়াল করলে দেখা যাবে ভারতীয় প্রশাসন, মিডিয়া, টিভি চ্যানেলগুলো, সেলিব্রিটি সমাজ, ভারতীয় সাধারণ জণগন ক্রিকেটারদের পাশাপাশি অন্যান্য এথলেটদেরও বেশ সম্মান দেয়, ফুটেজ দেয়, কিন্তু এই কৃতি এথলেটের ব্যাপারে ভারতে সবাই নিশ্চুপ। অথচ মধ্যপ্রাচ্যের মিডিয়াগুলোতে এই খবর বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে।

ভারতীয় *বাকি অংশ ৩৫ পৃষ্ঠায়*

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯